শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি (M.Th)

মডিউল ১

বৃহৎ ভুমিকাঃ
প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্ব

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2021 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Robert D. McCurley is minister of the Gospel at Greenville Presbyterian Church, in Taylors, South Carolina, a congregation of the Free Church of Scotland (Continuing), Presbytery of the United States of America.

greenvillepresbyterian.com

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল এবং বক্তৃতার সূচক

মডিউল ১
বৃহৎ ভূমিকা - প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্ব
ভূমিকা
১। মেথোডলজি..... ১
২। শাস্ত্র-বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তি..... ৭
প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্ব
৩। শাস্ত্র ১৪
৪। প্রকাশন ২০
৫। শাস্ত্রের অনুপ্রেরণা ২৬
৬। অনুপ্রেরিত শাস্ত্রের প্রাথমিকতা ৩২
৭। পবিত্র শাস্ত্রের মানদণ্ড ৩৯
৮। শাস্ত্রের সংরক্ষণ এবং অনুবাদ ৪৫
৯। শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা ৫১
১০। শাস্ত্রের ক্রমবর্ধমান রূপ ৫৭

মডিউল ২
স্বকীয় ঈশতত্ত্ব (Theology Proper) – ঈশ্বর সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা (Doctrine)
মডিউল ৩
মানবতত্ত্ব (Anthropology) – মনুষ্য সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা
মডিউল ৪
খ্রীষ্টতত্ত্ব (Christology) – খ্রীষ্ট সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা
মডিউল ৫
পরিত্রাণতত্ত্ব (Soteriology) – পরিত্রাণ সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা
মডিউল ৬
মণ্ডলীতত্ত্ব (Ecclesiology) - মণ্ডলী সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা
মডিউল ৭
শেষকালীনতত্ত্ব (Eschatology) - অন্তিম সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ১ – বক্তৃতা ১

পদ্ধতি

আপনি কি কখনও একটি (জিগস) প্যাজল একসাথে সংযুক্ত করেছেন? যদি তাই হয়,তাহলে আপনি জানেন যে একটি সম্পূর্ণ প্যাজল সাধারণত কোনো কিছুর ছবি তুলে ধরে, সম্ভবত পাহাড় এবং চারণভূমি, বন, নদী, গাছ, প্রাণী, নীল আকাশ এবং তার উপরে মেঘের মতো অনেক বিবরণ সহ একটি সুন্দর প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য। কিন্তু আপনি যখন প্রথম বাক্সটি খুলবেন তখন আপনি বিভিন্ন আকারের অনেক ছোট ছোট টুকরো আবিষ্কার করবেন,যার প্রতিটিতে ছবির একটি ক্ষুদ্র অংশ অঙ্কিত রয়েছে। প্রতিটি টুকরো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আপনার লক্ষ্য, অবশ্যই, পুরো ছবি তৈরি করার জন্য টুকরোগুলি কীভাবে একত্রে একসঙ্গে যুক্ত হবে তা নির্ধারণ করা।

বাইবেল আমাদেরকে সেই সমস্ত শিক্ষাতত্ত্ব প্রদান করে যা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই সকল কর্তব্যও যা ঈশ্বর আমাদের কাছে দাবী করেন। এতে কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তার সম্পূর্ণ চিত্র পেতে আমাদের পুরো শাস্ত্রের প্রয়োজন। আপনি বাইবেলের প্রতিটি অধ্যায় পড়ার সাথে সাথে, আপনি বিস্তৃত শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে আমাদের কী বিশ্বাস করতে হবে তার কিছু অংশ আবিষ্কার করেন। এই টুকরোগুলি আপনি বাইবেলের অন্য কোথাও পড়েন এমন সত্যের সাথে সংযুক্ত এবং একত্রে সংযুক্ত হয়।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই মডিউলগুলি বা পাঠ্যক্রমগুলির উদ্দেশ্য হল আপনাকে কীভাবে টুকরোগুলি-অর্থাৎ,শাস্ত্রের অনুচ্ছেদগুলি থেকে আঁকা পৃথক সত্যগুলি একসাথে সংযুক্ত করে সেই মতবাদের সম্পূর্ণ,সুসঙ্গত এবং সমগ্র অংশ গঠনের জন্য একটি গভীর বোধগম্যতার সাথে আপনাকে সজ্জিত করা; যা একজন খ্রীষ্ট অনুগামীকে বিশ্বাস করতে হবে। সুতরাং আপনি যদি বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্বের একটি পরিষ্কার বোধগম্যতা অর্জন করতে চান তবে এই বক্তৃতাগুলি আপনাকে উপকৃত করার লক্ষ্য স্থিরীকৃত। শৃঙ্খলা বদ্ধ শিক্ষাতত্ত্বের উপর এই সিরিজটি যে সাতটি মডিউল নিয়ে গঠিত তা পরিচায়ক, সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এগুলি আপনাকে একটি ভিত্তি দিয়ে সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে যা আপনি আপনার পরবর্তী অধ্যয়নে গড়ে তুলতে পারেন।

যেহেতু এই মডিউলগুলিকে আমরা "শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব" বলি,এবং এই সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাজানো হয়েছে, তাই এই দুটি শব্দের সংজ্ঞা আমাদের প্রচেষ্টা গুলিকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করতে পারে। "ঈশতত্ত্ব" ঈশ্বরের জ্ঞানের অধ্যয়নের সাথে এবং যা তিনি আমাদের বিশ্বাস করার জন্য প্রকাশ করেছেন তার সাথে সম্পর্কিত। সেরা সংজ্ঞাগুলির মধ্যে একটি পেট্রাস ভ্যান মাস্ট্রিচ প্রদান করেছিলেন, যিনি একজন সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ সংস্কারবাদী ঈশতত্ত্ববিদ, যিনি বলেছিলেন যে "ঈশতত্ত্ব হল খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে বেঁচে থাকার শিক্ষা।" তাই ঈশতত্ত্ব আমাদের চিন্তাভাবনা এবং আমাদের জীবনযাপন উভয়কেই সম্বোধন করে।

"শৃঙ্খলাবদ্ধ" শব্দটি "শৃঙ্খলা" শব্দের সাথে সম্পর্কিত। এটি বাইবেলে সম্পূর্ণ শিক্ষাতত্ত্বের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা বোঝায়। আমরা এই বক্তৃতার বাকি অংশে দেখতে পাব,শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব শাস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্রের তুলনা করে খ্রীষ্টীয় শিক্ষার বিষয়গুলিকে সংগঠিত করে এবং প্রতিটি মতবাদের উপর বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার একটি সুশৃঙ্খল উপস্থাপনা প্রদান করে।

সুতরাং আপনি যখন দুটি শব্দ একসাথে রাখেন,শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব এই প্রশ্নের উত্তর দেয়, "সম্পূর্ণ বাইবেল প্রতিটি পৃথক শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয়?" শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব বাইবেলের বিষয়বস্তুকে সুসংগত এবং যৌক্তিক বিভাগে এমনভাবে একত্রিত করে এবং সঙ্ঘবদ্ধ করে যা স্পষ্টভাবে শেখানো, বোঝা এবং ধরে রাখা যায়। সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন, প্রতিটি খ্রীষ্ট অনুগামীদের অবশ্যই শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে।

কিন্তু সাতটি মডিউলের এই সিরিজে আমরা যা পরিক্রমা করতে আশা করি তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দেওয়া শুরু করার পূর্বে, এই কোর্সগুলি কীভাবে আপনার জন্য সত্যিকারের সহায়ক হতে পারে তা ব্যাখ্যা করে শুরু করি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তি সম্বন্ধে বাইবেল কী শিক্ষা দেয় তা বিবেচনা করুন। আপনি যখন যোহনের সুসমাচারটি খোলেন,আপনি প্রথম পদটিতে পড়েন,"আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।" আপনি লক্ষ্য করুন যে খ্রীষ্ট,যাকে সেই অনুচ্ছেদে বাক্য বলা হয়েছে,তিনি হলেন ঈশ্বর। খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বর। যোহনের বইয়ে আরও পড়লে, আপনি দেখতে পাবেন যে আরও অনেক অনুচ্ছেদ একই তত্ত্ব সত্য শিক্ষা দেয়, যা নিশ্চিত করে যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সত্যই ঈশ্বর। আর আপনি সম্পূর্ণ বাইবেল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপনার অনুসন্ধানকে প্রসারিত করার সাথে সাথে আপনি অনেক জায়গা আবিষ্কার করেন যা এই সত্যকে শক্তিশালী করে,প্রতিটি পাঠ্য অন্য একটি (*সম্পূর্ণ প্যাজলের*) টুকরো প্রদান করে।

কিন্তু আপনি খ্রীষ্টের জন্ম,জ্ঞান ও মর্যাদায় বেড়ে ওঠা,খাওয়া,পান করা,এমনকি কাঁদা,ঘুমানো,ক্রুশে মারা যাওয়া,শেষ পর্যন্ত মানুষের রক্তপাত এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিনে তাঁর মৃতদেহ কবরপ্রাপ্ত হওয়া ও পুনরুত্থিত হওয়ার বিষয়েও শাস্ত্রে পড়েছেন। আবার,আপনি আবিষ্কার করেন যে আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিতবাক্য পর্যন্ত অনেক অনুচ্ছেদ নিশ্চিত করে যে যীশু সত্যিকারের মানুষ ছিলেন।

সুতরাং শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব সম্পূর্ণ বাইবেলকে দেখে,শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করে এবং ঈশ্বর প্রদত্ত যে কোনো একটি শিক্ষার অংশকে বিবেচনা করে এবং সেগুলিকে একত্রিত করে একটি সুসংগত সমগ্রের মধ্যে রাখে,যেন ঈশ্বর একটি শিক্ষাতত্ত্ব সত্য বিষয়ে যা প্রকাশ করেছেন তা দেখতে পারি; উদাহরণ স্বরূপ, খ্রীষ্ট ব্যক্তিত্ব।

চতুর্থ মডিউলে, আপনি খ্রীষ্ট ব্যক্তি স্বরূপ মতবাদ সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ শিখবেন এবং আবিষ্কার করবেন যে বাইবেল শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্ট এক ব্যক্তি-দুই ব্যক্তি নয়, কিন্তু দুটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির একজন ব্যক্তি-একটি ঐশ্বরিক প্রকৃতি এবং একটি মানব প্রকৃতি। আর আপনি শিখবেন কেন এই সত্যটি এত গুরুত্বপূর্ণ, কোথায় আমাদের এটিকে ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে আলাদা করতে হবে এবং কীভাবে এটি খ্রীষ্টীয় জীবনের জন্য বিশাল ব্যবহারিক প্রভাব ফেলে।

এই পাঠের প্রথম দুটি বক্তৃতা, এই একটি এবং পরেরটি উভয়ই,সমস্ত সাতটি মডিউলের একটি ভূমিকা প্রদান করে। এই প্রথম মডিউলের বাকি অংশটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের সাতটি বিভাগের প্রথমটিতে উৎসর্গীকৃত– যাকে আমরা বলি "প্রথম নীতিগুলির শিক্ষাতত্ত্ব", যা ঈশতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রথম সত্য শাস্ত্রীয় শিক্ষা গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা আমাদের তৃতীয় বক্তৃতায় এবং এই পাঠের অবশিষ্ট বক্তৃতায় প্রথম নীতির শাস্ত্রীয় শিক্ষা আলোচনা করা শুরু করব।

আপনি যখন কোনও বিষয়ের অধ্যয়নের করেন,তখন আপনি আপনার পড়াশোনায় যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করবেন তা বিবেচনা করে শুরু করা সহায়ক। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ,জীববিজ্ঞানের অধ্যয়ন সাধারণত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা হয় তা নিয়ে আলোচনা করে শুরু হয়। আপনি একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেন, তারপর আপনার কাছে একটি অনুমান আছে–এক ধরনের শিক্ষিত অনুমান, তারপর আপনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং সেই অনুমানকে নিশ্চিত বা অস্বীকার করার জন্য পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করেন, একটি উপসংহারে পৌঁছান। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, জল কখন তরল অবস্থা থেকে কঠিন বরফে পরিণত হয় বা অন্য প্রান্তে, বাষ্প বা গ্যাসে পরিণত হয় তা নির্ধারণ করতে,আপনি কী করবেন? ঠিক আছে, আপনি এটিকে ঠান্ডা করুন বা আপনি এটিকে গরম করুন যে এটি কোন তাপমাত্রায় জমাট বা ফুটতে থাকে তা আবিষ্কার করতে। এই পদ্ধতিটি বিজ্ঞানের জন্য কাজ করে,কিন্তু অধ্যয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রে নয়। তবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই প্রথম বক্তৃতায়,আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বে সাধারণত ব্যবহৃত বুনিয়াদী ভিত্তি সাজাবো, কিন্তু বিশেষত এই পাঠ্যক্রম জুড়ে আমরা যে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করব তার উপর লক্ষ্য কেন্দ্রিত করবো।

তাই আমরা এই সম্বোধনে শুরু করছি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের পদ্ধতির শাস্ত্রীয় ভিত্তি দিয়ে। আর আমরা যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করব সে সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা উন্মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে শুরু করব। পৌল লিখেছেন, ১ তিমথি ৬-এর, পদ-এর শেষের অংশ থেকে ৪ পদ পর্যন্ত এবং তিনি এই কথা বলেছেন, " আর যাহাদের বিশ্বাসী কর্তা আছে, তাহারা তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান না করুক; বরং আরও যত্নে দাস্যকর্ম করুক,কেননা যাঁহারা সেই সদ্ব্যবহারের ফল ভোগ করেন,তাঁহারা বিশ্বাসী ও প্রেমের পাত্র। এই সকল শিক্ষা দেও ও অনুনয় কর। যদি কেহ অন্যবিধ শিক্ষা দেয় এবং নিরাময় বাক্য, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাক্য ও ভক্তির অনুরূপ শিক্ষা স্বীকার না করে,তবে সে গর্বান্ধ,কিছুই জানে না, কিন্তু বিতণ্ডা ও বাগ্‌যুদ্ধের বিষয়ে

রোগগ্রস্ত হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদটি "খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি জীবন যাপনের শিক্ষাতত্ত্ব" রূপে আমাদের কাছে ঈশতত্ত্বের সংজ্ঞা হুকুমনামা প্রদান করে। এই অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত চারটি উপাদান লক্ষ্য করুন।

প্রথমত, পৌল যখন "এই সকল" বলেন, তখন তিনি সেই সত্যগুলিকে উল্লেখ করছেন যা তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, শুধুমাত্র পূর্ববর্তী পদগুলিতে নয়, আরও সাধারণভাবে তাঁর সমস্ত প্রেরিত শিক্ষায়। তিনি আমাদের নির্দেশ করছেন, অন্য কথায়, শাস্ত্রের দিকে। বাইবেলের বিষয়বস্তু আমাদের ঐশ্বরিক সত্যের সাথে সজ্জিত করে এবং ঈশ্বর যা বলেছেন তা দেখতে, জানতে, গ্রহণ করতে এবং বিশ্বাস করার জন্য আমাদের আহ্বান জানানো হয়। সুতরাং আমাদের পদ্ধতির প্রথম উপাদানটি হল আমাদের সমস্ত শিক্ষাতত্ত্ব শাস্ত্রে স্থাপিত। আমাদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হল ঈশ্বরের বাক্য।

দ্বিতীয়ত, তিনি তিমথিকে বলেন যে সে এই সত্যগুলিকে অন্যদেরকে "শিক্ষা ও উপদেশ" দেওয়ার জন্য ব্যবহার করবে। "শিক্ষাতত্ত্ব" শব্দের সহজ অর্থ হল "শিক্ষা"। লক্ষ্য করুন যে তিনি বলেছেন যে এই শিক্ষাতত্ত্বগুলি শিক্ষা এবং উপদেশ দেওয়ার জন্য। তাই শিক্ষা মস্তিষ্ককে জানিয়ে দেয়,সেখানেই উপদেশ অনুশীলনকে সম্বোধন করে,বা জীবনে সত্যেকে প্রয়োগ করে। তাই আমাদের পদ্ধতির দ্বিতীয় উপাদানটির মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা-অর্থাৎ, বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্ব গুলি চিহ্নিত করা এবং সংজ্ঞায়িত করা, সুস্পষ্ট করা এবং এমনকি প্রতিটি শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যগুলিও তুলে ধরা।

তৃতীয়ত,তিনি সতর্ক করেন যে সবাই শাস্ত্রে পাওয়া শিক্ষায় সম্মত হয় না। কেউ কেউ সত্যকে অস্বীকার করবে,সত্যকে বিকৃত করবে এবং মিথ্যা মতবাদ শেখাবে। পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয়ই আমাদের বারবার দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষকদের সম্পর্কে সতর্ক করে,আমাদের পাঠে পৌল যাদের কথা বলেছেন, তারা হল "গর্বিত,এবং কিছুই জানে না।" ঈশ্বর মিথ্যা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমাদের আহ্বান করেছেন। সুতরাং আমাদের পদ্ধতির তৃতীয় উপাদানটিতে সত্যকে ভুল থেকে কীভাবে আলাদা করা যায় এবং কীভাবে মিথ্যাকে খণ্ডন করা যায় তা জানা। আমরা একে বিতর্কমূলক উপাদান বলবো।

চতুর্থ এবং সবশেষে, তিনি "ভক্তির অনুরূপ শিক্ষার" কথা বলেছেন। আমরা যা বিশ্বাস করি তা প্রভাবিত করে এবং প্রভাবিত করে আমরা কীভাবে জীবনযাপন করি। সত্য শিক্ষার লক্ষ্য হল ঈশ্বরীয় অনুশীলন উৎপন্ন করা। আমাদের চিন্তায় সত্যের সঠিক গঠনের মধ্যে আমাদের স্বার্থকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। পাঠটি বলে যে আমাদের জীবনযাত্রায় সেই সত্যের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আমাদের অবশ্যই পরিশ্রমী হতে হবে। সুতরাং আমরা যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করব তার চতুর্থ উপাদানটি হল ব্যবহারিক প্রয়োগ।

এই চারটি উপাদান মনে রাখবেন – শাস্ত্রীয়, শিক্ষাতত্ত্বমূলক, বিতর্কমূলক এবং ব্যবহারিক – কারণ আমরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আবার এই চারটি পদ্ধতিতে ফিরে আসব। কিন্তু আমরা ১ তিমথি ৬ থেকে এই পাঠ্যটিতে তাদের জন্য বাইবেলের ভিত্তি প্রবর্তন করে শুরু করেছি।

দ্বিতীয়ত,আমাদের একটি শিক্ষাতত্ত্ব পরিদর্শন বিবেচনা করতে হবে। আমরা এই বক্তৃতায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব নিযুক্ত পদ্ধতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমাদের পদ্ধতি আমরা যে পথ অনুসরণ করি তার সাথে সম্পর্কিত। যদি পদ্ধতিটি ভুল হয়,তবে পথ আমাদের সুষম শিক্ষার সঠিক গন্তব্যে নিয়ে যাবে না। সুতরাং আমাদের অবশ্যই বাইবেল থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাতত্ত্বে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা অবশ্যই আহরণ করতে হবে,যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। ঈশ্বর বিভ্রান্তির ঈশ্বর নন এবং শাস্ত্র সত্যের ঐক্য শেখায়। তাই শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব বাইবেলে সত্যের প্রতিটি পৃথক সুত্রের সন্ধান করে যেন বাইবেল আধারিত শিক্ষাতত্ত্ব কীভাবে একসঙ্গে এক উত্তম ও বৃহৎ কারুকার্যে গঠিত হয়েছে তা দেখতে পাওয়া যায়।

তাই আমাকে আমাদের পদ্ধতির একটি শিক্ষাতত্ত্বের মানচিত্র প্রদান করতে দিন, যেন আপনি এই সাতটি মডিউলে আমরা কোথায় যাচ্ছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখতে পারেন। আমরা বড় ছবি থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে কাজ করব, তাই সমস্ত সাতটি মডিউলের সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন থেকে, প্রতিটি মডিউলের বিন্যাস-প্রতিটি লেকচারের সংগঠন পর্যন্ত।

সাতটি মডিউলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ– এটি বিবেচনা করুন। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের সাতটি বৃহৎ বিভাগে বিভক্ত, প্রতিটি বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাকে সম্বোধন করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই সিরিজে,সাতটি মডিউল বা পাঠ রয়েছে, প্রতিটি নির্দিষ্ট বিষয় বা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের বিভাগগুলির একটিতে নিবেদিত। তারা নিম্নলিখিত:

১। প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্ব; আর এই বর্তমান মডিউল সেগুলি বিন্যাস করবে। এর মধ্যে, শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্ব

এবং অন্যান্য বিষয় রয়েছে।

২। এতে রয়েছে ঈশ্বর বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব।

৩। এতে রয়েছে মানব বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব

৪। এতে রয়েছে খ্রীষ্ট বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব

৫। এতে রয়েছে পরিত্রাণ বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব

৬। এতে রয়েছে মণ্ডলী বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব

৭। এবং সবশেষে,এতে রয়েছে অন্তিম বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব

সুতরাং আপনি যদি সমস্ত সাতটি মডিউলের মধ্য দিয়ে যান, আপনি সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাতত্ত্ব পূর্ণ করে থাকবেন। সুতরাং এটি হল সাতটি মডিউলের একটি পরিদর্শন।

তবে আসুন প্রতিটি মডিউলের একটি পরিদর্শন সম্পর্কেও চিন্তা করি, কারণ প্রতিটি মডিউলকে সেই শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি সম্বোধন করে এমন বক্তৃতাগুলিতে বিভক্ত করা হয়। সুতরাং একটি উদাহরণ এটি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারে। পরিত্রাণের মতবাদের মডিউল – ভাল, এতে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং কার্যকর আহ্বান, পুনর্জীবন, বিশ্বাসের উপর একটি বক্তৃতা এবং অনুতাপ, ধার্মিক গণিত হওয়া, দত্তক নেওয়া, শুদ্ধিকরণ, শেষ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা, নিশ্চিতিকরণ ইত্যাদি; এসব শিক্ষাতত্ত্বের শিক্ষাগুলি একত্রে পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্ব গঠন করে।

কিন্তু তারপরে,আরও বিশদে যেতে, আমাকে প্রতিটি বক্তৃতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করতে দিন,কারণ প্রতিটি বক্তৃতায,চারটি উপাদানের কাঠামো অনুসরণ করবে যা আমরা ১ তিমথি ৬ থেকে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ,বক্তৃতাগুলি একটি শাস্ত্রীয়,শিক্ষাতাত্ত্বিক, বিতর্কমূলক এবং ব্যাবহারিক দিক প্রকাশ করবে। অতীতের সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্ববিদরাও এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। তবে আসুন এই চারস্তরীয় ব্যাখ্যার ভিত্তি সম্বন্ধে আরও বিবেচনা করি।

তাই আমরা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করি। প্রতিটি শিক্ষার জন্য বাইবেলের ভিত্তি এবং প্রমাণ একটি অগ্রাধিকার হতে হবে। আপনি যদি একটি শিক্ষাতত্ত্বের বাইবেলের ভিত্তিতে নির্ভর না করেন,তাহলে আপনার বিশ্বাসগুলি সহজেই ভেঙে যাবে। আমরা ২ তিমথি ৩:১৬ এবং ১৭ তে পড়ি যে "ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ব, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিভূত হয়।" বাইবেল ঈশ্বরের নিজস্ব অনুপ্রাণিত শব্দগুলি প্রদান করে যা আমাদেরকে শিক্ষাতত্ত্বের জ্ঞান এবং কর্তব্য উভয়ই দিয়ে সজ্জিত করে যা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্যত্র,২ তিমথি ২:১৫ তে, তিনি বলেছেন," তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে " তবে সেগুলি মোচড়ের বা ভাঁজ দেওয়ার বিপরীতে শাস্ত্রের একটি সঠিক বিভাজন রয়েছে।

যেহেতু ঈশ্বর সমগ্র বাইবেল জুড়ে মতবাদগুলিকে দিয়েছেন,তাই একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে সেগুলি সংগ্রহ করা এবং সাজানো গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম করিন্থীয় ১৪:৪০ বলে, খ্রীষ্টীয় গির্জার মধ্যে "কিন্তু সকলই শিষ্ট ও সুনিয়মিতরূপে করা হউক"। তাই আমরা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাতত্ত্ব ব্যাখ্যা। এটি সত্য শিক্ষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে গঠিত। তাই এই বিভাগের অধীনে,একটি শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে বিভাগ এবং পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হবে,যা বাইবেল জুড়ে দেওয়া বিভিন্ন সত্যের উপর অঙ্কন করা হবে। প্রেরিত ২০:২৭ এর কথাগুলি চিন্তা করুন,যেখানে প্রেরিত পৌল ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রাচীনদের সাথে কথা বলছেন এবং তিনি বলেছেন," কারণ আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের সমস্ত মন্ত্রণা জ্ঞাত করিতে সঙ্কুচিত হই নাই" পৌল তিমথিকে অন্যত্র বলেছেন,"তুমি আমার শিক্ষা ... সম্পূর্ণরূপে জেনেছো এবং অনুসরণ করেছো" (২ তিমথি ৩:১০)। অন্য কথায়,পৌল সম্পূর্ণ শাস্ত্র এবং তাতে যা আছে তা শিখিয়েছিলেন। সে সমস্তই পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুসজ্জিত কোনটিই পরস্পরবিরোধী বা পেঁচানো নয়। আর তাই আমাদের শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়নের পদ্ধতিতেও এই বাস্তবতাগুলোকে প্রতিফলিত করতে হবে।

তৃতীয়ত,আমাদের বিতর্কিতমূলক ব্যাখ্যা রয়েছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের কেবল সত্য মতবাদের একটি স্পষ্ট উপলব্ধি প্রদান করে না,এটি সেই সত্যকে বিভিন্ন ত্রুটি থেকে পৃথক করে এবং বিশ্বাসীকে মিথ্যার

বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উত্তর দিয়ে সজ্জিত করে। বাইবেল যেমন সতর্ক করে তেমনি ত্রুটি প্রচুর এবং আমাদের অবশ্যই শুদ্ধকে মন্দ থেকে আলাদা করতে হবে।

১ তিমথি ৩:৬ এ, পৌল তাদের সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন যারা সুষম শিক্ষায় সম্মত নয়। পুরাতন নিময়ে মিথ্যে ভাববাদী ছিল এবং নতুন নিয়মেও মিথ্যা শিক্ষকদের কথা বলে। তারা প্রায়ই ভেড়ার পোশাকে নেকড়েদের মতো উপস্থিত হয়,বাস্তবে সেই সত্যকে ক্ষুন্ন করার সময় সত্যকে ধরে রাখার দাবি করে। পিতর সতর্ক করেছেন যে যারা "অশিক্ষিত এবং অস্থির", যারা অন্যদের মতো করে। অন্য কথায়, কিছু লোক শাস্ত্র যা শিক্ষা দেয় তা মোচড় দেয় এবং বিকৃত করে। তারা শাস্ত্রের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পদ নিতে পারে এবং এটি থেকে মিথ্যা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই কারণেই যিহুদা ৩ বলে, "প্রিয়তমেরা, আমাদের সাধারণ পরিত্রাণের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লিখিতে নিতান্ত যত্নবান হওয়াতে আমি বুঝিলাম, পবিত্রগণের কাছে একবারে সমর্পিত বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিতে তোমাদিগকে আশ্বাস দিয়া লেখা আবশ্যক।" আমাদের অবশ্যই সত্যের পক্ষে লড়াই করতে হবে এবং এটিকে ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে রক্ষা করতে হবে।

আমরা এখানে সাহায্যের জন্য মণ্ডলীর ইতিহাসও দিকে যেতে পারি। সূর্যের নীচে নতুন কিছু নেই। বেশীরভাগ শিক্ষাতত্ত্বের ত্রুটি হল পুনর্ব্যবহৃত পুরানো ত্রুটি যা একটি নতুন আকারে প্রদর্শিত হয়। ইতিহাসের ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ বাইবেলের এবং ঈশতত্ত্ব যুক্তিগুলি অধ্যয়ন করে, আমরা বর্তমান দিনে সেগুলিকে চিনতে এবং প্রত্যাখ্যান করতে আরও ভালভাবে সজ্জিত হব। সুতরাং তৃতীয় বিভাগটি হল আমাদের বিতর্ক প্রকাশ।

চতুর্থত, আমাদের কাছে ব্যবহারিক ব্যাখ্যা রয়েছে। ঈশতত্ত্ব অধ্যয়ন কখনই নিছক তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে শেষ হওয়া উচিত নয়, বা জন ক্যালভিন যাকে "মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে এমন সত্য" হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে ১ তিমথি ৬-এ পৌল "সেই শিক্ষার কথা বলেছেন যা ভক্তিবাদ অনুসারে।" একইভাবে, তীত ১:১-এ, পৌল "সত্যকে স্বীকার করার কথা বলেছেন যা ঈশ্বরভক্তি অনুসারী" তাই শিক্ষাতত্ত্বগুলোকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে হবে নতুবা তারা তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। খ্রীষ্ট বলেছেন, এই সকল যখন তোমরা জান, ধন্য তোমরা, যদি এই সকল পালন কর; যোহন ১৩:১৭ তে। অথবা,আপনি মনে রাখবেন, পার্বত্য উপদেশের শেষে, মথি ৭ অধ্যায়ে, সেই অত্যন্ত প্রাণবন্ত চিত্র যা যীশু আমাদের দিয়েছেন। তিনি বলেন,একজন লোক বালির উপর তার বাড়ি নির্মাণ করে এবং অন্যজন একটি পাথরের উপর তার বাড়ি নির্মাণ করে। আর যখন ঝড় ও বাতাস আসে, যে বালির উপর তার ঘর তৈরি করেছে তার ঘর ভেঙ্গে পড়বে, সেখানেই পাথরের উপর নির্মিত ঘরটি সহ্য করবে। আর তিনি বলেছেন যে যারা পাথরের উপর তাদের ঘর তৈরি করে তারাই হল সেই মানুষ যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে যে সত্য প্রদান করেন তা করেন বা প্রয়োগ করেন বা অনুশীলন করেন। একইভাবে, আমরা যাকোব ১:২২-এ পড়ি, "কিন্তু তোমরা বাক্যের কার্যকারী হও, কেবল শ্রবণকারীই হও না, নিজেদেরকে প্রতারিত কর না।"

সুতরাং আমাদের শাস্ত্রীয়, শিক্ষাতাত্ত্বিক,বিতর্কিত এবং ব্যবহারিক এই চারটি বিভাগ রয়েছে এবং আপনি যেমনটি লক্ষ্য করেছেন,আমরা ইতিমধ্যে এই প্রথম বক্তৃতায়ও এই চারগুণ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি। ভূমিকার পরে, আমরা শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ, ১ তিমথি ৬:২-৪ বিবেচনা থেকে আমাদের দিকনির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করে শুরু করেছি। তারপর,আমরা অন্যান্য সহায়ক বাইবেলের অনুচ্ছেদগুলি নিয়ে শিক্ষাতত্ত্বমূলক সত্যগুলির একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করেছি। এখন আমরা তৃতীয়ত এবং খুব সংক্ষিপ্তভাবে, বিতর্কমূলক ব্যাখ্যার দিকে ফিরে যাব,তারপরে ব্যবহারিক প্রভাবগুলি অনুসরণ করব।

সুতরাং তৃতীয়ত, বিতর্কিত প্রকাশ। যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি, আপত্তির উত্তর দেওয়া এবং সত্যের উপর আক্রমণ খণ্ডন করা প্রয়োজন। এই প্রথম বক্তৃতা সম্পর্কে, কেউ কেউ শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বে নিযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করতে আপত্তি করতে পারে। তারা জোর দিতে পারে যে শিক্ষাতত্ত্বের যৌক্তিক ক্রম এবং উপস্থাপনা শিক্ষাতত্ত্ব থেকে বিঘ্নিত বা বিকৃত করে। তবে স্পষ্টতই, এর উত্তরে, স্পষ্টতই সত্যের সংগঠন সত্যগুলিকে নিজেরাই পরিবর্তন করে না। বরং, এটি একটি শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কিত সমস্ত সত্যকে এক জায়গায় একত্রিত করে, শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করে, যা প্রকৃতপক্ষে সত্যের বিষয়ে স্পষ্টতা, উপলব্ধি এবং প্রত্যয় সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে, বাইবেল নিজেই সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করার ব্যর্থতা সম্পর্কে সতর্ক করে। ২ পিতর ৩:১৬ এবং ১৭-এ, পিতর, পৌলের লেখার কথা বলেছেন এবং বলেছেন "আর যেমন তাঁহার সকল পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া তিনি এই প্রকার কথা কহেন; তাহার মধ্যে কোন কোন কথা বুঝা কষ্টকর; অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত

শাস্ত্রলিপি, তেমনি সেই কথাগুলিরও বিরূপ অর্থ করে, আপনাদেরই বিনাশার্থে করে। অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা এই সকল অগ্রে জানিয়া সাবধান থাক, পাছে ধর্মহীনদের ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হইয়া নিজ স্থিরতা হইতে ভ্রষ্ট হও।"

চতুর্থত, ব্যবহারিক প্রভাব। এমনকি পদ্ধতির ক্ষেত্রেও আমরা নিজেদের কাছে ব্যবহারিক প্রয়োগ টানতে পারি। সত্যের একটি গভীর এবং স্পষ্ট জ্ঞান আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার দিকে নিয়ে যায়। ইব্রিয় ৫:১৩ এবং ১৪ বলে,"কেননা যে দুগ্ধপোষ্য, সে ত ধার্মিকতার বাক্যে অভ্যস্ত নয়; কারণ সে শিশু।" আপনি দেখুন, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির একটি নম্র কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে,যা তাঁর উপাসনা এবং তাঁর মহিমা পরিবেশনের দিকে পরিচালিত করে।

তাই আমাদের দোষী সাব্যস্ত করা উচিত,যদি আমরা ঈশ্বরের সত্যের কোনো অগোছালো এবং উচ্ছৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য দোষী হই,যা বিভ্রান্তির জন্ম দেয় এবং সত্যকে আমাদের স্মৃতিতে ধরে রাখতে বাধা দেয়। পরিবর্তে, আমাদের এমন কর্মী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত যারা "অনুমোদিত" এবং "সত্যের বাক্যকে সঠিকভাবে ভাগ করার" ক্ষেত্রে "লজ্জিত নয়" যা অবশ্যই আমাদের নিজের আত্মার জন্য একটি উপকারী। যোহন ১৭:১৭ -এ খ্রীষ্ট প্রার্থনা করেছিলেন, "তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।" অন্যদেরকে সত্য শেখানোর ক্ষেত্রে,তারা অল্পবয়সী হোক বা বৃদ্ধ হোক এবং তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন,অভাবী আত্মার সাথে আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্পষ্টতার দিকে আমাদের ধাবমান হওয়া উচিত। আমরা উপদেশক ১২:১১ পদে পড়ি, "জ্ঞানবানদের বাক্য সরল অঙ্কুশস্বরূপ, ও সভাপতিগণের [বাক্য] পোতা গোঁজস্বরূপ।"

উপসংহারে, হিতোপদেশ ২৩:২৩ বলে, "সত্য ক্রয় কর, বিক্রয় করিও না" এবং আমরা যে অধ্যয়নে নিযুক্ত আছি তা সত্যই সত্য কেনার একটি কাজ, বাইবেলের সত্যকে একটি মূল্যবান ধনের স্বীকৃতি দেওয়া। বাইবেল যেমন বলে, এটাকে সোনা, রৌপ্য এবং মূল্যবান পাথরের চেয়েও বেশি মূল্য দেওয়া উচিত, যে এটি আমাদের স্বাদে এমনকি "মধু ও মৌচাক"-এর চেয়েও মিষ্টি, যে আমাদের "প্রয়োজনীয় খাবারের"চেয়েও বেশি মূল্যবান হওয়া উচিত। মডিউল এবং বক্তৃতাগুলির এই পাঠ্যক্রমে,আমরা সেই সত্যটি কেনার এবং এটিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার চেষ্টায় নিযুক্ত আছি।

আমাদের আরও লক্ষ করা উচিত যে জন নক্স ইনস্টিটিউট বাইবেল আধারিত ঈশতত্ত্ব শিরোনামের একটি মডিউলও সরবরাহ করে। আর যদি আপনি সেই বক্তৃতাগুলির মাধ্যমে আপনার উপায়ে কার্যকারী করেননি তবে আমি সুপারিশ করব যে আপনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব এর এই মডিউলগুলির মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার আগে সেগুলি শোনার কথা বিবেচনা করুন। বাইবেল আধারিত ঈশতত্ত্ব রৈখিক কালানুক্রমিক বিকাশ এবং বাইবেলের মধ্যে মুক্তির ইতিহাসের উন্মোচনকে দেখে, আদিপুস্তক থেকে শুরু করে এবং প্রকাশিত বাক্যে শেষ হয়। শৃঙ্খলা বদ্ধ ঈশতত্ত্ব তারপর পুরো শাস্ত্র দিয়ে শুরু হয় এবং এক সময়ে একটি শিক্ষাতত্ত্ব গ্রহণ করে, একত্রিত করে এবং সেই একটি শিক্ষাতত্ত্বের উপর বাইবেল যা বলে তা সংগঠিত করে। বাইবেল আধারিত ঈশতত্ত্বের উপাদানগুলি আপনাকে শাস্ত্রের একটি দৃঢ় বোধগম্যতার সাথে সজ্জিত করবে, যা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই পাঠগুলি থেকে আপনি যে সুবিধাগুলি পাবেন তা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তির বাইবেলের ভূমিকা বিবেচনা করব, যা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই সাতটি মডিউলের সাথে আমাদের সাধারণ ভূমিকা সম্পূর্ণ করবে। তৃতীয় লেকচার থেকে শুরু করে এবং এই প্রথম মডিউলের বাকি অংশের জন্য,আমরা প্রথম নীতির মতবাদের উপর আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ১ – বক্তৃতা ২

শাস্ত্র বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তি

এটি ছিল ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ; খ্রীষ্টান সম্রাট কনস্টানটাইন সারা বিশ্বের নেতৃস্থানীয় সেবকদের নাইসিয়া শহরে একটি বৈঠকের জন্য একত্রিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন,যা এখন উত্তর-পশ্চিম তুরস্কে অবস্থিত। সভাটির উদ্দেশ্য ছিল, যা নাইসিয়ান মহাসভা (নাইসিয়ান কাউন্সিল) নামে পরিচিত হয়েছিল, যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈশতত্ত্বের বিরোধের নিষ্পত্তি করা যা সাম্রাজ্যের মধ্যে মণ্ডলীগুলিতে উঠেছিল। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ঈশ্বরের পুত্রের ঐশ্বরিকতা এবং পিতার সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন। একদিকে, আপনার এরিয়াস নামে একজন নেতা ছিলেন যিনি একজন অত্যন্ত বাগ্মী এবং জনপ্রিয় প্রচারক ছিলেন। তিনি শিখিয়েছিলেন যে পুত্রকে সৃষ্টি করা হয়েছিল,তাঁর একটি শুরু ছিল এবং তিনি পিতার মতো একই ঐশ্বরিক প্রকৃতির নন। অন্য দিকে, আলেকজান্দ্রিয়ার আলেকজান্ডার এবং তার আরও বিখ্যাত সহকারী, অ্যাথানাসিয়াস দাঁড়িয়েছিলেন, যিনি দাবি করেছিলেন যে ঈশ্বরের পুত্র চিরকালের জন্য পিতা থেকে জাত, তিনি পিতার মতোই ঐশ্বরিক প্রকৃতির ছিলেন এবং সেইজন্য যিনি সৃষ্ট হননি এবং তাঁর কোন শুরু ছিল না। মাঝখানে, পরিচারক মণ্ডলী দাঁড়িয়েছিল যারা এই বিষয়ে কী ভাববে সে বিষয়ে অস্পষ্ট বা সিদ্ধান্তহীন ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, উভয় পক্ষের সকলেই নিশ্চিত করেছে যে শাস্ত্র হল ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য এবং উভয় পক্ষই দাবি করেছে যে বাইবেল তাদের নিজ নিজ অবস্থান শিখিয়েছে। কিন্তু উভয় অবস্থান স্পষ্টতই সত্য হতে পারে না।

আমরা এখানে চিত্তাকর্ষক বিবরণ অন্বেষণ করতে পারি না, কিন্তু বিতর্কের ফলাফল নাইসিয়ান কাউন্সিলের পরিচর্যাকারীদের অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে পরিচালিত করেছিল যে বাইবেল ঈশ্বরের পুত্রের ঐশ্বরিক প্রকৃতি শেখায়। ফলস্বরূপ, তারা একটি শিক্ষাতত্ত্ব তৈরি করেছিলেন, নাইসিয়ান শাস্ত্র-বিশ্বাস (নাইসিয়ান ক্রিড), যা মণ্ডলীর প্রকৃত বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্ব রূপে সর্বজনীন হিসাবে কাজ করেছিল এবং সেই সত্যগুলিকে মিথ্যা মতবাদ থেকে আলাদা করেছিল যেগুলির নিন্দা করা উচিত। সেই থেকে, নাইসিয়ান শাস্ত্র-বিশ্বাস একটি সত্য খ্রীষ্ট অনুরাগীকে এবং একটি সত্য মণ্ডলীকে এই শিক্ষার উপর কী বিশ্বাস করতে হবে তার একটি মানদণ্ড হিসাবে কাজ করেছে।

এই মডিউলের প্রথম দুটি বক্তৃতা– আগেরটি এবং এটি– সাতটি পৃথক মডিউলের সম্পূর্ণ সিরিজের একটি বৃহৎ ভূমিকা হিসাবে কাজ করে যা আমাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব অধ্যয়নের মাধ্যমে নিয়ে যায়। প্রথম বক্তৃতায়, আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বে নিযুক্ত পদ্ধতি বিবেচনা করেছি। এই বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং ব্যবহার এবং বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিগুলি আলোচনা করব।

সুতরাং আসুন সেই শব্দগুলি সংজ্ঞায়িত করে শুরু করি। ইংরেজি শব্দ “creed” ল্যাটিন শব্দ “credo” থেকে এসেছে যার অর্থ “আমি বিশ্বাস করি।” সুতরাং একটি শাস্ত্র-বিশ্বাস হল কেবল একটি বিবৃতি যা আমরা বিশ্বাস করি যে বাইবেল তাই শিক্ষা দেয়। একইভাবে, “স্বীকারোক্তি” শব্দের অর্থ একটি স্বীকৃতিপত্র। সুতরাং পাপের স্বীকারোক্তি, উদাহরণস্বরূপ, আমাদের পাপের একটি স্বীকৃতি, বা আমাদের পাপের বিষয়ে বলা, ঈশ্বর এটি সম্পর্কে যা বলেন। একইভাবে, বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি হল সত্য শিক্ষাতত্ত্বের স্বীকৃতি, বা শাস্ত্রে ঈশ্বর এই শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে যা বলেছেন সেই একই কথা বলা। আপনি দেখতে পাচ্ছেন,শাস্ত্র-বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তি একই জিনিসকে নির্দেশ করে– প্রামাণিক দলিল যা বাইবেলে শেখানো সত্য শিক্ষাতত্ত্বগুলিকে নিশ্চিত করে এবং তাই সেই সত্য মতবাদগুলিকে আলাদা করে যা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত, মিথ্যা মতবাদগুলি থেকে যা আমাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত। “গোঁড়া”(অর্থোডক্স) শব্দের অর্থ “সরল চিন্তাভাবনা”, এর বিপরীতে, আপনি জানেন, কুটিল চিন্তাভাবনা বা ভুল চিন্তাভাবনা রয়েছে। তাই গোঁড়া শিক্ষাতত্ত্ব (orthodox doctrine)

বলতে বোঝায় সত্যিকারের বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্ব যা সত্য মণ্ডলী যুগে যুগে বহাল রাখে।

শাস্ত্র-বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তিগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং আমরা প্রথম বক্তৃতায় যা বিবেচনা করেছি তার অনুরূপ পদ্ধতি ব্যবহার করে। এক অর্থে, স্বীকারোক্তি হল শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের একটি সংকুচিত বিবৃতি। অর্থাৎ, তারা নির্বাচিত শিক্ষাতত্ত্বের উপর বাইবেলের শিক্ষাকে শ্রেণীবদ্ধ করে এবং সংগঠিত করে এবং সেই সত্যগুলিকে সুনির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ততার সাথে বিবৃত করে। কিন্তু কর্পোরেট মণ্ডলী কর্তৃক গোঁড়া শিক্ষার সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে নিশ্চিত হওয়ার অতিরিক্ত কর্তৃত্ব তাদের আছে। এই কারণেই আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বে আমাদের বিস্তৃত অধ্যয়নে বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তির উল্লেখ করব, বিশেষ করে একটি স্বীকারোক্তি, ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি (ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন) অফ ফেইথ,যা আমরা পরবর্তীতে আরও লক্ষ্য করব।

আপনি যেমন প্রথম বক্তৃতা থেকে স্মরণ করবেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব সাধারণ মাপদণ্ডের মধ্যে,আমরা এই পাঠগুলির উদ্দেশ্যে, একটি চার স্তরীয় পদ্ধতি ব্যবহার করছি। অর্থাৎ,আমরা চারটি বিভাগের অধীনে প্রতিটি শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তা ব্যাখ্যা এবং উদ্ভাসন করবো; একটি শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, একটি বিতর্কমূলক ব্যাখ্যা এবং একটি ব্যবহারিক ব্যাখ্যা। আর আমরা এই পরবর্তী লেকচারেও সেই চারটি উপাদানকে কাজে লাগাব।

অতএব এটি আমাদেরকে, আমাদের প্রথম বিন্দুতে নিয়ে আসে। আমরা শাস্ত্র-বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তির গুরুত্ব এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের আমাদের অধ্যয়নের সাথে তাদের সম্পর্ক, সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা উন্মোচন করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে শুরু করব। তাই এটি হল শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। ২ তিমথি ১:১৩ তে পৌল কী লিখেছেন তা বিবেচনা করুন। তিনি বলেছিলেন, "তুমি আমার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছ, সেই নিরাময় বাক্যসমূহের আদর্শ খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে ও প্রেমে ধারণ কর।" এই শব্দগুলির মাধ্যমে, প্রেরিত নিজ তরুণ শিক্ষানবিশ, তিমথিকে প্রস্তুত করেছিলেন, যা দুই সহস্রাব্দে যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সবচেয়ে গুরুতর বিপর্যয়ের মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারে। টাইটাসের জেরুজালেম অবরোধ করে এবং এর সাথে সাথে খ্রীষ্টের সদ্য জন্মপ্রাপ্ত মণ্ডলী চারপাশের বিশ্বে পতন,অদূর ভবিষ্যতে ঘটছিল। অত্যাচারী নীরোর রক্তাক্ত হাতে প্রেরিত পৌলের মৃত্যু আসন্ন ছিল,আপনি অধ্যায় ৪ পদ ৬ এবং৭ এ তা দেখতে পাবেন। তাই তিমথির কাছে এই দ্বিতীয় পত্রটি পৌলের শেষ লিখিত শব্দের রেকর্ড হিসাবে কাজ করে। তারা তাঁর আধ্যাত্মিক পুত্রের প্রতি পিতার কোমলতা প্রকাশ করে। পৌল কোথায় এমন হতাশ অবস্থার মধ্যে বাকিদের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন? সংক্ষেপে, তিনি তিমথিকে যে বিষয়গুলো শিখিয়েছিলেন তা সংরক্ষণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন যে এই প্রসঙ্গে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে প্রেরিতত্বের সত্যকে বজায় রাখার উপর যা তিমথি পেয়েছিল। পৌল আগে থেকেই সতর্ক করেছিলেন যে "বিপজ্জনক সময় আসবে", ২ তিমথি ৩:১,এবং সেই দ্রুত-আসন্ন সময়ের একটি চিহ্ন হল যে মানুষেরা "সত্যকে প্রতিরোধ করবে যেমনটি আপনি ৩:৮-এ দেখছেন। এর মধ্যে রয়েছে নামধারী খ্রীষ্টানরা, যারা "সঠিক শিক্ষা সহ্য করবে না" এবং "সত্য থেকে তাদের কান ফিরিয়ে নেবে",আপনি ৪:৩-৪ এ তা দেখতে পাবেন। এমনকি প্রেরিত যেমন লিখেছিলেন, তার কিছু সহ-পরিচর্যাকারী সেই সত্যকে পরিত্যাগ করছিল; ১:১৫ এবং ৪:১৪ এবং ১৬ এর পদগুলি লক্ষ্য করুন।

সত্যের প্রতি তিমথির সংযুক্তি ছিল অপরিহার্য। এটি তিমথি এবং তিনি যে মণ্ডলীকে পরিচর্যা করছিলেন উভয়ের জন্যই এটি অপরিহার্য ছিল। পৌল তাঁকে বলেছিলেন, ১ তিমথি ৪:১৬ তে, "আপনার বিষয়ে ও তোমার শিক্ষার বিষয়ে সাবধান হও, এই সকলে স্থির থাক; কেননা তাহা করিলে তুমি আপনাকে ও যাহারা তোমার কথা শুনে, তাহাদিগকেও পরিত্রাণ করিবে। তিমথিকে বলা হয়েছিল ঠিক যেমন নিজ প্রিয় জীবনের জন্য সুরক্ষার জন্য দড়ি ধরে রাখবে সেরুপ সত্য শিক্ষাতত্ত্বকে আঁকড়ে ধরতে বা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে। এটা সেই সত্যে নিজেকে সংরক্ষণ করাকেউ ইঙ্গিত করে।

"সুষম বাক্যের" "ধরণ" বা প্যাটার্ন প্রেরিতত্ব বাইবেলের সত্যকে বোঝায়; পৌলের ভাষা লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন, "যা তুমি আমার কাছে শুনেছ" এবং দৃঢ়ভাবে সেটি ধরে রাখার প্রেরণা হল খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস এবং ভালবাসা। সর্বোপরি, এটি খ্রীষ্টের সত্য এবং তাই এটি খ্রীষ্টকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার একটি অভিব্যক্তি। আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে এবং খ্রীষ্ট যা প্রকাশ করেন সেগুলিকে ভালবাসতে হবে। মনে রাখবেন

কীভাবে যীশু তাঁর লোকেদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন "আমি তোমাকে যা যা আদেশ করি তা সমস্ত জাতিকে পালন করতে শেখাও," যেমন আপনি মথি ২৮ এর শেষে পড়েন। আর যিহূদা ৩ আমাদের উৎসাহিত করে "পবিত্রগণের কাছে একবারে সমর্পিত বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিতে তোমাদিগকে আশ্বাস দিয়া লেখা আবশ্যক।" ২ তিমথি ১:১৩ তে পৌলের কথাগুলি স্পষ্ট করে যে শাস্ত্রগুলি সত্যের একটি সুসংগত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা শেখায় যা সনাক্তকরণযোগ্য এবং রক্ষাযোগ্য। মণ্ডলী অবশ্যই সত্য এবং সেই সত্যের মিথ্যা বিকৃতির মধ্যে বৈষম্য করতে হবে যাতে "নিরাময় বাক্যের রূপ ধরে রাখা যায়।" বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তিগুলি সেই বাইবেলের বাধ্যবাধকতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের শাস্ত্র-বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তির বাইবেল ভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা এবং একটি শিক্ষাতত্ত্বের পরিদর্শন বা প্রকাশ বিবেচনা করতে হবে। শাস্ত্র বেশ কয়েকটি বিভাগ প্রদান করে যা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্যকে শক্তিশালী করে,এইভাবে প্রমাণ করে যে বাইবেলের খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের স্বভাবের জন্য স্বীকারোক্তিমূলক হওয়া– অথবা আমাদের শাস্ত্র-বিশ্বাসবাদী হওয়া প্রয়োজন। আমরা বেশ কিছু জিনিস লক্ষ্য করতে পারি।

একটি হল মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য। প্রাথমিক মণ্ডলী বাইবেলের সত্যের প্রতি তাদের আনুগত্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। প্রেরিত ২:৪২ বলে, "এবং তারা প্রেরিতদের শিক্ষায় নিবিষ্ট ছিল।" আমরা যিহূদা ৩ এর আগে দেখেছি যে ঈশ্বর একটি পরম উদ্দেশ্যমূলক বিশ্বাস ব্যবস্থা দিয়েছেন যা বজায় রাখার জন্য আমরা দায়ী। প্রকৃতপক্ষে,মণ্ডলীকে ১ তিমথি ৩:১৫ তে বলা হয়েছে "সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি" বলা হয়েছে। পৌল থিষলনীকীয়দের উদ্দেশে ২ থিষলনীকীয় ২:১৩-১৫ লিখছেন,বলেছেন যে যেমন তারা "সত্যের বিশ্বাস" এর মাধ্যমে পরিত্রাণের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল, "অতএব," তিনি বলেছেন, "ভাইয়েরা, দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও এবং পরম্পরাগুলি ধরে রাখো যা তোমাদের শেখানো হয়েছে,কথার মাধ্যমে হোক বা আমাদের পত্রের মাধ্যমে।" তাই আমাদের প্রকৃত মণ্ডলীর চরিত্র আছে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য আছে, যিনি নিজেই সত্য। যীশুর কথা মনে রাখবেন, "আমিই পথ,সত্য এবং জীবন।" সুতরাং সত্যতা ঈশ্বরের ঐশ্বরিক সত্তার একটি গুণ। তিনি নিজেই সত্য। এটা নয় যে তাঁর সত্য আছে,এটা নয় যে তিনি সত্য কথা বলেন, কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর ঐশ্বরিক সত্তায় সত্য। আর এটি আমাদের জন্য সত্যের পবিত্রতাকে শক্তিশালী করে। সত্য এমন কিছু নয় যা আনুষঙ্গিক,এমন কিছু নয় যা আকস্মিকভাবে পরিচালনা করা যায়, এমন কিছু নয় যা আপনি নিতে বা ছেড়ে দিতে পারেন,বা বাণিজ্য করতে পারেন, যেমন আপনি কিছু ছোট বস্তু চান। ঈশ্বরের স্বভাবের কারণে সত্যের মধ্যে শুদ্ধতা রয়েছে।

তৃতীয়ত, আমাদের বাইবেলের বৈশিষ্ট্য আছে, যা সত্যও। যীশু যোহন ১৭:১৭ তে প্রার্থনা করেছিলেন, "তোমার সত্য দ্বারা তাদের পবিত্র কর: তোমার বাক্য সেই সত্য।" তাই পবিত্র শাস্ত্র হল ঈশ্বরের মনের একটি যোগাযোগ এবং আমাদের জন্য চিরন্তন সত্য প্রদান করে। আর তাই বাইবেলের চরিত্র বা বিশিষ্ট সত্য শিক্ষাতত্ত্বর নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয়তাকে শক্তিশালী করে।

একটি চতুর্থ বিভাগ হল বাইবেল যাকে "সাংঘাতিক নেকড়ে" বলে অভিহিত করে, যেগুলি "বিকৃত কথা বলে" এবং মিথ্যা আরোপ করে। প্রেরিত ২০:২৮ এবং ২৯-এ পৌল ইফিষীয় প্রাচীনদের সম্বোধন করার সময় এই ভাষাটি ব্যবহার করেছিলেন। আপনার মনে আছে যে পৌল কীভাবে গালাতীয়দের সাথে এটিকে আরও জোরাল করেছেন এবং তাদের বলেছেন, শোন, কেউ এসে তোমাদের এটির চেয়ে অন্য সুসমাচার বলে তাতে কিছু যায় আসে না। যা তোমরা পেয়েছো, যদি স্বর্গ থেকে কোন দূত আসে, এমনকি যে কোন পরিস্থিতিতে, তোমারা এটি প্রত্যাখ্যান এবং সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে, নিস্ফল হইও না। পুরাতন নিয়ম ভন্ড ভাববাদীদের বর্ণনায় পরিপূর্ণ যারা ঈশ্বরের নামে এসেছিলেন এবং যারা সত্য বলে দাবি করেছিলেন, কিন্তু আসলে তারা মিথ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। নতুননিয়মে, একইভাবে, আমাদের কাছে মিথ্যা শিক্ষকদের উল্লেখ রয়েছে। পৌল তাদের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যারা ১ তিমথি ৪:১-এ এমনকি "শয়তানের শিক্ষাতত্ত্ব" শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন, "কেননা এমন সময় আসিবে, যে সময় লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কানচুল্‌কানি-বিশিষ্ট হইয়া আপন আপন অভিলাষ অনুসারে আপনাদের জন্য রাশি রাশি গুরু ধরিবে" (২ তিমথি

৪:৩)।

আরেকটি শাস্ত্রীয় শিক্ষামালা যা এটিকে শক্তিশালী করে, শেখায় যে পরিচারকরা বিশ্বস্ত শিক্ষামালার/তত্ত্বের জন্য দায়বদ্ধ। এটি অনেক জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু তীত ১:৯-এ আমরা পড়ি যে একজন প্রাচীনকে অবশ্যই "যেমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তেমনই তাঁকে বিশ্বাসযোগ্য বাণী দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে হবে, যেন সঠিক তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তিনি অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন ও যারা সেই শিক্ষার বিরোধিতা করে তাদের ভুল প্রমাণিত করতে পারেন।" তাই পৌল তিমথিকে বলেন, ১ তিমথি ১:৩ -এ, এই লোকদেরকে অভিযুক্ত করো "যেন তারা অন্য কোন শিক্ষা না শেখায়।"

তবে এটা শুধু পরিচারকদের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। ব্যাক্তিগত বিশ্বাসীরাও বিশ্বস্ত শিক্ষাতত্ত্বে জন্য দায়ী। ইফিষীয় ৪:১৪ তে পাওয়া কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করুন, "তখন আমরা আর নাবালক থাকব না। যে কোনো মতবাদের হাওয়ায় বিচলিত হব না বা বাতাসে ভেসে যাব না। আমরা প্রভাবিত হব না যখন লোকেরা মিথ্যার সাহায্য নিয়ে, যা শুনে মনে হয় সত্য, আমাদের ঠকানোর চেষ্টা করবে" এবং তাই পৃথক খ্রীষ্টীয় সত্য শিক্ষা বজায় রাখার জন্য এক বিশ্বাসীরও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত এই পয়েন্টের অধীনে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঈশ্বরের লোকেরা সর্বদা স্বীকারোক্তিমূলক লোক ছিল। পুরাতন নিয়মে, সাধুরা ঈশ্বরের মুক্তির একটি বিশ্বস্ত সাক্ষ্য বজায় রেখেছিল। ফিরে যান এবং পড়ুন, উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিররণ ২৬ এবং এতে বাইবেলের বিশ্বাসের প্রতি বৈষম্যমূলক অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যিহোশূয় ইস্রায়েলের লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "কিন্তু যদি সদাপ্রভুর সেবা করতে তোমরা অনিচ্ছুক হও, তবে আজই তোমরা বেছে নাও কার সেবা করবে, তা সে ইউফ্রেটিস নদীর অপর পারে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যেসব দেবদেবীর সেবা করত তাদের,না সেই ইমোরীয়দের সব দেবদেবীর, যাদের দেশে তোমরা বসবাস করছ,তাদের। কিন্তু আমি ও আমার পরিজন,আমরা সকলে সদাপ্রভুর সেবা করব। "আর আপনার কাছে সেই ধরণের বক্তৃতা সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়ম ধরে ছড়িয়ে রয়েছে। নতুন নিয়মে,যীশু নিজেই,আমাদের কাছে "একটি ভাল স্বীকারোক্তি" করেছেন। আর আমাদের কাছে ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তির বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে যা করা হয়েছিল। আপনি মনে রাখবেন কিভাবে আমাদের বলা হয়েছে যে আমরা যদি মানুষের সামনে খ্রীষ্টকে স্বীকার না করি তবে তিনি স্বর্গে তাঁর পিতার সামনে আমাদের স্বীকার করবেন না। আমরা মণ্ডলীর কাউন্সিল (মহাসভা) সম্পর্কেও পড়ি যেগুলি বিতর্কিত বিষয়ে প্রামাণিক ঘোষণা পাস করে। আপনি প্রেরিত ১৫-এ জেরুজালেমের কাউন্সিলে এটি দেখতে পাবেন এবং আপনি অধ্যায় ১৬ এর শুরুর পদগুলিতে, বিশেষ করে ৪নং পদে এর উপজাত (একটি বিষয়/জিনিস থেকে কিছু বেরিয়ে আসা) দেখতে পাচ্ছেন।

আর তাই এই সবের মধ্যে,আমরা একটি শিক্ষাতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেখতে পাই,কীভাবে এই বিভিন্ন অংশ, সত্য, উপাদান, শিক্ষাগুলি শাস্ত্র-বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার সম্পর্কে এই প্রধান বিষয়টিকে শক্তিশালী করতে একত্রিত হয়।

কিন্তু তৃতীয়ত, আমাদের রয়েছে বিতর্কিত বিভাগ। অনেক আধুনিক খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য নিয়ে আপত্তি করবে। তাই আমাদেরকে বিশ্বাসের ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু প্রাথমিক যুক্তি বিবেচনা করতে হবে।

প্রথমত, কেউ কেউ দাবি করে যে "খ্রীষ্ট ছাড়া আমাদের কোন শাস্ত্র-বিশ্বাস নেই, আর বাইবেল ছাড়া কোন বই নেই।" আপনি এই বক্তব্য সম্বন্ধে কী মনে করেন? বাস্তবতা হল যে উক্তিটি স্ববিরোধী। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এমন কেন? মনে রাখবেন শাস্ত্র-বিশ্বাস শব্দের অর্থ "আমি বিশ্বাস করি।" সুতরাং শাস্ত্র-বিশ্বাস হল আপনি যা বিশ্বাস করেন– বাইবেল শিক্ষা দেয়। তাই যখনই কেউ সরাসরি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দেওয়া বন্ধ করে এবং এটি যা শিক্ষা দেয় সে সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করে, তারা মূলত তাদের শাস্ত্র-বিশ্বাসের কথা বলে। অন্য কথায় শাস্ত্র-বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তি যৌক্তিকভাবে অনিবার্য। আসল প্রশ্ন হল আপনার একটি ভালো শাস্ত্র-বিশ্বাস আছে নাকি খারাপ; আপনার কাছে এমন একটি শাস্ত্র-বিশ্বাস আছে যা স্পষ্ট এবং সহানুভূতিশীল এবং সতর্ক, যা সঠিক, যা আপনার বিশ্বাসকে একত্রিত করে যা বিশ্বস্ত মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসের

সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত হয়। যদি একটি মণ্ডলী বলে যে তাদের বাইবেল ছাড়া কোন ধর্ম-বিশ্বাস নেই, তাহলে তাদের পালক প্রতি সপ্তাহে পুলপিট থেকে যা বলবেন সেই বক্তব্যের উঠা-নামার উপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এটি বাস্তবে, তাদের ধর্ম-বিশ্বাসে পরিণত হয়,তা যতই অসঙ্গত হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত, অন্যরা দাবি করে যে শাস্ত্র-বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তি কোনো না কোনোভাবে শাস্ত্রের চূড়ান্ত কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ণ করে কারণ একটি আনুষ্ঠানিক বিশ্বাস বাইবেলের উপরে রাখা হচ্ছে। এটা কি সত্যি? আমরা বিশ্বাস করি যে শাস্ত্র হল ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত অভ্রান্ত এবং সঙ্গতিপূর্ণ বাক্য; বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তি, অবশ্যই,তা নয়। সেগুলি অনুপ্রাণিত নথি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, সেরা স্বীকারোক্তিগুলি এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করে, উদাহরণস্বরূপ, ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ। কিন্তু একটি ভাল শাস্ত্র-বিশ্বাস বা স্বীকারোক্তি, যাইহোক, একটি ভ্রমপ্রবণ অভিব্যক্তি, সত্য কথা – তা এক অভ্রান্ত সত্যের একটি ভ্রমপ্রবণ অভিব্যক্তি।

অপরিবর্তনীয় শিক্ষাতত্ত্ব হল কালজয়ী সত্য যা বহুবিধ উপায়ে প্রকাশ করা যায়। কিছু শিক্ষাতত্ত্ব বাইবেলে এত স্পষ্টভাবে শেখানো হয়েছে যে তাদের অবশ্যই অপরিবর্তনীয় হিসাবে দেখা উচিত; যে তারা এমনকি অভিশাপজনক ত্রুটি ছাড়া পরিত্যাগ করা যাবে না এবং তাদের প্রয়োজন বাইবেলের গোঁড়ামিগুলি বজায় রাখতে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, শাস্ত্রের অনুপ্রেরণার শিক্ষাতত্ত্ব। এখন, আমরা সেই মতবাদকে বিভিন্ন অনুপ্রাণিত শব্দে প্রকাশ করতে পারি। আমরা বলতে পারি ঈশ্বরের বাক্য অনুপ্রাণিত;আমরা বলতে পারি বাইবেল যা বলে, ঈশ্বর তা বলছেন; আমরা বলতে পারি শাস্ত্রগুলি শেষ পর্যন্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা রচিত, ইত্যাদি। এগুলি সবই অনুপ্রাণিত শব্দ যা একটি বাইবেলের এবং নির্দিষ্ট শিক্ষাতত্ত্বে সত্যকে বর্ণনা করছে। তাই বাইবেলের প্রাধান্যের প্রতি আনুগত্যের জন্য দুর্বোধ্য, যেমন, অনুপ্রেরণা এবং অব্যার্থতা এবং শাস্ত্রের অসংলগ্নতা এবং বাইবেলের পর্যাপ্ততা এবং বাইবেলের প্রাধান্যের শিক্ষাতত্ত্ব,এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা বাইবেলকে ক্ষুণ্ণ করে এক শাস্ত্রীয় শিক্ষা রূপে এবং তাঁর জ্ঞানের অভাব শাস্ত্র কে আপনার জন্য দুর্বল করে। আর এটির কোন মানে হয় না,যখনএই সত্যের সত্য ব্যাখ্যা অনুপ্রাণিত ভাষায় নিক্ষেপ করা হয় না।যদি এটি সত্য হয়,বাস্তবে যা নয়, তাহলে শাস্ত্রের প্রতি কথিত বিশ্বস্ততা অবিশ্বাসের পথ রচনা করবে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন,শাস্ত্র-বিশ্বাসগুলি প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলীকে এমন ত্রুটির বিরুদ্ধে সংরক্ষণ করে যা শাস্ত্রের চূড়ান্ত কর্তৃত্বকে দুর্বল করে।

তৃতীয়ত, অন্যরা আপত্তি করে যে শাস্ত্র-বিশ্বাসগুলি বিতর্ক তৈরি করে। কিন্তু সত্য হল যে পাপ এবং ত্রুটি বিবাদের জন্ম দেয় এবং এটি বরংশাস্ত্র-বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তিগুলি স্থির শব্দের আকারে ধরে রেখে বিতর্কের সমাধান করে। অন্য কথায়,এটি মিথ্যা মতবাদ যা বিভক্ত করে এবং এটি সত্য মতবাদ যা একত্রিত করে। একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ হবে ঈশ্বর পুত্রের ঐশ্বরিক স্বভাবের শিক্ষার সূত্র,যা আমরা এই বক্তৃতায় আগে উল্লেখ করেছি। এই শিক্ষাগুলি আদি মণ্ডলীর উত্তাপ্ত– বিতর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই আকার গঠনগুলি, যদিও অনুপ্রাণিত, নাইসিয়া ক্রিডের মতো, গোঁড়ামির একটি মান হয়ে উঠেছে যেগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জের দ্বারা বারবার পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু তবুও তা বর্তমান পর্যন্ত বজায় রাখা হয়েছে। আজ অবধি, কেউ যদি খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক শিক্ষাতত্ত্ব, যা অনুপ্রাণিত, সেই অভিব্যক্তিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে,তবে তারা ঠিকই,একজন হেরেটিক (প্রচলিত ও সর্বসম্মত শিক্ষার বিরোধী) বলে বিবেচিত হয়। এটা সম্ভব, অবশ্যই সময় এবং বৃহত্তর আলো ঈশ্বরের ঐশ্বরিক প্রকৃতির গোঁড়া শিক্ষাকে সত্য বলে প্রমাণ করবে। এটা কি সম্ভব যে সময় এটা ভুল প্রমাণ করবে? স্পষ্টতই না। এটা ঐশ্বরিক সত্য এবং সময় তা পরিবর্তন করবে না। আজ যা সত্য, তা আজ থেকে এক হাজার বছর পর সত্যই থাকবে। গঠনের শব্দগুলি অনুপ্রাণিত নয়,কিন্তু শিক্ষাতত্ত্বগুলি স্থির থাকে। নতুন আলো ফুটে উঠতে পারে এবং শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্দৃষ্টি এবং স্বচ্ছতার নতুন গভীরতা দিতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে যা জানি তা সময় অস্বীকার করবে না। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত প্রতিটি প্রজন্মের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যের এই মতবাদগুলি অপরিবর্তনীয়ভাবে বজায় রাখতে হবে। মার্টিন লুথার লিখেছিলেন, "যদি আমি ঈশ্বরের সত্যের প্রতিটি অংশকে উচ্চস্বরে এবং স্পষ্ট প্রকাশের সাথে স্বীকার করি তবে সেই সামান্য বিন্দুটি ছাড়া যা বিশ্ব এবং শয়তান এই মুহূর্তে আক্রমণ করছে, আমি খ্রীষ্টকে স্বীকার করছি না।" বিংশ শতাব্দীর একজন ঈশতত্ত্ববিদ, জে. গ্রেশাম

মেচেন লিখেছিলেন যে "ধর্মের ধরন যা বিতর্কিত বিষয়গুলি থেকে সঙ্কুচিত হয় তা কখনই জীবনের ধাক্কার মধ্যে দাঁড়াতে পারে না। ধর্মের ক্ষেত্রে" তিনি বলেছিলেন, "অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো, যে সমস্ত বিষয়ে মানুষেরা একমত হয় সেগুলিই ধারণ করার জন্য উপযুক্ত; সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি হল সেই জিনিসগুলি যা নিয়ে মানুষেরা লড়াই করবে।" আপনি দেখুন,বিতর্কের কারণ হল পাপপূর্ণ ত্রুটি, বা কলুষিত শিক্ষা। কিন্তু ঈশ্বরের সদয় নিষ্পত্তিতে, বিতর্কের ফল প্রায়ই ভাল হয়, কারণ এটি বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্বের বিশদ বিবরণে আরও স্পষ্টতা নিয়ে আসে।

আমরা এই বিন্দু থেকে এগিয়ে যাবার পূর্বে,আমি মণ্ডলীর ইতিহাসের কিছু বিশ্বাসের একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশও প্রদান করি। আমরা নাইসিয়া কাউন্সিলে অ্যাথানাসিয়াসের গল্প বলার মাধ্যমে শুরু করেছি এবং আমি উল্লেখ করেছি যে তারা নাইসিয়া শাস্ত্র-বিশ্বাস তৈরি করেছিল। পূর্বের একটি শাস্ত্র-বিশ্বাস ছিল যাকে আমরা কখনও কখনও প্রেরিতদের শাস্ত্র-বিশ্বাস (অ্যাপোস্টল ক্রিড), বা অ্যাপোস্টোলিক ক্রিড বা বারোটি প্রবন্ধ বলি। এটি মণ্ডলীর প্রাচীনতম শাস্ত্র-বিশ্বাসের মধ্যে একটি এবং আপনার কাছে একটি খুব সংক্ষিপ্ত সংকুচিত আকারে বারোটি মতবাদ রয়েছে, যা সত্যিকারের খ্রীষ্ট অনুরাগীকে কী বিশ্বাস করতে হবে সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে।

নাইসিয়ান মহাসভা ছিল কয়েকটি বিশ্বব্যাপী পরিষদের মধ্যে মাত্র একটি যেখানে বিশ্বজুড়ে পরিচারকরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তা পরিষ্কার করার জন্য এবং স্পষ্ট করার জন্য একত্রিত হয়েছিল এবং আপনার কাছে অন্যান্য শাস্ত্র-বিশ্বাসের বিবৃতি রয়েছে যা আগে থেকেই রয়েছে। কনস্টান্টিনোপলের মহাসভা ছিল খ্রীষ্টের শিক্ষাতত্ত্ব এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের (Trinity) শিক্ষাতত্ত্বের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসভা। আমাদের আছে যাকে আমরা অ্যাথানাসিয়ান শাস্ত্র-বিশ্বাস (অ্যাথানাসিয়ান ক্রিড) বলি এবং আরও অন্যান্যও আছে। কিন্তু দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি,আপনি ষোড়শ শতাব্দীতে সংস্কারের সময়কালে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে সংস্কার -পরবর্তী বা দ্বিতীয় সংস্কারের সময়ে আসুন। আর সেই সময়ে উৎপাদিত কয়েক ভুরি ভুরি সংস্কারমূলক বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তি ছিল, যা বেশিরভাগই একে অপরের সাথে তুলনামূলকভাবে একমত ছিল। জার্মানির লুথেরানরা কন-কর্ডের সূত্রে অগসবার্গ স্বীকারোক্তি তৈরি করেছিল। ইংল্যান্ডে, তারা ৩৯টি প্রবন্ধ তৈরি করেছিল। মহাদেশের সুইসরা হেলভেটিক স্বীকারোক্তি তৈরি করেছিল। নেদারল্যান্ডসের ডাচরা যাকে আমরা তিনটি ফর্ম অফ ইউনিটি বলি– ডর্ডটদের মানদণ্ড, হাইডেলবার্গ ক্যাটেসিজম (প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধর্মমূলক শিক্ষাদান) এবং বেলজিক স্বীকারোক্তি তৈরি করেছিল।

ব্রিটেনে, পরে, তারা তৈরি করেছিল যাকে আমরা ওয়েস্টমিনস্টারের মানদণ্ড বলি- ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ,দ্য লার্জ ক্যাটেসিজম (প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধর্মমূলক শিক্ষাদান) এবং শর্টার ক্যাটেসিজম (প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধর্মমূলক শিক্ষাদান), সহ আরও কিছু নথি যা ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাসেম্বলি দ্বারা উৎপাদিত হয়েছিল। এটা ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি; ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাসেম্বলি ১৬৪৩ সালের জানুয়ারি থেকে ১৬৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মিলিত হয়েছিল, যদিও বেশিরভাগ কাজই ১৬৪৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। সেই অ্যাসেম্বলি, ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাসেম্বলিতে, আপনি ১২০ জনেরও বেশি ধার্মিক এবং দক্ষ ইংরেজি পিউরিটান ছিলেন, স্কটিশ প্রেস-এর একটি প্রতিনিধিদলের সাথে। বাইটেরিয়ান এবং ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি সহ তারা যে নথিগুলি তৈরি করেছিল,তখন থেকেই সেগুলি বিশ্বজুড়ে প্রেসবিটেরিয়ান এবং সংস্কারকৃত মণ্ডলীগুলির স্বীকারোক্তিমূলক মানদণ্ড হয়ে ওঠে। ওয়েস্টমিনিস্টার কনফেশন অফ ফেইথের একটি সুবিধা হল যে এটি পরে এসেছিল, দ্বিতীয় পুনর্গঠনে এবং তাই সম্ভবত সেই সময়ে মণ্ডলীগুলির সংগৃহীত পরিপক্ক চিন্তাধারার আরও বেশি স্পষ্টতা এনেছিল। আর এটি হল ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ যা প্রাথমিক শাস্ত্র-বিশ্বাস বা স্বীকারোক্তি হিসাবে কাজ করবে যা এই সমগ্র মডিউল বা পাঠের সঙ্গে জুড়ে উল্লেখ করা হবে।

পরিশেষে,আমাদের একটি ব্যবহারিক ব্যাখ্যা আছে. বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তি বিবেচনায়,আমরা নিজেদের কাছে ব্যবহারিক প্রয়োগ টানতে পারি। শাস্ত্র-বিশ্বাসের বাস্তবিক এক প্রয়োজন আছে। আমাকে মাত্র কয়েকটি জিনিস উল্লেখ করতে দিন; প্রথমত, শাস্ত্র-বিশ্বাস মণ্ডলীর ঐক্যের ভিত্তি প্রদান করে- মণ্ডলীর ঐক্য যা

সত্য মতবাদের অভিন্নতার উপর নির্মিত। আমোষ ৩:৩ এ ভাববাদী আমোষ বলেছেন, "দুজন কি একত্রে চলতে পারে, যদি তারা একমত না হয়?" আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের সত্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ১ করিন্থীয় ১:১০ বলে, "কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ,আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি,তোমরা সকলে একই কথা বল,তোমাদের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ব হও।" একই মন থাকার এবং একই সত্য কথা বলার এই ভাষাটি নতুন নিয়ম জুড়ে বারম্বার ঘটে। রোমীয় ১৫:৬-এ বলা হয়েছে, "যেন তোমরা একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব কর।" আর তাই শাস্ত্র-বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ হল যে উপায়ে তারা মণ্ডলীর মধ্যে একতা গড়ে তোলে, একটি সাক্ষ্য প্রদান করে এবং শাস্ত্র যা শিক্ষা দেয় সে সম্পর্কে একই স্বীকারূক্তি বজায় রেখে।

একটি দ্বিতীয় প্রয়োগ হল শাস্ত্র-বিশ্বাস শাস্ত্রের প্রতি একজন ব্যক্তির বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করার জন্য একটি মানদণ্ড প্রদান করে। এখন আপনি মণ্ডলীর মধ্যে এটি দেখতে পাবেন; ২ তিমথি ২:২ পদে, পৌল বলেছেন, "আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সেই সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে।" তাই পরিচারকেরা এক ধরণের মানদণ্ড ধরে রেখেছিলেন। আমরা এটি পূর্বেই এই বক্তৃতা মধ্যে শিক্ষাতত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্যে লক্ষ্য করেছি। এটি মণ্ডলীর বাইরে আমাদের বার্তাতেও সত্য। তাই যীশু তাঁর মহান আদেশ, মথি ২৮:১৯ এবং তার পরবর্তী পদগুলিতে তাদেরকে যেতে বলেন এবং জাতিদেরকে সমস্ত কিছু শেখাতে বলেন যা যীশু নিজেই তাদের আদেশ করেছিলেন। আর তাই বৃহত্তর বিশ্বে এটি একটি ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর বা সাক্ষ্য রাখে– "এটি ঈশ্বর বলেন এবং তিনিই ঈশ্বর।"

উদ্ভূত নতুন ধারণা এবং শিক্ষাতত্ত্বগুলি পরীক্ষা করার ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক। মানুষ নতুন নতুন কথা নিয়ে আসে। ১ থিষলনীকীয় ৫:২১ পদের কথা চিন্তা করুন,যা বলে, "পরিক্ষা কর" বা প্রমাণ কর, "সর্ববিষয়"; যা ভালো তা ধরে রাখো। "সর্ববিষয় পরিক্ষা কর, যাহা ভালো তাহা ধরে রাখ।"

তৃতীয়ত এবং সবশেষে,ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তি আমাদের স্পষ্টতা এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং বাইবেলের সত্যের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে শক্তিশালী করে। ২ তিমথি ১:১৩ দিয়ে আমরা যেখানে শুরু করেছি সেখানেই শেষও করতে পারি, "তুমি আমার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছ, সেই নিরাময় বাক্যসমূহের আদর্শ খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে ও প্রেমে ধারণ কর।" বাইবেলের সত্যগুলির প্রতি স্বচ্ছতার আকাঙ্ক্ষা, দৃঢ় বিশ্বাস এবং সমর্পণ জন্মগ্রহণ করে শাস্ত্র-বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তির ব্যবহারের প্রতি আমাদের প্রশংসার দ্বারা।

ভাল উপসংহারে, এই প্রথম দুটি বক্তৃতা সাতটি মডিউলের সম্পূর্ণ সিরিজের একটি সাধারণ ভূমিকা প্রদান করেছে যা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের মধ্য দিয়ে যাবে। আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের মধ্যে নিযুক্ত বাইবেলের পদ্ধতি, বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার উভয়ই বিবেচনা করেছি। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা এখন এই প্রথম মডিউল বা কোর্সের নির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে ফিরে যাব– যাকে আমরা প্রথম নীতি বলে থাকি সেই সম্পর্কিত সত্যগুলোতে। এটি আমাদেরকে বিভিন্ন বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্বের বিবেচনার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবে যা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের অনুসরণ করে এমন সমস্ত কিছুর জন্য মৌলিক এবং প্রাথমিক। আপনি দেখতে পাবেন,এই মডিউলের বেশিরভাগ অংশই শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কিত,বা ঈশ্বর তাঁর নিজের বাক্য-বাইবেল সম্বন্ধে কী শিক্ষা দিচ্ছেন, সেই বিষয়ে। কিন্তু আমরা শাস্ত্রের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার আগে,আমরা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিবেচনার সাথে পথটি প্রস্তুত করে নেব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ১ – বক্তৃতা ৩

শাস্ত্র

বর্তমানে বেশিরভাগ দেশেই কাগজের অর্থ উৎপাদনের একটি ব্যবস্থা রয়েছে যা তারা পণ্য ও পরিষেবার অর্থপ্রদানের বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আপনি জানেন,আপনি যেখানেই টাকা পয়সা পাবেন, সেখানে আপনি এমন ব্যক্তিদেরও খুঁজে পাবেন যারা তাদের নিজস্ব জাল/নকল মুদ্রা তৈরি করার চেষ্টা করে; অর্থাৎ সরকারী মুদ্রার মতো দেখতে জাল টাকা তৈরি করার চেষ্টা করে। নকল, অবশ্যই, অন্যরা আসল টাকা পাচ্ছেন এই ভেবে মানুষকে বোকা বানানোর আশা করে। জালিয়াতি প্রতিরোধ করার জন্য, কিছু বিশেষজ্ঞকে প্রশিক্ষিত করা হয় যে তারা যখন এটি দেখেন তখন তা চিহ্নিত করতে পারেন। আচ্ছা, তারা এটা কিভাবে করেন? এটি আপনাকে অবাক করে দিতে পারে,তবে তারা প্রচলনের সমস্ত অবিরাম ধরণের জালগুলি অধ্যয়ন করেন না। বরং, তারা প্রকৃত অর্থের বিশদটি এত নিখুঁতভাবে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন যে আপনি তাদের সামনে যে কোনও ধরণের নকল রাখলেই তারা তা অবিলম্বে চিনতে পারেন। আজকাল তারা অন্যান্য উপায়ও ব্যবহার করেন, যেমন একটি বিশেষ কলম যা লোকেরা অর্থের উপর লেখার জন্য ব্যবহার করে, যা সরকারী মুদ্রায় চিহ্ন তৈরি করে না, কিন্তু জালগুলির উপর করে।

যখন ধর্মের কথা আসে, সেখানে সত্য ধর্ম এবং মিথ্যা, বা নকল ধর্ম রয়েছে। বিশ্বাসীর লক্ষ্য হল কোনটি সত্যের সমস্ত বিবরণ তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করা যেন এমন একটি মাত্রায় সত্যকে আপনি জানেন যে আপনি যা মিথ্যা তা দেখতে পাওয়ার সাথে সাথে তা চিনতে পারবেন। মিথ্যা অধ্যয়ন করার জন্য আপনার সময় এবং শক্তি ব্যবহার করা সময় নষ্ট করা মাত্র এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতিও হবে না। ঈশ্বর আমাদের কাছে যে নিখুঁত সত্য প্রকাশ করেছেন তা আমাদের জানতে হবে,দেখতে হবে এবং আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। যেমনটি আমরা প্রথম বক্তৃতায় দেখেছি, সত্য ঈশতত্ত্ব হল খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে বেঁচে থাকার শিক্ষাতত্ত্ব। এই বর্তমান বক্তৃতায়, আমরা এখন সেই বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে যাই যা আমরা পদ্ধতিগত ধর্মতত্ত্বের এই প্রথম মডিউলের বাকি অংশ জুড়ে আলোচনা করব। যে বিষয়বস্তু প্রথম নীতির শিক্ষা। যেহেতু সত্যিকারের ঈশতত্ত্বের সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত উৎস বাইবেলে পাওয়া যায়, তাই এই মডিউলের বেশিরভাগ অংশই শাস্ত্রের শিক্ষা বোঝার জন্য নিবেদিত হবে, যা অপরিহার্য ভিত্তি, বা প্রথম নীতি, যা আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের আলোচনা করবো।

কিন্তু এই বক্তৃতায়,আমরা সত্য ধর্মের মধ্যে ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকৃতি বিবেচনা করে শুরু করব। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে, আমাদের অবশ্যই সত্য ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্য আমাদের মহান প্রয়োজন দেখতে হবে এবং বুঝতে হবে এটি কী, এটি কোথায় পাওয়া যায়, আমরা কীভাবে এটি পেতে পারি এবং এটি আমাদের উপর কী প্রভাব ফেলবে। আমাদের সমস্ত বক্তৃতার মতো, আমরা চারটি পয়েন্টের অধীনে ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকৃতির উপর এই বক্তৃতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করব। আমরা এটিকে শাস্ত্রীয়ভাবে, শিক্ষাতত্ত্বভাবে, বৈষম্য/বিতর্ক গতভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে দেখব।

তাই প্রথমত, আসুন এটি শাস্ত্রীয়ভাবে বিবেচনা করি। ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকৃতি এবং সত্য ধর্মের মধ্যের স্থান সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা উন্মুক্ত করার জন্য আমরা শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে শুরু করব। ১ করিন্থীয় ২:১২-১৪ পদে পৌল কী লিখেছেন তা বিবেচনা করুন। এতে বলা হয়েছে, "কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি। আমরা সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক শিক্ষানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা কহিতেছি; আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত

যোগ করিতেছি। কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সেই সকল মূর্খতা; আর সেই সকল সে জানিতে পারে না,কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।" তাই পৌল বলেছেন যে অবিশ্বাসী ঈশ্বরের বিষয় গ্রহণ করে না। কেন? কারণ সে এইসব বিষয়কে মূর্খতা বলে মনে করে এবং পাঠ্য বলে,সে এগুলি জানতে পারে না। সেগুলি "আধ্যাত্মিক বিবেচনা সাপেক্ষ"। অন্য কথায়,এই বিষয়ে অবিশ্বাসী অজ্ঞ এবং জ্ঞানহীন। অন্যত্র,আমরা আবিষ্কার করি যে অবিশ্বাসী আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ এবং ঈশ্বরের বিষয়গুলির কাছে মৃত। প্রকৃতপক্ষে,আগের অধ্যায়ে,১ করিন্থীয় ১ -এ পৌল নির্দিষ্টরূপে ১৮ পদে, যে অবিশ্বাসীরা ক্রুশের প্রচারকে "মূর্খতা" হিসাবে বিবেচনা করে এবং তাদের তথাকথিত জ্ঞান দ্বারা তারা "ঈশ্বরকে জানত না," যেমন আপনি ২১ পদে পাবেন। তাই জগত সত্য ঈশতত্ত্বের জ্ঞান-বর্জিত।

বিপরীতে,১ করিন্থীয় ২:১২-১৪-এ ফিরে গেলে, আমাদের বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা জগতের আত্মা পায়নি বা মানুষের জ্ঞান যা শেখায় সেগুলিও পায়নি। পরিবর্তে, ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অবাধে দেওয়া জিনিসগুলির সত্য জ্ঞান রাখে, যা পবিত্র আত্মা শাস্ত্রে প্রকাশ করেন এবং শিক্ষা দেন। আবার, আগের অধ্যায়ে, ১ করিন্থীয় ১-এ, পৌল বলেছেন যে ঈশ্বর পৃথিবীর তথাকথিত জ্ঞানকে ধ্বংস করেন (পদ ১৯) এবং বিশ্ব যাকে ঈশ্বরের মূর্খতা বলে মনে করে তা আসলে মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন, আর প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা তাদের বিভ্রান্ত করে। যারা নিজের চোখে জ্ঞানী। পদ ২৫ এবং ২৭ বিবেচনা করুন। যারা বিশ্বাস করে তাদের পরিত্রাণ দিতে ঈশ্বর খ্রীষ্টের প্রচার ব্যবহার করেন (পদ ২১), কারণ শুধুমাত্র খ্রীষ্টের মধ্যেই লুকিয়ে আছে "প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ভান্ডার", যেমনটি আমরা কলসীয় ২:৩-তে পড়ি। তাই বিশ্বাসীদের উচিত তাদের সত্য জ্ঞানের প্রতি আস্থা রাখা। যেমন ১ করিন্থীয় ২:৯-১০ বলে, "কিন্তু, যেমন লেখা আছে,"চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই,এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই,যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।" কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান করেন।" শুধুমাত্র খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের সত্যিকারের ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান রয়েছে, তাদের মন যা আত্মা দ্বারা আলোকিত হয় তা দেখতে এবং বুঝতে পারে যা শাস্ত্রে ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এটি সত্য প্রজ্ঞা যা খ্রীষ্টের মাধ্যমে এবং তাঁর মহিমা অনুসরণে ঈশ্বরের কাছে জানা এবং উপাসনা করা এবং বেঁচে থাকার দিকে পরিচালিত করে। অবিশ্বাসী ঈশতত্ত্ব অসার, মূর্খ, মিথ্যা এবং ঈশতত্ত্ব নামের অযোগ্য। ১ করিন্থীয় ২:১২-১৪-এ পৌলের কথাগুলি তাই, ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকৃতির পরিচয় দেয় এবং সত্য ধর্মকে মিথ্যা ধর্ম থেকে আলাদা করে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকৃতির একটি শিক্ষাতত্ত্বের পরিদর্শন (ওভারভিউ) বিবেচনা করতে হবে এবং আমরা কয়েকটি পয়েন্টের অধীনে তা করবো। প্রথমত, স্বাভাবিক মানুষ জ্ঞান দিয়ে শুরু করে,কিন্তু তারা তাদের পাপে সেই জ্ঞানকে মোচড় দেয় এবং বিকৃত করে এবং দমন করে। আমরা রোমীয় ১-এ এটি সম্পর্কে শিখি,যেখানে এটি বলে, "কেননা ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা জানা যাইতে পারে, তাহা তাহাদের মধ্যে প্রকাশিত আছে, কারণ ঈশ্বর তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এই জন্য তাঁহাদের উত্তর দিবার পথ নাই; কারণ ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াও তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার গৌরব করে নাই; ধন্যবাদও করে নাই; কিন্তু আপনাদের তর্কবিতর্কে অসার হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে।" তখন তারা তাঁকে স্বীকার করেনি; এটি ১৯-২১ পদসমূহ। তাই অবিশ্বাসীদের পাপী ভ্রষ্ট হৃদয় "অধার্মিকতায় সত্যকে ধারণ করে", যেমনটি পদ ১৮ বলে। ২১-২৩ পদগুলি কেন এমন হয় সে সম্পর্কে আমাদের আরও জানায়। এই পদগুলি বলে, "কারণ ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াও তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার গৌরব করে নাই; ধন্যবাদও করে নাই; কিন্তু আপনাদের তর্কবিতর্কে অসার হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া তাহারা মূর্খ হইয়াছে এবং ক্ষয়ণীয় মনুষ্যের ও পক্ষীর ও চতুষ্পদের ও সরীসৃপের মূর্তিবিশিষ্ট প্রতিকৃতির সহিত অক্ষয় ঈশ্বরের গৌরব পরিবর্তন করিয়াছে।" তাই অবিশ্বাসীদের দুষ্ট হৃদয় চরম অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়,যেন তাদের

আধ্যাত্মিক অন্ধত্বে, তারা যেন বাস্তবিক সত্য জানতে পারে না, কারণ সত্য আধ্যাত্মিকভাবে উপলব্ধি করা হয়। এই আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা "নিরর্থক কল্পনার" দিকে নিয়ে যায়, যেমন অনুচ্ছেদটি বলে,আর এটি শেষ পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন ধরণের মনগড়া প্রতিমাপূজা তৈরি করতে পরিচালিত করে।

আপনি যদি এখানে থামেন এবং এটি সম্পর্কে চিন্তা করেন,আমরা সমগ্র বিশ্বে এবং ইতিহাস জুড়ে সমস্ত মিথ্যা ধর্মের জন্য একটি ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। সাধারণ মানুষ তাদের হৃদয়ের গভীরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। তাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার বোধ আছে এবং তারা এমনকি উপাসনা করতে চায়। কিন্তু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের জ্ঞান ছাড়াই এবং সুসমাচারে বিশ্বাস ছাড়াই, তাদের ভ্রষ্ট হৃদয় তাদের নিজেদের নিরর্থক কল্পনা থেকে মিথ্যা ধর্মের অভিব্যক্তি তৈরি করতে পরিচালিত করে। এটি সত্য ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। আপনি থিষলনীকীয়দের কথা ভাবুন,যারা সুসমাচার পেয়েছিলেন এবং যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিলেন। আমাদের বলা হয়েছে যে তারা "জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বরের সেবা করার জন্য প্রতিমা থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে", যেমনটি আমরা ১ থিষলনীকীয় ১:৯ পদে দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত, ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান দুটি নীতির উপর নির্মিত: ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব এবং শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্ব। এখন, আমরা সেগুলির মধ্যে প্রথমটি,ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব দ্বিতীয় মডিউলে বিশদভাবে বিবেচনা করব, আর আমরা এই মডিউলের বাকি অংশ জুড়ে দ্বিতীয়টি, শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনা করব। কিন্তু আমাদের প্রথম থেকেই বোঝা উচিত যে শাস্ত্রের পর্যাপ্ততা এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের ভিত্তি প্রদান করে।

তৃতীয়ত, যীশু যোহন ১৭:৩ পদে বলেছেন, "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে,তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।" তবে শাশ্বত জীবন ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের জ্ঞানের মধ্যে নিহিত। খ্রীষ্ট, অবশ্যই, "অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি", যেমনটি আমরা কলসীয় ১:১৫ তে দেখি; "ঈশ্বরের মহিমার উজ্জ্বলতা," "তাঁর ব্যক্তির প্রকাশ অভিব্যাক্তি", যেমনটি আমরা ইব্রিয় ১:৩ পদে দেখতে পাই। খ্রীষ্ট হলেন "ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী", যেমনটি আমরা ১ তিমথি ২:৫-এ দেখতে পাই। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞান। আর তাই ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং বিচক্ষণতা প্রদান করে,যা সর্বদা ঈশ্বরীয় ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে। ঈশ্বরের সত্য আত্মা এবং বিশ্বাসীর জীবনকে পবিত্র করে, যেমন যীশু আমাদেরকে যোহন ১৭:১৭ তে বলেছেন।

চতুর্থত, আমরা ঈশ্বরের তাঁর নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি, অর্থাৎ তাঁর আত্ম-জ্ঞান, সেই জ্ঞান থেকে যা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। ইহা কেন গুরুত্বপূর্ণ? যদিও আমরা সীমিত প্রাণী হিসাবে ঈশ্বরকে জেনে শেষ করতে বা সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি না যেমন তিনি নিজেকে জানেন, আমরা সত্যই এবং নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে তিনি আমাদের কাছে কী প্রকাশ করেছেন। বিশ্বাসীদের ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান তীর্থযাত্রার এই চলমান জীবনে বৃদ্ধি পায় এবং তা অনন্তকাল ধরে চিরকালের জন্য প্রসারিত হতে থাকবে। সর্ব মহিমান্বিত ঈশ্বরকে দেখার এবং জানার জন্য যে সকল বিষয় রয়েছে তার গভীরতা আমরা কখনই উপলব্ধি করতে পারবো না। জ্ঞানের সেই বৃদ্ধি, অবশ্যই, এখন এবং বিশেষ করে স্বর্গে উভয় ক্ষেত্রেই এই ফলাফল দেয় যা হল আনন্দের সীমাহীন বৃদ্ধি যা আমাদেরকে তাঁর উপাসনা করতে পরিচালিত করে।

পঞ্চমত, ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান আত্মার কাজের মাধ্যমে পুনর্জন্মের প্রয়োজনীয়তাকে শক্তিশালী করে। আমরা যোহন ৩ এবং সেইসঙ্গে ১ করিন্থীয় ২-এ এটি দেখতে পাই। যোহন ৩ অধ্যায়ে খ্রীষ্ট ইস্রায়েলের একজন শিক্ষক হওয়ার জন্য নিকোদীমকে তিরস্কার করেছিলেন। তিনি একজন ঈশতাত্ত্বিকবিদ ছিলেন, যদি আপনি চান, কিন্তু তিনি ইস্রায়েলে একজন শিক্ষক ছিলেন তিনি এটি বুঝতেই পারেননি যে তাকে আবার জন্ম নিতে হবে। পুনঃজন্ম, বা "নতুন জন্ম" আমাদের আধ্যাত্মিক চোখ থেকে অন্ধত্ব দূর করে– আমরা যোহন ৯-এ দেখতে পাই। ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করার জন্য নতুন জন্ম প্রয়োজন-আমরা যোহন ৭-এ তা দেখতে পাই। কারণ সর্বোপরি, এমনকি শয়তান ঈশতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর অধিকারী, কিন্তু তার একটি মিথ্যা হৃদয় আছে। আর তাই সেখানে একটি "ভক্তির রূপ যা এর শক্তিকে অস্বীকার করে।" পৌল ২ তিমথি ৩:৫-এ আমাদের এই বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যেমনটি আমরা প্রথম বক্তৃতায় দেখেছি, ঈশতত্ত্ব হল সেই শিক্ষাতত্ত্ব যা ঈশ্বরভক্তির সাথে একমত। যে জ্ঞান ধার্মিকতা উৎপন্ন করে না তা সত্য ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান-ধারণা নয়। আপনি অবশ্যই সেই সত্যের

শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হবেন।

ষষ্ঠত, ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানও বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা দেখায়। ইব্রীয় ১১:৬ এটা পরিষ্কার করে। বিশ্বাস আবশ্যক। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের সত্য জ্ঞান পেতে আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা তাঁকে দেখতে হবে। ২ করিন্থীয় ৪:৬ বলে, "কারণ ঈশ্বর, যিনি অন্ধকার থেকে জ্যোতিকে আলোকিত করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদের হৃদয় আলোকিত করেছেন,যীশু খ্রীষ্টের মুখে ঈশ্বরের মহিমার জ্ঞানের আলো দিতে।" আর তাই খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে, শাস্ত্রে যীশু খ্রীষ্টের মুখ অন্বেষণ করতে হবে, ঈশ্বরের মহিমার জ্ঞান থাকতে হবে। নীতিগতভাবে ঈশ্বর যা বলেন তা গ্রহণ করার জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন। রোমীয় ৪ আমাদের সেই কথা মনে করিয়ে দেয়।

সপ্তম, ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান অনুগ্রহ এবং মহিমা উভয় ক্ষেত্রেই খ্রীষ্টের সাথে মিলন এবং যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা শেখায়। যদি আমাদের শিক্ষক এবং ঈশ্বর হিসাবে খ্রীষ্ট না থাকেন,আমাদের জ্ঞানের উৎস এবং উদ্দেশ্য হিসাবে এবং আত্মা আমাদের পথকে আলোকিত না করেন, তবে আমরা কিছুই জানবো না যেমন ভাবে আমাদের জানা উচিত। খ্রীষ্টের জ্ঞান বৃদ্ধি খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং আমাদের ধার্মিকতার অনুশীলন বৃদ্ধি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান শুধুমাত্র খ্রীষ্টের সাথে আমাদের একত্রিত করার উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু তাঁর সাথে একটি সুস্থির যোগাযোগের জন্য জ্বালানি ও খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। আমরা পিতার সাথে এবং পুত্রের সাথে এবং আত্মার সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

তৃতীয়ত, আমাদের এটিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান বিবেচনা করার জন্য আমাদের তৃতীয় প্রধান বিভাগ হল এটিকে বিতর্কিতভাবে দেখা। এখন অনেক আধুনিক মানুষেরা আমরা যে শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনা করছি তাতে আপত্তি করবে। আমাদের অবশ্যই ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে কিছু প্রাথমিক যুক্তি বিবেচনা এবং উত্তর দিতে হবে, যেন আমরা সেই ত্রুটিগুলিকে খণ্ডন করতে এবং শাস্ত্রের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে সজ্জিত হতে পারি। আসুন তাদের কয়েকটি সম্পর্কে চিন্তা করি।

প্রথমত, কেউ কেউ বলে যে সত্য এবং মিথ্যা ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বা সত্য এবং মিথ্যা ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান। তারা বজায় রাখে যে সমস্ত ধর্ম সত্যিই এক এবং একই ধর্মের ভিন্ন অভিব্যক্তি। তারা, উদাহরণস্বরূপ, মাউন্ট ফুজির চিত্রের প্রতি আবেদন করবে এবং জোর দেবে যে অনেক পথ আছে, অনেক ধর্ম আছে, কিন্তু তারা সবাই পাহাড়ের চূড়ায় একই গন্তব্যে নিয়ে যায়। বাইবেল ক্রমাগত মিশর এবং কনানীয় এবং আসিরিয়া এবং ব্যাবিলন এবং পারস্য, গ্রীক, রোমান এবং অন্যান্য সমস্ত মিথ্যা ধর্ম থেকে একটি সত্য ধর্মকে আলাদা করে এটিকে খণ্ডন করে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা গীতসংহিতা ১১৫:৪-৮ এ গান করি, "উহাদের প্রতিমা সকল রৌপ্য ও স্বর্ণ, মনুষ্যের হস্তের কার্য। মুখ থাকিতেও তাহারা কথা কহে না; চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না; কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পায় না; নাসিকা থাকিতেও ঘ্রাণ পায় না; হস্ত থাকিতেও স্পর্শ করিতে পারে না; চরণ থাকিতেও চলিতে পারে না;তাহারা কণ্ঠে কথা কহিতে পারে না। যেমন তাহারা, তেমনি হইবে তাহাদের নির্মাতারা, আর যে কেহ সেগুলিতে নির্ভর করে।" তাই বাইবেল স্পষ্ট করে যে একটি সত্য ধর্ম রয়েছে এবং সেখানে অনেক,অনেক, অনেক মিথ্যা ধর্ম রয়েছে, ঠিক যেমন একটি আসল মুদ্রা রয়েছে এবং সেই মুদ্রার অনেক নকল রয়েছে।

কিন্তু উপরন্তু, এই আপত্তি অযৌক্তিক। কেন? কারণ এই সমস্ত ধর্মগুলি অত্যন্ত মৌলিক বিষয়গুলিতে একে অপরের স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে এবং তাই সবগুলি সত্য হতে পারে না। বাইবেল ত্রিত্ব, ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে শিক্ষা দেয়। ইসলাম ত্রিত্বকে অস্বীকার করে এবং হিন্দুধর্ম একটি নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের বিষয়ে শেখায়। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে পরিত্রাণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্তের কাজের মাধ্যমে। অন্যান্য ধর্মগুলি মানুষের নিজের ভাল কাজের যোগ্যতার উপর ক্ষমার যে কোন এবং সমস্ত আশাকে ভিত্তি করে। আমরা অনেক অনেক, অন্যান্য পয়েন্ট এবং উদাহরণ -এর তালিকা করতে পারি। কিন্তু প্রতিটি মৌলিক বিন্দুতে, মিথ্যা ধর্মগুলি একে অপরের বিরোধিতা করে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, সত্য ধর্মের বিরোধিতা করে।

দ্বিতীয়ত, অন্যরা আপত্তি করে যে কেউ কোন কিছু সম্পর্কে পরম সত্য জানতে পারে না। তাই

প্রকৃতপক্ষে ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান নেই কারণ কেউ কোনো কিছু সম্পর্কে পরম সত্য জানতে পারে না। এখন বাইবেল শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর নিজেই সত্য-যে তিনি খ্রীষ্টের মধ্যে প্রকাশিত, যিনি পথ,সত্য এবং জীবন; যে ঈশ্বরের বাক্য সত্য এবং বিশ্বাসীরা সুসমাচারের মাধ্যমে সেই সত্যের জ্ঞান লাভ করে। এছাড়া পরম সত্য কেউ জানতে পারে না এমন বক্তব্যটি স্ববিরোধী। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, "এটি কি একটি পরম সত্য যে কেউ পরম সত্য জানতে পারে না?" আপনি এর মূল লক্ষ্যটি দেখুন। এটা পরস্পরবিরোধী। আর আপনি যদি সত্য জানতে না পারেন,তাহলে আপনি এটিকে মিথ্যা থেকে আলাদা করতে পারবেন না,তাহলে আপনি কীভাবে জানবেন যে আমি যে বক্তব্য দিয়েছি তা মিথ্যা নয়? এটি আমাদের উপসংহারে নিয়ে যায়, যেমন ঈশ্বর বলেছেন, মানুষের তথাকথিত প্রজ্ঞা সত্যিই মূর্খতা।

তৃতীয় একটি আপত্তি, অন্যরা ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানকে এক নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা হিসাবে বিবেচনা করে বা জন ক্যালভিনের শব্দগুলি ব্যবহার করতে ভুল করে, "মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে এমন সত্য হিসাবে।" কিন্তু প্রকৃত ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান হল খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাকা। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, আমাদের মনের সঙ্গে সত্যের একটি স্পষ্ট উপলব্ধি, কিন্তু এটি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। এটি ইচ্ছাকে আকার দেয় এবং এটি স্নেহকে সজীব করে এবং এটি বিবেককে অবহিত করে, দেহকে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করে ইত্যাদি। যেমনটি আমরা আরও কিছু মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পাব, ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা এবং তাঁর মহিমা অন্বেষণে সম্পূর্ণ ভক্তি সহকারে হতে হবে। এটাকে নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক বা কাল্পনিক ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

চতুর্থত,আমরা এটি ব্যবহারিকভাবে বিবেচনা করব। তাই ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের শিক্ষা বিবেচনা করে, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রভাব তুলে ধরতে পারি। প্রথম যে জিনিসটি আমরা দেখতে পাই তা হল প্রতিটি খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান অনুসরণ করা এবং প্রাপ্ত করার জন্য দায়বদ্ধ। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পবিত্রতার অনুশীলনে ঈশ্বরের জ্ঞানের উদাহরণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা। আমাদের ঈশ্বরের মহিমায় আমাদের ঈশতাত্ত্বিক অধ্যয়ন উপভোগ করা উচিত। সর্বোপরি,ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্য জানার চেয়ে এক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর কাছে আরও বড় আনন্দের বিষয় আর কী আছে? কিন্তু এটি একটি উদ্যোগ– এটি একটি কর্তব্য, একটি দায়িত্ব এবং আরও অনেক কিছু;এটি প্রত্যেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জন্য এক সুযোগ বা বিশেষাধিকার। প্রত্যেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর সত্য ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ রাখা উচিত।

দ্বিতীয়ত, এটা সত্য যে ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান উল্লাসকর। সর্বোপরি, আমরা পবিত্র এবং উচ্চ এবং চিরন্তন বিষয় নিয়ে কাজ করছি। তাই এগুলি এমন জিনিস যা মন এবং হৃদয়কে মোহিত করে। তবে এটি সর্বদা প্রকৃত নম্রতা এবং শিক্ষনীয়তা এবং প্রভুর সাথে একটি বর্ধিত ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে। ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের একজন গর্বিত ছাত্রের ধারণাটি পরস্পরবিরোধী। সত্যিকারের ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্য নম্রতা প্রয়োজন। আর এটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত এই প্রাথমিক পর্যায়ে, কারণ আমরা সম্ভবত আরও অন্তর্নিহিত অর্থ শিখতে উদ্যোগী হচ্ছি, আর ঈশ্বর তাঁর বাক্যে আমাদের কাছে যে সত্যটি দেওয়া হয়েছে তার আরও বিস্তৃত উপলব্ধি রয়েছে। আমরা ভাবতে শুরু করতে পারি, "আচ্ছা, আমরা আগে যা জানতাম তার চেয়ে বেশি আমরা জানি" এবং হয়তো ভাবতে পারি, "অন্যান্য অনেক লোকের চেয়ে আমরা বেশি জানি" এবং এই গভীর এবং গভীরতর চিন্তাভাবনার আনন্দদায়ক প্রকৃতির সাথে আমাদের গ্রহণ করা যেতে পারে। ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন এই গভীর সত্য। আর তাই নম্রতার স্থানটি স্মরণ রাখা আমাদের জন্য অপরিহার্য। আমরা যখন ঈশ্বরকে দেখি,তখন কী ফল হয়? তাঁর সামনে আমাদের ফলাফল কম হতে হবে। ঈশ্বরের মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তির শাস্ত্রে আমাদের দেওয়া প্রতিটি উদাহরণ সেই জিনিসটিই প্রদর্শন করে। আপনি যিশাইয়ের কথা মনে করুণ, তার একই দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তিনি যিশাইয় ৬-এ প্রভু এবং তাঁর মহিমার মন্দিরটি পরিপূর্ণ দেখেন এবং তিনি চিৎকার করে বলেন, "হায়,আমি নষ্ট হইলাম, কেননা আমি অশুচি-ওষ্ঠাধর মনুষ্য" অশুচি ঠোঁটের লোকদের থেকে, তাই না? সেখানে নম্রতা দেখা যায়। দানিয়েল, যিনি খুব ধার্মিক মানুষ এবং একজন ভাববাদী ছিলেন, তারও একটি অভিজ্ঞতা আছে যেখানে স্বর্গদূত তাঁর সামনে উপস্থিত হন এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে যান; তিনি ভেঙে পড়েন; তিনি তাঁর শক্তি হারান। এমনকি প্রেরিত যোহন, যিনি খ্রীষ্টের পার্থিব পরিচর্যার সময় খ্রীষ্টের বুকে মাথা রেখেছিলেন,যখন

তিনি দেখেন খ্রীষ্টের উদ্ঘাটন মহিমায় উন্নীত হয়েছে,প্রকাশিত বাক্য ১-এ, তিনি তাঁর পায়ের সামনে মৃত হয়ে পড়েন। আর তাই নম্রতা, শিক্ষনীয়তা এবং প্রভুর সাথে ঘনিষ্ঠতার আকাঙ্ক্ষা আবশ্যক।

তৃতীয়ত, ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের অন্বেষণে আমাদের প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা মনে রাখতে হবে,যা সর্বোপরি,অতি মাত্রায় আমাদের নম্রতা প্রদর্শন করে। প্রার্থনা ঈশ্বরের উপর আমাদের নির্ভরতা এবং শাস্ত্র অধ্যয়নে আত্মার সাহায্যের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে। আত্মাই আমাদের বোধগম্যতাকে আলোকিত করেন এবং যিনি আমাদের আত্মায় সত্যকে প্রয়োগ করেন। আর তাই আমরা শুধুমাত্র একটি উন্মুক্ত বাইবেলের ছাত্র হিসাবেই আসি না– যা অবশ্যই অপরিহার্য, কিন্তু আমরা সেই উন্মুক্ত বাইবেল এবং বাইবেলের ঈশ্বরের সামনে প্রার্থনায় আসি, তাঁর উপর নির্ভর করার জন্য তাঁর সাহায্য চায়।

চতুর্থত, ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান অবশ্যই সমগ্র ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সত্য ঈশতত্ত্ব সর্বদা ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের দিকে পরিচালিত করে, যেমনটি আমরা আগে দেখেছি। এটি ঈশ্বরের সাথে আরও গভীর, ঘনিষ্ঠ, মধুর পদচারণা তৈরি করে। আর তাই আমরা কেবল আমাদের মনকে কাজে লাগাচ্ছি না, আমরা আমাদের আত্মার সমস্ত অনুষদকে নিযুক্ত করছি, এমনকি আমরা আমাদের দেহকে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করতে যাচ্ছি। আমরা যে ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করছি ঈশ্বর তা আমাদের নিজ প্রকাশনের মাধ্যমে দিয়েছেন। আর তাই ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়াকে বিভক্ত করা উচিত নয়। এটির একটি প্রশস্ততা রয়েছে এবং এটি এমন কিছু যা আমাদের সত্তার প্রতিটি অংশকে প্রভাবিত করে। সুতরাং আমরা যেমন অধ্যয়ন করি, যেমন আমরা ভাবি, আপনি যখন এই বক্তৃতাগুলি শোনেন এবং আপনি যখন প্রার্থনা সহকারে খনন করতে থাকেন, আমরা যে জিনিসগুলি দেখব তা বোঝার চেষ্টা করতে থাকেন, আপনার একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি মনোভাব থাকা উচিত যা এটি খুঁজে বের করতে চাইছে যা আপনার পুরো ব্যাক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলবে।

ঠিক আছে, এই বক্তৃতায় আমরা আমাদের অধ্যয়নের জন্য একটি ভিত্তি এবং কিছু স্থিতিমাপ ধার্য করেছি। আমরা ঈশতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে শিখেছি যা আমরা অধ্যয়ন করতে চাই এবং শিখতে চাই এবং এই মডিউলের পাঠ্যে বিশ্বাস করি। পরবর্তী বক্তৃতায় আমরা শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে শুরু করব। শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বের বোধগম্যতা অপরিহার্য প্রথম নীতি প্রদান করে যা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের জন্য জরুরী। কেন? কারণ ঈশ্বর বাইবেলে ঐশ্বরিক সত্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ প্রদান করেছেন– তাঁর পবিত্র বাক্য।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ১ – বক্তৃতা ৪

প্রকাশন

উজ্জ্বল আলো সহ একটি বড় ঘরে হাঁটার কল্পনা করুন। অন্যথায় খালি ঘরের মাঝখানে, আপনি আপনার সামনে একটি খুব বড় সাদা চাদর দেখতে পাচ্ছেন যা কিছুর উপর ঢেকে রাখা হয়েছে, যা ঘরের মাঝখানে একটি বড় ঢিবির মতো দেখাচ্ছে। চাদরটা একটা ঘোমটার মত কাজ করে, যা লুকিয়ে আছে তা ঢেকে রাখে। তারপর দু'জন লোক ঘরে প্রবেশ করে এবং চাদরের বিপরীত প্রান্তগুলি আঁকড়ে ধরে,তারা এটিকে তুলে নেয়, যার ফলে নীচে যা আছে তা উন্মোচন করে। যখন তারা তা করে,তখন আপনি আবিষ্কার করেন যে সীটের নীচে লুকানো সোনা, রৌপ্য এবং মূল্যবান রত্ন পূর্ণ বড় টেবিল। আপনি নিজেকে বলছেন, "বাহ, কে কখনো কল্পনা করেছে?"

এটি "প্রকাশ" এর বাইবেলের ধারণাকে চিত্রিত করে। "গোপন" এবং "প্রকাশ করা" শব্দ দুটি বিপরীত। পূর্বের শব্দটির অর্থ কোন কিছু লুকানো, যেখানে পরেরটির অর্থ "প্রকাশ করা" শব্দের অর্থ হল উন্মোচন করা বা কোন কিছু জানানো। বাইবেলে, উদ্ঘাটন বলতে বোঝায় ঈশ্বর আমাদের মতো প্রাণীদের কাছে তাঁর সত্য প্রকাশ করেছেন এবং জানাচ্ছেন। অন্যথায় আমাদের কাছ থেকে যা লুকানো হবে তা তিনি নেন এবং আমাদেরকে দেখানোর জন্য করুণার সাথে সম্মত হন। তিনি নীরব নন। তিনি আমাদের কাছে নিজের জ্ঞান এবং পরিত্রাণের পথ খুলে দেন এবং প্রকাশ করেন। আমরা যদি তাঁকে জানতে চাই, তবে তিনি আমাদের নিজের সম্পর্কে যা বলেন তার উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। অন্য কোন অনুমানের উপর নির্ভর করা শুধুমাত্র বৃহত্তর অজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করবে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই প্রথম মডিউলে আমরা প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্বকে সম্পূর্ণ করছি। আর শাস্ত্রের প্রতি আমাদের মনোযোগ ফিরিয়ে, আমাদের প্রথমে বাইবেল, প্রকাশের সাধারণ ধারণা সম্পর্কে যা শিক্ষা দেয় তা দিয়ে শুরু করতে হবে। আমাদের সমস্ত বক্তৃতার মতো, আমরা এই বক্তৃতার বিষয় প্রকাশের বাইবেলীয় শিক্ষাতত্ত্ব,চারটি পয়েন্টের অধীনে ব্যাখ্যা করব। আমরা এটিকে শাস্ত্রীয়ভাবে দেখব, শিক্ষাতত্ত্বগতভাবে, বৈষম্যগতভাবে এবং তারপর ব্যবহারিকভাবে ব্যাখ্যা করবো।

আর তাই প্রথমত, আসুন এটি শাস্ত্রীয়ভাবে বিবেচনা করি। আমরা প্রকাশের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা উন্মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে শুরু করব। আপনার কাছে আপনার বাইবেল থাকলে, আপনি গীতসংহিতা ১৯ -এ যেতে পারেন। আপনি লক্ষ্য করবেন যে গীতকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, পদ ১-৬ আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর সৃষ্ট মহাবিশ্বের মাধ্যমে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়ত, ৭-৯ পদে, এটি তাঁর লিখিত বাক্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে ঈশ্বরের প্রকাশের কথা বলে। তাই আমরা শিখি যে ঈশ্বর নিজেকে দুটি প্রাথমিক উপায়ে প্রকাশ করেন– সৃষ্টিতে এবং শাস্ত্রে। গীতসংহিতা ১৯ -এর তৃতীয় বিভাগ, ১০-১৪ পদগুলিতে ঈশ্বরের বাক্যে আমাদের প্রতিক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রভাবগুলিকে সম্বোধন করে। সেখানে বর্ণিত দুই ধরনের প্রকাশের দিকে আরও মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন। সৃষ্টিকর্তা সর্বপ্রথম নিজেকে সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করেন। গীতসংহিতা বলে, "আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, বিতান তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম জ্ঞাপন করে" আমরা পদ ২-এ দেখতে পাই যে এই প্রকাশন অবিচল– তা কখনও শেষ হয় না, আর সেটি হল বাধা ছাড়াই। আমরা আরও শিখি,৩ এবং ৪ পদে, এটি সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য প্রসারিত। প্রত্যেকেরই এই জ্ঞানের সংস্পর্শে আসে এবং এটির কাছে যাবার এক সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরও তাঁর বাক্যের মাধ্যমে নিজেকে আরও সম্পূর্ণ এবং আরও সঠিকভাবে প্রকাশ করেন। আপনি লক্ষ্য করবেন যে ৭-৯ পদে আমরা ছয়টি সমান্তরাল বিবৃতি খুঁজে পাই, প্রতিটি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথম অংশে,আপনার কাছে ঈশ্বরের বাণীর বর্ণনা আছে;

সুতরাং, আপনি "আইন", "সাক্ষ্য," "বিধি" এবং আরও অনেক কিছু ভাষা লক্ষ্য করবেন। প্রতিটি সমান্তরাল বিবৃতির দ্বিতীয় অংশে, আপনি তাঁর বাক্যের একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবেন। সুতরাং এটিকে "নিখুঁত" বা

"নিশ্চিত" বা "সঠিক" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আরও অনেক কিছু বলা হয়েছে। আর তারপর তৃতীয়ত, আপনি ঈশ্বরের বাক্যের ব্যক্তিগত প্রভাব লক্ষ্য করবেন। এটি কীভাবে "আত্মাকে রূপান্তরিত করে", "সাধারণকে জ্ঞানী করে তোলে", "হৃদয়কে আনন্দ দেয়" ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলে। গীতসংহিতা ১৯-এ দায়ুদের শব্দগুলি, তাই, ঈশ্বরের ঐশ্বরিক প্রকাশের মৌলিক উপাদানগুলির এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রকাশনকে তাঁর সৃষ্টিদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়। এটি সৃষ্টির মাধ্যমে এবং আরও সম্পূর্ণ এবং সঠিকভাবে, তাঁর শব্দের মাধ্যমে উভয়ই আমাদের কাছে আসে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ঐশ্বরিক প্রকাশনের শিক্ষাতত্ত্বের একটি তত্ত্বগত ওভারভিউ বিবেচনা করতে হবে। এখানে আমরা আরও কিছু বিশদ পার্থক্য এবং বিভাগ ব্যাখ্যা করবো যা শাস্ত্র আমাদের জন্য প্রদান করে। প্রথমত, এই শিক্ষাতত্ত্বটি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১-এ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আপনি যদি এটি দেখেন তবে আপনি লক্ষ্য করবেন যে প্রথম অনুচ্ছেদটি এইরকম: "যদিও প্রকৃতির আলো এবং সৃষ্টি ও সংরক্ষণের কাজ এতদূর পর্যন্ত ঈশ্বরের মঙ্গল, প্রজ্ঞা এবং শক্তি প্রকাশ করুন যাতে মানুষদের অমার্জনীয় রেখে যায়, তবুও তারা পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তার জন্য ঈশ্বরের জ্ঞান এবং তাঁর ইচ্ছার জ্ঞান দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।" সেই প্রথম অনুচ্ছেদটি তারপর ঈশ্বরের বাক্যের বিশেষ প্রকাশনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, আর বাস্তবিকই অধ্যায় ১ -এর অবশিষ্টাংশ, যা দশটি অনুচ্ছেদের সমন্বয়ে গঠিত, তারপর শাস্ত্রের সম্পূর্ণ শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে।

আর তাই আমরা যাকে সাধারণ (general revelation) বা কখনও কখনও প্রাকৃতিক প্রকাশন (natural revelation) বলি, আসুন তা বিবেচনা করে শুরু করি। এটিকে সাধারণ প্রকাশন বলা হয় কারণ, প্রথমত, এটি ঈশ্বরের সাধারণ জ্ঞান প্রদান করে, যদিও ঈশ্বরকে মুক্তিদাতা হিসেবে নয়। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর সেই জ্ঞান একজন সাধারণ শ্রোতার কাছে, অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেন। এটিকে কখনও কখনও প্রাকৃতিক প্রকাশনও বলা হয়-প্রাকৃতিক, কারণ তিনি নিজেকে প্রাকৃতিক জগত বা সৃষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমেও প্রকাশ করেন। আমাদের এই সাধারণ-প্রকাশন বা প্রাকৃতিক প্রকাশের চারটি উপাদান বিবেচনা করতে হবে এবং এটি এই শিক্ষাতত্ত্বটি সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতাকে ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

সর্বপ্রথম, আমি চাই যে সাধারণ প্রকাশনের মধ্যে ঈশ্বর নিজেকে যে উপায়গুলি দ্বারা উন্মোচন করেছেন আসুন সেগুলি বিবেচনা করি। যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি, তিনি তাঁর সৃষ্টি ও সংরক্ষণের কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন। এখন এটি আমাদের বিস্মিত করা উচিত নয়, কারণ উভয়ই বিশ্বকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁর ভবিষ্যত যত্ন যেখানে তিনি বিশ্বের সমস্ত বিষয়গুলি পরিচালনা করছেন, উভয়ই ঈশ্বরের কাজ, আর তাই আমাদের সেখানে তাঁর বিষয়ে কিছু দেখতে সক্ষম হওয়া উচিত। তাদের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে গীত ১৯-এ দেখেছি; সৃষ্ট আদেশ স্রষ্টার সাক্ষ্য বহন করে এবং এর মাধ্যমে ঐশ্বরিক প্রকাশনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। আমাদের বাইরের সৃষ্টি ছাড়াও, যতজন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট সেই সকলের মধ্যে ঈশ্বর এক সাক্ষী রেখেছেন। এটিকে জন ক্যালভিন "ঐশ্বরিকতার অনুভূতি" বা "ঐশ্বরিক অনুভূতি" বলে অভিহিত করেছেন যা ঈশ্বর আমাদের বিবেকের মধ্যে রোপণ করেন। সুতরাং আপনি যদি আপনার বাইবেলে রোমীয় ২:১৪-১৫-এ দেখেন, সেখানে পড়বেন, "কারণ যখন জেন-টাইলস, যাদের আইন নেই"– তাদের বিশেষ উদ্ঘাটন নেই– "কেননা যে পরজাতিরা কোন ব্যবস্থা পায় নাই, তাহারা যখন স্বভাবতঃ ব্যবস্থানুযায়ী আচরণ করে, তখন কোন ব্যবস্থা না পাইলেও আপনাদের ব্যবস্থা আপনারাই হয়; যেহেতুক তাহারা ব্যবস্থার কার্য্য আপন আপন হৃদয়ে লিখিত বলিয়া দেখায়, তাহাদের সংবেদও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দেয় এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর হয় তাহাদিগকে দোষী করে, না হয় তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে।" প্রেরিত ১৭-এ পৌল যখন এথেন্সে ছিলেন তখন আপনি একই ধরনের কিছু বলেন যখন তিনি সেই সময়ে অ্যাথেনিয়ানদের সম্বোধন করেন। প্রেরিত ১৭:২২-৩১। সুতরাং, সর্বপ্রথম, সাধারণ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বর নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেন তা মূলত সৃষ্টির মাধ্যমে এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় পার্থক্য যা আমাদের করতে হবে সেটি কী, যা ঈশ্বর প্রকাশ করেন। তিনি আমাদের কাছে ঠিক কী প্রকাশ করেন বা দেখান? যেমন আমরা রোমীয় ১:১৫-৩২-এ শিখি,সৃষ্টি ঈশ্বর সম্পর্কে নির্দিষ্ট,যদিও সীমিত,বিষয় প্রকাশ করে। এটি প্রকাশ করে, উদাহরণস্বরূপ, তাঁর প্রজ্ঞা এবং তাঁর উত্তমতা,তাঁর শক্তি এবং তাঁর ক্রোধ এবং এটি তাঁকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা,নিয়ন্ত্রনকর্ত্তা এবং বিচারক হিসাবে দেখায়। এটি সব মানুষদের জন্য প্রকাশ করা হয়। সুতরাং আপনি যখন সৃষ্টির ক্রম অথবা শৃঙ্খলাটি দেখেন, আপনি ঈশ্বরের জ্ঞান দেখতে পারেন যে সমস্ত টুকরোগুলি কীভাবে একত্রিত হয়, তাঁর সৃষ্টদের জন্য তাঁর মঙ্গলভাব, সুনামি বা ভূমিকম্প বা অন্যান্য জিনিসের মতো

জিনিসগুলিতে এর শক্তি দেখা যায়। আমরা তাঁর ক্রোধও দেখতে পাই, যাতে সমস্ত মানুষের একটি উপলব্ধি, একটি স্বীকৃতি থাকে, যে একজন সৃষ্টিকর্তা এবং একজন নিয়ন্ত্রক আছেন এবং আরও যে, একজন বিচারক আছেন যার কাছে তারা দায়বদ্ধ। সুতরাং এই হল সেই দ্বিতীয় বিষয়টি যা প্রকাশ করা হয়েছে।

তৃতীয় বিষয়টি হল কার কাছে প্রকাশ করা হয়? কার কাছে এই সাধারণ প্রকাশন আসে? আর উত্তর হল যে এটি সমস্ত মানুষের কাছে সমানভাবে আসে এবং এটি অনিবার্যভাবে সমস্ত মানুষজনের কাছে আসে। আবার, গীতসংহিতা ১৯-এ লক্ষ্য করুন, অথবা রোমীয় ১ এবং ২-এ দেখুন। সেখানে আমরা আবিষ্কার করি যে প্রত্যেকে– আপনি বিশ্বের যেকোন অংশে বাস করুণ না কেন, ইতিহাসের যেকোন সময়ে আপনি বাস করুন না কেন,আপনার ভাষা বা অন্য কিছুই– তা বিবেচ্য নয়– মানুষ সৃষ্টি এবং সংরক্ষণের কাজগুলি দেখতে পারে এবং এই বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে দেখতে পারে।

চতুর্থ পার্থক্যটি সাধারণ প্রকাশনের সীমার সাথে সম্পর্কিত এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়,কারণ আমরা এক মুহূর্তে আরও দেখতে পাব– সাধারণ প্রকাশের সীমা। সাধারণ প্রকাশন মানুষের দণ্ডিত করার জন্য যথেষ্ট কিন্তু তাদের রক্ষা করার জন্য নয়। সুতরাং ঈশ্বরের উত্তমতা, প্রজ্ঞা, শক্তি দেখে, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই বিচারক জেনে, এই সমস্ত কিছুই মানুষের পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু সে সব কিছুর মধ্যে, যেভাবেই হোক না কেন, আপনি যতদূর তাকান বা আপনি যত গভীর তাকান, আপনি কখনই পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান পাবেন না। সাধারণ প্রকাশনে কোন পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এটি প্রথম সাধারণ বিভাগ, সাধারণ প্রকাশন বা প্রাকৃতিক প্রকাশ।

কিন্তু তারপরে আমাদের, বিপরীতভাবে, বিশেষ প্রকাশনের (special revelation) কথা বিবেচনা করতে হবে। আর আমরা এই একই চারটি পার্থক্য লক্ষ্য করতে যাচ্ছি; তারা প্রাকৃতিক প্রকাশনের বিষয়ে আমরা যা বলেছি তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে। তাই বিশেষ প্রকাশন আমাদের কাছে আসে– প্রথমত, যে উপায়ে এটি আমাদের কাছে আসে। এটা কিভাবে বা কী মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের কাছে পরিত্রাণ সংক্রান্ত বিষয় প্রকাশ করেন? প্রধানত, এটা শাস্ত্রে আছে। এখন আমরা বলতে পারি যে শাস্ত্রে সমাপ্তির অনেক উপায় ছিল। তাই অতীতে, তিনি নিজেকে দর্শনের মাধ্যমে এবং স্বপ্নের মাধ্যমে এবং অন্যান্য অলৌকিক কাজের মাধ্যমে এবং ভাববাদীদের কণ্ঠস্বর ও ইত্যাদি মাধ্যম দিয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই সবই বাইবেলের মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রেরিতদের দিনের পর আমাদের কাছে যা আছে তা হল আমাদের বাইবেল। তাই বিশেষ প্রকাশন পবিত্র শাস্ত্রকে ইঙ্গিত করে।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই প্রশ্নের উত্তর দেয়, বিশেষ প্রকাশনে ঠিক কী প্রকাশ করা হয়? আর যদিও এটি সত্য যে এটি এমন জিনিসগুলিকেও প্রকাশ করে যা আমরা সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি এবং মহিমা সম্পর্কে পাই এবং আরও নির্দিষ্টভাবে, সুসমাচারটি বিশেষ প্রকাশনে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর কে একজন পরিত্রাতা হিসেবে এবং একজন মুক্তিদাতা হিসেবে বাইবেলে আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে– রোমীয় ১:১৬, "কারণ উহা (সুসমাচার) প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি।" আর তাই যা বিষয়টিকে আলাদা করে তা হল ঈশ্বর এসে নিজেকে একজন মুক্তিদাতা হিসাবে আমাদের কাছে প্রকাশিত করেছেন,সেই সাথে তিনি তাঁর লোকেদের জন্য পরিত্রাণও নিশ্চিত করেছেন।

আবার, তৃতীয় পার্থক্য এই প্রশ্নের উত্তর দেয়, কার কাছে এই প্রকাশ আসে? আমরা জানি যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদের এবং সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন যারা তাঁর অনুসরণ করবে,যাবে এবং "প্রত্যেক প্রাণীর কাছে সুসমাচার প্রচার করবে"। আর তাই শাস্ত্রের এই বিশেষ প্রকাশনটি সকল মানুষের কাছে অবাধে ঘোষণা করা উচিত। এখন এটি শুধুমাত্র কার্যকরী করা হয়েছে– এটি শুধুমাত্র মনোনীতদের কাছেই পরিত্রাণের জন্য ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু যারা সুসমাচারের ঘোষণার অধীনে থাকে তাদের এই বিশেষ প্রকাশনের অধিকার দেওয়া হয়।

তারপর চতুর্থত,চতুর্থ পার্থক্য সীমার সাথে সম্পর্কিত। যেখানে সাধারণ প্রকাশনের নির্দিষ্ট সীমা ছিল- মানুষের দণ্ডিত করার জন্য, তাদের রক্ষা করার জন্য নয় এটি আমরা আবিষ্কার করি যে বিশেষ প্রকাশনের সাথে,এটি সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট,অথবা ২ পিতর ১:৩-এর শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়, "কারণ যিনি নিজ গৌরবে ও সদ্‌গুণে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে।" আর তাই জীবন ও ধার্মিকতার জন্য আমাদের যা প্রয়োজন তার জন্য বাইবেল সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট। আমরা ভবিষ্যতের বক্তৃতায় এটি আরও সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করব।

শিক্ষাতত্ত্বের এই বিশেষ বিন্দুতে তত্ত্বগতভাবে দেখার এই বিন্দু থেকে এগিয়ে যাওয়ার পূর্বে,আমরা আরও একটি স্পষ্টীকরণ করতে পারি এবং জিজ্ঞাসা করতে পারি যে এটি কীভাবে সাধারণ এবং বিশেষ প্রকাশন একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। আমরা লক্ষ করেছি যে সাধারণ প্রকাশন অপর্যাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ এবং তাই বিশেষ প্রকাশনের প্রয়োজন। এটি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের জীবনের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মাণ্ডলীক জীবনের মধ্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-কারণ এটি সুসমাচার প্রচার এবং মিশনের জন্য বাইবেলের অনুপ্রেরণা। যদি মানুষদের শুধুমাত্র সাধারণ প্রকাশনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান ছাড়াই ধ্বংস হবে,যেমন তিনি সুসমাচারে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিশেষ প্রকাশন-সাধারণ প্রকাশনের উপরের ভিত্তি করে গঠিত হয়; এটি অন্তর্নিহিত জ্ঞানের উপর গড়ে তোলে যে একজন পাপীর পরিত্রাণের জন্য তাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তারা দেখতে পারে যে এই সৃষ্টিকর্তার তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ আছে,কিন্তু তাদের সুসমাচার প্রয়োজন। আর তাই সাধারণ প্রকাশন বিশেষ প্রকাশনের দিকে প্রবাহিত হয়, বা ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশনের প্রয়োজনীয়তাকে শক্তিশালী করে। স্বাভাবিক মানুষের সমস্যা তথ্যের অভাব নয়। ঘাসের প্রতিটি ফলক সহ সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। অবিশ্বাসী তার নিজের কথিত স্বতন্ত্র বজায় রাখার প্রয়াসে সেই সত্যকে দমন করে– নীচে ঠেলে দেয়। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে এটি আরও বিশদরূপে বিবেচনা করব। তাই শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টই পাপীদের ত্রাণকর্তা এবং শুধুমাত্র শাস্ত্রে প্রকাশিত সুসমাচারই খ্রীষ্ট এবং পরিত্রাণের পথের কথা বলে। এটি একা,যেমন আমরা রোমীয় ১-এ দেখেছি,সেই লক্ষ্যে "ঈশ্বরের শক্তি"।

তৃতীয়ত এই বক্তৃতায়,আমাদের মতবাদটিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। আমরা যে মতবাদটি বিবেচনা করছি তা নিয়ে অনেক লোক আপত্তি করবে এবং তাই আমাদের জানতে হবে কিভাবে ঐশ্বরিক প্রকাশের বাইবেলীয় শিক্ষাতত্ত্বের বিরুদ্ধে কিছু প্রাথমিক যুক্তির উত্তর দিতে সুসজ্জিত হব যেন আমরা সেই ত্রুটিগুলিকে খণ্ডন করতে এবং শাস্ত্রের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারি।

একজনকে দুটি প্রাথমিক আপত্তি বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত,কেউ কেউ আপত্তি করেন যে সাধারণ প্রকাশনের এর অস্তিত্ব নেই, এমনকি এটি অনিবার্যভাবে স্পষ্ট নয়, কারণ অন্যথায় নাস্তিক থাকবে না, বা লোকেরা তাই বলে। এই আপত্তিটি বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয় যাকে ঈশতাত্ত্বিকরা পাপের আধ্যাত্মিক প্রভাব বলে থাকেন, যা মনের উপর পাপের প্রভাবকে বোঝায়। একজন ব্যক্তিকে কিছু দেখানো যেতে পারে এবং তবুও তা দেখতে অস্বীকার করে। সেক্ষেত্রে সমস্যাটি ব্যক্তির বাইরে যা আছে তা নিয়ে নয় বরং তাদের ভিতরে যা রয়েছে– তাদের চরিত্র, তাদের হৃদয় এবং তাদের তর্কের মনোভাব। রোমীয় ১:১৯-২১ শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় এবং সৃষ্ট শৃঙ্খলার বা ক্রমের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের কাছে দেখানো হয়, কিন্তু সেই স্বাভাবিক মানুষরা "অধার্মিকতায় সত্যকে ধারণ করে" এবং "তাদের কল্পনায় বৃথা হয়ে যায় এবং তাদের মূর্খ হৃদয় অন্ধকারময় হয়ে যায়।" অন্য কথায়, তারা তাদের হীনমন্যতা এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহের কারণে সত্যকে চাপা দেয়। আর তাই এটি একটি নৈতিক সমস্যা; এটা হৃদয়ের সমস্যা। এটি বুদ্ধিমত্তার সমস্যা নয়, এই কারণেই রোমীয় ১ বলে যে তারা "অজুহাত বিহীন" থেকে যায়। তাদের সমস্ত অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এবং তাদের সমস্ত অস্বীকার সত্ত্বেও, তারা অজুহাত বিহীন থেকে যায়। সেই কারণেই আমরা গীতসংহিতা ১৪:১-এ গান করি যে "মূর্খ তার হৃদয়ে বলেছে, ঈশ্বর নেই।" এটি নাম-ডাকা নয় এবং এটি দাবি করে না যে একজন ব্যক্তির বুদ্ধি বা জ্ঞানের অভাব রয়েছে। গীতসংহিতা ১৪:১ নাস্তিকের পাপপূর্ণ চরিত্রকে বর্ণনা করছে। তারা এমনভাবে কাজ করছে যা বিদ্রোহী এবং মূর্খতা যা বলে যে ঈশ্বর নেই।

কিন্তু একটি দ্বিতীয় আপত্তি আছে যা আমাদের বিবেচনা করা উচিত। অন্যরা বজায় রাখে যে একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক প্রকাশনের উপর নির্ভর করতে পারেন, বিশেষ প্রকাশন ছাড়াই। নিছক প্রাকৃতিক ধর্মের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্রাণের পথ বোঝার জন্য শাস্ত্রে সুসমাচারের প্রয়োজনীয়তাকে নিষ্পত্তি করে। কিন্তু আমরা আগে যেমন ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ-এ দেখেছি, সাধারণ প্রকাশন ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছার সেই জ্ঞান দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যা পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয়। আপনি সৃষ্টির কোথাও যীশুর নাম, মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তাঁর প্রকাশ, বা তাঁর প্রায়শ্চিত্ত কাজের জ্ঞান খুঁজে পাবেন না। যেমন রোমীয় ১:১৬ বলে, খ্রীষ্টের সুসমাচার হল পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি এবং সেই সুসমাচার শুধুমাত্র শাস্ত্রতেই দেওয়া হয়েছে।

আমরা রোমীয় ১০-এ শিখি যে "শ্রবণ বিশ্বাস হইতে এবং বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য হইতে।" আর তাই শুধু সৃষ্টির মধ্যেই শাস্ত্রে খ্রীষ্টের জ্ঞান পাওয়া যায় না,তবে সেই শাস্ত্রগুলি যখন আমাদের কাছে ঘোষণা করা হয়,তখন তাদের বিশ্বাস করার জন্য আমাদের তাদের শোনার প্রয়োজন হয়। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ,আমরা শিখি যে তরুণ

তিমথিকে তার মা এবং দিদিমা দ্বারা শাস্ত্র শেখানোর মাধ্যমে পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানী করা হয়েছিল। আমরা ২ তিমথি ৩:১৫-এ তা পড়ি।

চতুর্থত এবং সবশেষে, আমাদের এই শিক্ষাতত্ত্বকে ব্যাবহারিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। আমরা নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রভাব তুলে ধরতে পারি যেগুলো ঐশ্বরিক প্রকাশনের মতবাদ থেকে উদ্ভূত। আমাকে এর থেকে কয়েকটি তুলে ধরতে দিন। প্রথমত,সৃষ্টি ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বিশ্বাসীদের অধ্যয়নের স্থান। বিশ্বাসী যা আবিষ্কার করে তা হল যে সমগ্র বিশ্ব খ্রীষ্টানদের কাছে জীবিত হয়ে আসে কারণ আমরা দেখতে পাই যে এটি ঈশ্বরের জগৎ, এটি তাঁর মহিমা প্রকাশ করার জন্য তাঁর দ্বারা তৈরি এবং মালিকানাধীন। প্রকাশিত বাক্য ৪:১১ বলে,"তুমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছ এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্যই সেগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে।" অন্য কথায়,মহাবিশ্ব ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শনের জন্য একটি থিয়েটার এবং খ্রীষ্টানদের এতে গভীর আগ্রহ রয়েছে। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসী দেখতে চায় এবং আরও জানতে চায় যে ঈশ্বর কে এবং তাই এটি আবিষ্কার করতে পেরে আনন্দিত যে আমরা যখন আমাদের চোখ খুলি,আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে স্বর্গের বাইরের দিকে তাকাচ্ছি কিনা। আমরা একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি মানব কোষের অদেখা বিশদ অনুসন্ধান করছি,আমরা সেখানে "ঈশ্বরের হস্তকর্ম" অধ্যয়ন করছি, যেমন গীতরচক বলেছেন। আপনি লক্ষ্য করবেন যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলি প্রকাশ করার জন্য যীশু কতবার সৃষ্ট জগত থেকে দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরেছেন। এটি দুর্ঘটনাক্রমে নয় এবং এটি শুধু নয় যে যীশু সৃষ্ট জগতকে দেখেন এবং ভাবেন, "আমি কীভাবে এটি দিয়ে কিছু আধ্যাত্মিক সত্য শেখাতে পারি?" না,এটা একেবারে বিপরীত। ঈশ্বর নিজেকে সৃষ্ট জগতের আধ্যাত্মিক সত্যের মধ্যে সমাহিত করেছেন যা যীশু কেবল চিত্রিত করছেন, তাই যখন তিনি বলেন, "ক্ষেতের ছোট্ট ফুলের কথা বিবেচনা কর" বা যখন তিনি একটি চড়ুই পাখির দিকে ইশারা করছেন, বা আমাদের মাথার চুলের কথা বলছেন, স্বর্গ, নক্ষত্র ইত্যাদি, যীশু প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্য ঈশ্বরের বিষয়ে সত্যগুলি দেখার জন্য বের করে আনছেন যা তিনি শুরু থেকেই সেখানে রেখেছিলেন। আর তাই খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসী এই সমস্ত বিষয়ে গভীর আগ্রহ দেখায়, তা উদ্ভিদবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যয়নই হোক বা প্রাণীদের অধ্যয়ন হোক বা আকাশের নক্ষত্রের অধ্যয়ন হোক বা অনেক, অনেক, আরও অনেক কিছু হোক। অথবা এটি ইতিহাসের অধ্যয়নও হতে পারে, মানুষদের সাথে ঈশ্বরের ভবিষ্যতমূলক সংরক্ষণের আচরণ, ঈশ্বরের হাত এবং আঙুল এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায়, যা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের জন্য অসাধারণ আশীর্বাদ নিয়ে আসে।

দ্বিতীয় ব্যবহারিক ক্ষেত্র– যদিও ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম এবং সংরক্ষণ আমাদেরকে ত্রিত্ব সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করতে পরিচালিত করে, বিশ্বাসী স্বীকার করে যে তার প্রধান অগ্রাধিকার হল অন্য সব কিছুর উপরে পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। এটা বাইবেলে আছে যে আমরা মেষপালকের কণ্ঠস্বর শুনি এবং তাঁকে অনুসরণ করি। যীশু মথি ৪:৪-এ বলেছেন, "মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হয় তাহাঁতে বাঁচে।" কাজেই কাজের কথা বিবেচনা করুন; ইয়োব বলেছেন যে তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে "তাঁর প্রয়োজনীয় খাবারের চেয়েও বেশি"সম্মান করেন। যিরমিয় বলেন কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য "তাঁর হৃদয়ের আনন্দ ও উল্লাস"। দায়ুদ ঈশ্বরের বাক্যকে এমন কিছু হিসাবে উল্লেখ করেছেন যা সোনা,রূপা এবং মূল্যবান পাথরের চেয়ে বেশি মূল্যবান;যে এটি তার স্বাদে "মধু এবং মৌচাকের" চেয়েও মিষ্টি এবং সেই উদাহরণগুলি বাইবেল জুড়ে বহুবার পাওয়া যেতে পারে। প্রভু শাস্ত্রে নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ,সম্পূর্ণ,নিখুঁত এবং সংরক্ষণকারী জ্ঞান প্রকাশ করেছেন এবং যেহেতু বিশ্বাসীরা তাঁকে দেখতে এবং জানতে চায়,তাই তারা তাঁর বাক্য প্রকাশের গভীরে খনন করে। আমরা উপলব্ধি করি যে আমাদের বাইবেল আমাদের আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য এবং আমরা যা গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান বলে মনে করি তার জন্য কতটা অপরিহার্য। তাই কার্যত, এই মতবাদটি বাইবেলের প্রতি আমাদের সংযুক্তিকে শক্তিশালী করে।

তৃতীয় ব্যবহারিক ক্ষেত্র– আমরা সুসমাচার প্রচার এবং মিশনের অপরিহার্য প্রয়োজন দেখতে পাই। আমরা লক্ষ্য করেছি সুসমাচার হল "পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি"। মানুষের মধ্যে অন্য কোন নাম দেওয়া নেই, "স্বর্গের নীচে অন্য কোন নাম নেই" মানুষ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম ব্যতীত অন্য কোনভাবে বা কোন নামে পরিত্রাণ পেতে পারে। এটি সেই নামটি যা প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব এবং কাজ যা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে নিয়ে যেতে হবে, যেন পাপীদের রক্ষা করা যায়। রোমীয় ১০:১৩-১৬-এ পল কীভাবে এটি বর্ণনা করেছেন তা ভেবে দেখুন। "কারণ, যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে,সে পরিত্রাণ পাইবে।" তবে তাহারা যাঁহাতে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে? আর যাঁহার কথা শুনে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে? আর প্রচারক না থাকিলে কেমন করিয়া শুনিবে? আর প্রেরিত না হইলে কেমন করিয়া প্রচার করিবে? যেমন লিখিত আছে, "যাহারা

মঙ্গলের সুসমাচার প্রচার করে, তাহাদের চরণ কেমন শোভা পায়।" কিন্তু সকলে সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় নাই। কারণ যিশাইয় কহেন "হে প্রভু, আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে?" সারা বিশ্বে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের সমগ্র জীবন ব্যয় করে এবং তারপরে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কোন জ্ঞান ছাড়াই মারা যায় এবং সেইজন্য তারা তাদের পাপে চিরতরে বিনষ্ট হয়। এর জ্ঞান প্রতিটি প্রাণীর কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার জন্য মণ্ডলীর চালককে জ্বালানী দেয়। বিশ্বাসীরা তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ে সুসমাচার প্রচারে জড়িত হয় এবং মণ্ডলী হস্তার্পণ করে মিশনারি এবং সুসমাচার প্রচারক হিসাবে বিশ্বের অন্যান্য অংশে লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রেরণ করে, যেন যারা এখন অন্ধকারে বাস করা মানুষদের বের করে আনে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের জ্ঞানের আলোর অধীনে, যেমনটি তাঁর বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে।

এটি আমাদের নিয়ে আসে, চতুর্থত, বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে যে ঈশ্বরের প্রকাশনের শিখরটি যীশু খ্রীষ্ট, দেহধারী শব্দে দেখা যায়। ইব্রিয় ১ এই শব্দগুলির সাথে শুরু হয়, "ঈশ্বর, যিনি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ভঙ্গিতে অতীতে পূর্ববর্তীদের সাথে ভাববাদীদের দ্বারা কথা বলেছেন, এই শেষ দিনে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেছেন,যাকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছেন, যাঁর দ্বারা তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন।" বাইবেলে প্রকাশিত ঈশ্বরের জ্ঞান সংরক্ষণ করা বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টে ঈশ্বরের উপাসনা এবং যোগাযোগের দিকে নিয়ে যায় এবং এর ফলে ঈশ্বরের সাথে আরও গভীর এবং ঘনিষ্ঠ এবং মধুর পদচারণা তৈরি হয়। সুতরাং আপনি ঐশ্বরিক প্রকাশনের শিক্ষাতত্ত্বের ব্যবহারিক গুরুত্ব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন।

উপসংহারে, আমরা লক্ষ করছি যে ঈশ্বর, তাঁর সংবেদনশীলতায়, তাঁর সৃষ্টিদের কাছে নিজেকে এবং তাঁর সত্যকে প্রকাশ করার জন্য বেঁছে নিয়েছেন। এটি নিজেই একটি রহস্য। ঐশ্বরিক প্রকাশনের বাইবেলীয় শিক্ষাতত্ত্ব বোঝা আমাদের পবিত্র শাস্ত্রের অগ্রাধিকার এবং স্থানকে আরও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য প্রস্তুত করে। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য হিসাবে নিজের সম্পর্কে কী বলে তা বোঝার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ বিবেচনা শুরু করবো। শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্ব বোঝা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য অপরিহার্য প্রথম নীতি প্রদান করে। কেন?কারণ বাইবেল আমাদের ঈশতত্ত্বের সম্পূর্ণ অধ্যয়নের জন্য প্রাথমিক উৎস রূপে কাজ করে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ১ – বক্তৃতা ৫

শাস্ত্রের অনুপ্রেরণা

শয়তান ক্রমাগত ঈশ্বরের বাক্যকে দুর্বল ও আক্রমণ করার চেষ্টা করে। এটি প্রথম থেকেই সত্য। আদিপুস্তক ৩-এ এদন উদ্যানে কী ঘটেছিল তা মনে রাখুন। আদম এবং হবার কাছে ঈশ্বর তাঁর বাক্য বলার পর-শয়তান অবিলম্বে তার "নকল" বাক্য বা মিথ্যা বাক্যটি আমাদের প্রথম পিতামাতার কাছে নিয়ে এসেছিল, তাদের ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা থেকে তাদেরকে সরে যেতে প্রলুব্ধ করে। সে হবাকে বলার দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রশ্ন করেছিল, "হ্যাঁ, ঈশ্বর কি বলেছেন,তুমি বাগানের সব গাছের ফল খাবে না?" না, ঈশ্বর সেটি বলেননি। শয়তান ঈশ্বরের কথাকে বিকৃত করেছে এবং তারপর সে স্পষ্টভাবে তার বিপরীত করেছে। সে বললো, তোমরা নিশ্চয়ই মরবে না। যদি তা যথেষ্ট না হয়, তাই সে ঈশ্বরের চরিত্র সম্পর্কে তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলে হবার মনে সন্দেহের বীজ বপন করেছিল। সে বলেছিল, "কারণ ঈশ্বর জানেন যে, যেদিন তোমরা তা খাবে, সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে এবং তোমরা ভালো-মন্দ জানলে ঈশ্বরের মত হবে।"

শয়তান তখন থেকে একই কৌশল বজায় রেখেছে। ৪০০০ বছর পরে যখন সে মরুভূমিতে তাঁকে প্রলোভিত করেছিল তখন সে খ্রীষ্টের উপর অভিন্ন আক্রমণ করেছিলেন। পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে লেখেন, "কিন্তু আমি ভয় করি, পাছে কোনো উপায়ে সাপ যেমন তার ধুর্ততায় হবাকে প্রতারিত করেছিল, তেমনি খ্রীষ্টের সরলতা থেকে তোমাদের মনও কলুষিত হয়ে যায়" ২ করন্থীয় ১১:৩। প্রজন্মের পর প্রজন্ম, শয়তান পবিত্র শাস্তের শিক্ষাতত্ত্বের উপর তার নিরলস আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই এটা অপরিহার্য যে আমরা শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্ব বুঝতে পারি এবং আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে এটি রক্ষা করি এবং বজায় রাখি।

আমরা এটি সঠিক বলি যে বাইবেল হল ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর এবং ঈশ্বরের বাক্য। কারণ প্রতিটি শব্দ ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। "অনুপ্রাণিত" বা "অনুপ্রেরণা" শব্দের অর্থ ঈশ্বর-প্রশ্বাসপ্রাপ্ত। আমরা যেমন আমাদের মুখ থেকে নিঃশ্বাস বের করে দিই, তেমনি শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বর নিজেই শাস্ত্রে কথা বলছেন। ঈশ্বর বাইবেলের প্রতিটি শব্দের চূড়ান্ত উৎস। যেহেতু ঈশ্বর লেখক,তাই শাস্ত্রগুলি অভ্রান্ত (inerrant), যার অর্থ ত্রুটি ছাড়াই, এবং অব্যার্থ (infallible), যার অর্থ এটি কখনই ভুল নয়, কখনও ব্যর্থ হতে পারে না।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই প্রথম মডিউলে, আমরা পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে প্রথম নীতির শিক্ষাটি সম্পূর্ণ করেছি। আগের লেকচারে আমরা সাধারণ ও বিশেষ প্রকাশনের মতবাদ বিবেচনা করেছি। আমরা এখন শাস্ত্রের অনুপ্রেরণার শিক্ষাতত্ত্বের দিকে ফিরে যাই। আমাদের সমস্ত বক্তৃতার মতো, আমরা এই শিক্ষাতত্ত্বটিকেও চারটি পয়েন্টের অধীনে ব্যাখ্যা করবো। আমরা এটিকে শাস্ত্রীয়ভাবে, শিক্ষাগতভাবে, বৈষম্যগতভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে দেখবো।

তাই প্রথমত, শাস্ত্রীয়ভাবে। ২ তিমথি ৩:১৬-১৭ -এ আমরা পড়ি, "সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা দ্বারা প্রদত্ত এবং তা শিক্ষার জন্য, তিরস্কারের জন্য, সংশোধনের জন্য, ধার্মিকতার নির্দেশের জন্য লাভজনক; যেন ঈশ্বরের লোক নিখুঁত, সমস্ত ভাল কাজের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সজ্জিত হতে পারে।" পৌল "সমস্ত শাস্ত্রের" কথা বলেছেন– এর কিছু অংশ নয়, এমনকি বেশিরভাগই নয়, তবে এর প্রতিটি অংশ– এবং তিনি বলেছেন যে এই শাস্ত্র আমাদের স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা দেওয়া হয়েছে। আমরা এক মুহূর্তে মানব লেখকদের ভূমিকা বিবেচনা করবো, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্য সবকিছুর পিছনে, ঈশ্বর মানুষের কাছে তাঁর নিজস্ব শব্দ প্রদান করেন এবং তিনি অনুপ্রেরণার মাধ্যমে তা প্রদান করেন। এটা ঈশ্বর নিশ্বসিত। ঈশ্বর শাস্ত্রের সমস্ত শব্দের মূল লেখক। ফলস্বরূপ,বাইবেলের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব রয়েছে।

কিন্তু আপনি ২ তিমথি ৩-এ এও লক্ষ্য করবেন যে এই উচ্চ শিক্ষাতত্ত্বটি খুব ব্যবহারিক অন্তর্নিহিততার

সাথে আসে। যেহেতু এটি ঈশ্বরের বাক্য,তাই এটি অত্যন্ত "লাভজনক," পৌল বলেছেন, মানুষের জন্য। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত পৃথিবীতে এবং সমস্ত ইতিহাসে এর চেয়ে লাভজনক কোন বই নেই। তিনি বলেন আমরা যা ভাবি এবং যা করি তার জন্য এটি প্রযোজ্য। এটা শিক্ষার জন্য, তিরস্কারের জন্য, সংশোধনের জন্য এবং ধার্মিকতার নির্দেশনার জন্য লাভকারী। বিশ্বাসী সমস্ত ভাল কাজের জন্য বাইবেল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত,বা যেমন ২ পিতর ১:৩ বলে, "ঈশ্বর আমাদেরকে এমন সমস্ত জিনিস দিয়েছেন যা জীবন এবং ধার্মিকতার সাথে সম্পর্কিত।" ২ তিমথি ৩-এ পৌলের কথাগুলি তাই, আমাদের কাছে শাস্ত্রের অনুপ্রেরণার শিক্ষাতত্ত্বের পরিচয় দেয়।

কিন্তু দ্বিতীয়ত,আমাদের একটি শিক্ষাতত্ত্বের প্রকাশ বা অনুপ্রেরণার পরিদর্শন (ওভারভিউ) বিবেচনা করতে হবে। এখানে আমরা আরও কিছু বিশদ পার্থক্য এবং বিভাগ ব্যাখ্যা করব যা শাস্ত্র আমাদের জন্য প্রদান করে। তাই প্রথমত,এই শিক্ষাতত্ত্বটি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথের অধ্যায় ১ -এ, অনুচ্ছেদ ২ এবং অনুচ্ছেদ ৪-এ উভয়ই সংক্ষিপ্ত ভাবে দেওয়া রয়েছে। অনুচ্ছেদ ২ -এ, ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন ৬৬টি বইয়ের তালিকা করে যা বাইবেলকে অন্তর্ভুক্ত করে,যার ফলে আমরা চিহ্নিত করি এবং সীমাবদ্ধ করি শাস্ত্রের বিষয়বস্তু দ্বারা আমরা কী বুঝাতে চাই এবং কোন অন্যান্য জিনিসগুলি বাদ দিতে চাই। আর এটি বলে; "বিশ্বাস এবং জীবনের নিয়ম হিসাবে ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা দ্বারা যা দেওয়া হয়।" আরও,অনুচ্ছেদ ৪-এ,আমরা পড়ি, "পবিত্র শাস্ত্রের কর্তৃত্ব, যার জন্য এটি বিশ্বাস করা উচিত এবং মান্য করা উচিত, কোন ব্যক্তি বা মণ্ডলীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর (যিনি নিজেই সত্য)-এর রচয়িতা: এবং তাই এটি গ্রহণ করা উচিত, কারণ এটি ঈশ্বরের বাক্য।"

আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সংজ্ঞায়িত করে শুরু করতে হবে। আমরা শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ, মৌখিক অনুপ্রেরণার কথা বলতে পারি এবং এই প্রতিটি শব্দই গুরুত্ব বহন করে। সুতরাং এই প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে চিন্তা করুন। প্রথমত, আমরা পূর্ণাঙ্গ মৌখিক অনুপ্রেরণা উল্লেখ করি। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ শব্দের অর্থ হল এটি সমস্ত অংশে সমানভাবে বিস্তৃত; এই অনুপ্রেরণা বাইবেলের প্রতিটি অংশে প্রসারিত; এটা পূর্ণ,সম্পূর্ণ,পরম। উদাহরণ স্বরূপ, যীশু মথি ৫:১৮-এ বলেছেন– এটি হল পর্বতের উপদেশ– তিনি বলেছেন, "কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সেই পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও (জট) লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।" এই দুটি শব্দ– একটি হল "জট" যা হিব্রু বর্ণমালার ক্ষুদ্রতম একটি অক্ষর। এটি একটি ছোট দাগে/স্ট্রোক-এর মত দেখায়। আর একটি "শিরোনাম/মাত্রা" আসলে একটি হিব্রু অক্ষরের একটি ছোট টুকরা। আপনি এটি একটি শব্দের শেষের একটি সামান্য লেজ হিসাবে মনে করতে পারে। তাই প্রভু বলছেন, ঠিক বাইবেলের অক্ষরগুলির মধ্যেই, সেগুলিকে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে বহাল রাখা হয়েছে৷ তাই আমাদের "পূর্ণাঙ্গ" আছে, যার অর্থ এই অনুপ্রেরণা বাইবেলের সমস্ত অংশে প্রসারিত।

দ্বিতীয় শব্দটি হল "মৌখিক"– পূর্ণাঙ্গ, মৌখিক অনুপ্রেরণা; এবং "মৌখিক" দ্বারা আমরা বোঝাতে চাই যে এটি লিখিত শব্দে দেওয়া হয়েছিল। তাই এটি প্রস্তাবনামূলক। হিতোপদেশ ২২:২০-২১ বলে, "আমি কি তোমাকে পরামর্শ ও জ্ঞানে চমৎকার জিনিস লিখিনি,যাতে আমি তোমাকে সত্যের কথার নিশ্চিততা জানাতে পারি।" অন্যান্য জিনিসের মধ্যে,ঈশ্বর তাদের স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য লিখিত শব্দে শাস্ত্র প্রদান করেছেন,যা আমরা ভবিষ্যতের বক্তৃতায় আরও বিশদে বিবেচনা করবো।

তৃতীয় শব্দটি হল "অনুপ্রেরণা"– পূর্ণাঙ্গ, মৌখিক অনুপ্রেরণা। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, এর অর্থ "ঈশ্বর-নিশ্বসিত"। তাই আমরা আমাদের বাইবেলে বারবার এই কথাগুলো পড়ি, "প্রভু এই কথা বলেন।" ঈশ্বর স্পষ্টতই আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং তিনি শাস্ত্রের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলছেন। বাইবেলের চূড়ান্ত উৎপত্তি হল স্বয়ং ঈশ্বর।

আমরা আরও দুটি শব্দ যোগ করতে পারি যা আগে উল্লেখ করেছি তার সঙ্গে। আপনি সম্ভবত জানেন, পুরাতন নিয়ম প্রাথমিকভাবে হিব্রু ভাষায় এবং নতুন নিয়ম গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল। বাইবেলের অনুপ্রেরণা এই আসল পাণ্ডুলিপির জন্যই প্রযোজ্য,আসল হিব্রু এবং গ্রীক পাঠ্য যা প্রভু আমাদের দিয়েছেন। তাই আমরা যখন অনুপ্রেরণার সাথে এই অতিরিক্ত দুটি শব্দের কথা বলি, "অভ্রান্ততা" এবং "অব্যার্থতা", তখন আমাদের

মনে রাখা আবশ্যক যে এগুলি আসল শাস্ত্র যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন তা সম্পর্কিত। তাই পরের শব্দটি হল "অভ্রান্ততা" যার অর্থ হল বাইবেলে কোন ত্রুটি নেই।

লক্ষ্য করুন কীভাবে পৌল গালাতীয় ৩:১৬ তে এটি বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি তার পুরো শিক্ষার বিন্দুটি তৈরি করেছেন যে পুরাতন নিয়মের একটি শব্দ বহুবচনের পরিবর্তে একবচনে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, "এখন অব্রাহাম ও তাঁর বংশের (বীজের) কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন না,এবং বীজগুলির কাছে, "যেটি বহুবচন হতো," অনেকের কাছে; কিন্তু একজনের কাছে এবং আপনার বংশের (বীজের) কাছে, যিনি হলেন খ্রীষ্ট। তাই অভ্রান্ততা প্রতিটি বিস্তারিত বিবরণের প্রতি বিস্তৃত; যাইহোক এর মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। কোন একটি ক্রিয়ার কালের মধ্যেও নয়,এমনকি কোন একটি শব্দের একবচন বা বহুবচন বা অন্য কিছুতে নয়।

আমাদের শেষ শব্দটি হল "অব্যার্থতা", যার অর্থ হল বাইবেল নির্ভরযোগ্য, এটা নিশ্চিত; এটা অপরিবর্তনীয়; এটি কখনো ভুল হয় না। শাস্ত্র ব্যর্থ হতে পারে না। এটি অবশ্যই পূর্ণ হবে, কারণ ঈশ্বর হলেন লেখক, ঈশ্বর নিজেই সত্য৷ তাঁর সত্যতা হল তাঁর গুণাবলীর মধ্যে একটি। তাই তিনি মিথ্যাকে অনুপ্রাণিত করতে বা অবিশ্বাস্য কিছু বলতে অক্ষম। তাই বাইবেল উভয়ই নিষ্ক্রিয় এবং ভুল।

কিন্তু আমাদের অবশ্যই মানব লেখকদের ভূমিকাও বিবেচনা করতে হবে যা ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রের, পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম ও প্রেরিতদের বইয়ের লেখনিতে নিযুক্ত করেছেন। ২ পিতর ১:১৯-২১-এ আমরা এটি পড়ি, "প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়; কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু (সাধুগণ) মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন।" তো চলুন একটু ভেবে দেখি। আমরা দেখতে পাই যে "সাধুগণ" কথা বলেছেন এবং এটি সেই সমস্ত ভাববাদী ও প্রেরিতদের একটি উল্লেখ যা ঈশ্বরের দ্বারা আলাদা করা হয়েছিল। "সাধুগণ" দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে, যারা এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের দ্বারা আলাদা করা হয়েছিল। সুতরাং এটি মানুষের মাধ্যমে কথা বলছে, মানুষের সম্পৃক্ততা। মানুষেরা তাদের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব, মন, হৃদয়, কল্পনা এবং ইচ্ছা সহ ঈশ্বর নিযুক্ত মাধ্যম বা যন্ত্র রূপে নিযুক্ত ছিল। তাই প্রতিটি লেখকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য পাঠে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং আপনি যখন পড়েন, উদাহরণস্বরূপ, লূকের সুসমাচার এবং প্রেরিতের বই, যে দুটিই লূক দ্বারা লেখা হয়েছে,সেখানে একটি নির্দিষ্ট চরিত্র রয়েছে– তিনি যে শব্দভাণ্ডারটি ব্যবহার করেন, যে বাক্য গঠন তিনি অনুসরণ করেন এবং আরও অনেক কিছু– এবং এটি স্পষ্টতই প্রেরিত যোহনের থেকে ভিন্ন, যিনি যোহনের সুসমাচার লিখেছিলেন এবং যিনি তিনটি পত্র এবং প্রকাশিত বাক্যও লিখেছেন। অথবা প্রেরিত পৌল, তিনি যেভাবে লেখেন, যুক্তি উপস্থাপন ইত্যাদিতে তাঁর একটি খুব স্বতন্ত্র শৈলী রয়েছে। তাই এই লেখকদের প্রত্যেকের এবং পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য– তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তা প্রতিফলিত হয়েছে– আমরা আমাদের বাইবেলে তা দেখতে পারি।

কিন্তু ২ পিতর ১-এর দিকে তাকালে সেখানে এটিও বলা হয়েছে যে, তারা "পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার কারণে" কথা বলেছিল। সুতরাং এটি তাদের বক্তব্যের ঐশ্বরিক উৎসের কথা বলে। তারা যে বিশেষ প্রকাশন করছেন তার চূড়ান্ত উৎস হচ্ছেন ঈশ্বর। পবিত্র আত্মা প্রেরিতদের লেখাকে এতটাই পূর্ণরূপে প্রভাবিত করেছেন যে, সম্পূর্ণভাবে এবং প্রতিটি পুঙ্খনাপুঙ্খে, শাস্ত্র হল ঈশ্বরের সম্পূর্ণ নির্ভুল, অব্যার্থ বাক্য। আপনি আপনার বাইবেল ১ করিন্থীয় ২:১৩ এবং ১ থিষলনীকীয় ২:১৩ তেও দেখতে পারেন।

সুতরাং আপনি যদি এই জিনিসগুলিকে একত্রিত করেন,আমরা দেখতে পাই যে মানুষেরা ১০০% লেখালেখিতে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঈশ্বর ১০০% সেই লেখাগুলির উৎপাদনের তত্ত্বাবধান করেছিলেন, মানব লেখকদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন যেন তাদের কথাগুলি ঈশ্বরের শব্দ ছাড়া আর কিছুই না হয়। এখন এর অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর যান্ত্রিকভাবে মানব লেখকদের কাছে তার বার্তা নির্দেশ করেছেন। এটি সত্য নয়, কারণ এটি মানব লেখকের মাধ্যমকে অস্বীকার করবে। বাইবেল শেখায় না যে ঈশ্বর মানব লেখকদের মানসিক কার্যকলাপকে এতটাই নিয়ন্ত্রণ করেছেন যে তারা নিস্ক্রিয় হয়েছিল। বরং, বাইবেল বলে যে পবিত্র আত্মা লেখকদের মাধ্যমে স্বয়ং ঈশ্বরের কথাগুলিকে প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং যা কিছু লেখা আছে তার উৎপত্তি

ঈশ্বরের মন থেকে, যা এই মানব লেখকদের পবিত্র আত্মা তত্ত্বাবধানের দ্বারা প্রকাশ করা হয়,যেন আমাদের বাইবেলে যা আছে তা স্বয়ং ঈশ্বরের শব্দ রূপে স্থাপিত হয়। তাই এটি অনুপ্রেরণার শিক্ষাতত্ত্বের একটি সারাংশ।

তৃতীয়ত, আমাদের এই শিক্ষাতত্ত্ব বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। যেমনটি আমরা এই বক্তৃতার ভূমিকায় উল্লেখ করেছি, শয়তান ক্রমাগত সূক্ষ্ম উপায়ে বিস্তৃত সংখ্যক মাধ্যমে প্রতি প্রজন্মে ধর্মগ্রন্থের মতবাদকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। তাই আমাদের কিছু প্রাথমিক যুক্তি বিবেচনা করে উত্তর দিতে হবে, এই বক্তৃতায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অনুপ্রেরণার শিক্ষাতত্ত্বের বিরুদ্ধে সেই আক্রমণগুলোকে। এটি নিশ্চিত করবে যে আমরা এই ত্রুটিগুলি খণ্ডন করতে এবং শাস্ত্রের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে সজ্জিত।

আমরা প্রথমে আধুনিক আক্রমণগুলি পরিদর্শন করব এবং তারপরে তাদের সাধারণ ত্রুটিগুলি সংক্ষিপ্ত করব। সুতরাং প্রথম দল হবে তারা যাদেরকে আমরা ঈশতাত্ত্বিক উদারপন্থী বলি, এটি হল ঈশতাত্ত্বিক উদারতাবাদ। কিছু ক্ষেত্রে, ঈশতাত্ত্বিক উদারপন্থীরা স্পষ্টভাবে বলবেন যে বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য নয়। তাদের মধ্যে কিছুরা একটু বেশি সূক্ষ্ম হবে এবং তারা বলবে যে বাইবেলে ঈশ্বরের বাক্য রয়েছে, তবে অন্যান্য অনেক ত্রুটির সাথে। সুতরাং লক্ষ্য করুন যে শব্দটি "রয়েছে"। বাইবেলে ঈশ্বরের বাক্য "রয়েছে / বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য ধারণ করে," কিন্তু অনেক ত্রুটির সাথে। সুতরাং যখন ইতিহাসের কথা আসে, যা আমাদের দেওয়া হয়েছে, এটি ভুল হতে পারে, তারা বলে; বিজ্ঞান যা পাঠ্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, এটি ভুল হতে পারে; অথবা ব্যাকরণগত ভুল থাকতে পারে, ইত্যাদি। এখানে কী ঘটছে? এই মিথ্যা শিক্ষাটি মূলত বলছে যে শাস্ত্র হল মানুষের পণ্য/উৎপাদন, কিন্তু একটি বই যা ঈশ্বর ব্যবহার করেন মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য বা তাদের নৈতিক উন্নতি বা অন্য কিছুর জন্য। তারা বলে না যে বাইবেল ঈশ্বরের বাণী– এতে ঈশ্বরের বাক্য রয়েছে। আপনি শাঁস সহ একটি তুষের কথাও ভাবতে পারেন। তারা বলবে যে আপনার হাতে যে বাইবেলটি রয়েছে তা হল ভুসি এবং ঈশ্বরের বাক্য হল ভিতরের শাঁস। আর তাই এখানে সামান্য কিছু থাকতে পারে, যখন আপনি আপনার বাইবেল পড়ছেন, যা সত্য, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। সুতরাং এটি ত্রুটির প্রথম সেট/সমষ্টি।

দ্বিতীয় সেটটি নব্য-সনাতন (নিও-অর্থোডক্স/New-orthodox) দৃষ্টিভঙ্গি। এটি ২০ শতকের লেখকদের মধ্যে প্রতিফলিত হবে যেমন ঈশতাত্ত্বিক কার্ল বার্থ এবং অন্যান্য: নিও- অর্থোডক্স দৃষ্টিভঙ্গি। তারা শেখায় যে বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য হয়ে ওঠে। তাই বাইবেল হল সেই যন্ত্র যা ঈশ্বর নিজের কথা অস্তিত্বগতভাবে যোগাযোগ করার জন্য ব্যবহার করেন,যদিও বাইবেল নিজেই একটি ভুল মানব রেকর্ড। আর তাই জোর দেওয়া হয় যে এটি ব্যক্তিগত, প্রস্তাবমূলক নয়, মৌখিক নয়, শব্দ নয়, তবে এটি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তাই আপনার পড়ার সময় অভিজ্ঞতার উপর জোর দেওয়া হয়। এটি নিজ উপায়ে কাজ করবে, উদাহরণস্বরূপ, লোকেদের বলার মাধ্যমে, যে, আচ্ছা, আপনি আপনার বাইবেল পড়ছেন এবং আপনি যখন পড়ছেন, তখন হঠাৎ করেই অনুচ্ছেদ থেকে কিছু একটা লাফিয়ে ওঠে এবং এটি আপনার জন্য বিশেষভাবে অর্থবহ। এটি আপনাকে প্রভাবিত করে ইত্যাদি। ঈশ্বরের বাক্য আছে। তাই বাইবেল নিজেই এবং পৃষ্ঠায় আপনি যে শব্দগুলি খুঁজে পান তা ঈশ্বরের বাক্য নয়, তবে এটি এমন একটি উপায় যা ঈশ্বর এই অভিজ্ঞতাটিকে আপনার হৃদয়ে নিয়ে আসার জন্য ব্যবহার করেন। একইভাবে, কেউ কেউ তর্ক করবে যে ঈশ্বর শব্দের মাধ্যমে কথা বলেন, কিন্তু শব্দে নয়। তাই এটি একটি অনুরূপ সমস্যা। আপনি যা সহজেই দেখতে পারেন।

আরেকটি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি হল যে উদ্দেশ্যটি অনুপ্রাণিত এবং উদ্দেশ্যটি ভুল, যদিও বিষয়বস্তু বা শব্দগুলি অনুপ্রাণিত নয়। সুতরাং এই ত্রুটিটি জোর দেয় যে বাইবেল সম্পূর্ণরূপে মানব এবং এইভাবে বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে ভুল এবং তাই।

তাই এগুলি হল কিছু সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি, কিছু সাধারণ ত্রুটি বা আক্রমণ যা অনুপ্রেরণার বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্বের বিরুদ্ধে করা হয়। আমরা কিছু মূল সমস্যাগুলিকে সংক্ষিপ্ত করতে পারি যার এরা সকলেই অংশী। এগুলি সমস্তই অনুপ্রেরণাতে ঈশ্বর এবং মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে অবাইবেলীয় ধারণা থেকে উদ্ভূত। আমরা যা বর্ণনা করেছি তা নিয়ে আপনি যদি চিন্তা করেন, তাহলে আপনি একমত হবেন যে তারা এই উপসংহারের সারমর্মে উপনীত হয়েছে, যে মানুষ ঈশ্বরকে প্রতিস্থাপন করে। ঈশ্বর সম্ভবত মানুষের প্রতি সাড়া দিচ্ছেন এবং তাঁর প্রচেষ্টা ব্যবহার করছেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর নিজের বাক্যের উৎস বা মূল নন। ঈশ্বর মানুষের দ্বারা

প্রতিস্থাপিত হয় এবং আমরা উপনীত হবো যে এটি একটি নিছক মানুষের বই।এই সমস্ত ত্রুটির পিছনে একটি অলৌকিকতা বিরোধীতাও নিহিত রয়েছে। সুতরাং আপনি যা স্বাভাবিক তা বিবেচনা করুন– আপনি তা বোঝেন;অতিপ্রাকৃত– তারা যা অতিপ্রাকৃত তার বিরুদ্ধে; তারা সবকিছু মাটির এবং মানুষ এবং মানুষ-কেন্দ্রিক রাখতে চায়। তাই একই গোষ্ঠীর লোক– থিও-লজিকাল লিবারেল, যারা কুমারী জন্মকে প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পার্থিব পরিচর্যায় যে অলৌকিক কাজগুলি করেছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করে, যারা শাশ্বত স্বর্গ এবং নরকের ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করে, স্বর্গদূতদের অস্তিত্ব এবং অন্যান্য সমস্ত ধরণের বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে, সেই সঙ্গে তারা আমাদেরকে একটি অনুপ্রাণিত, অব্যার্থ এবং অভ্রান্ত বাক্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের ক্রিয়াশীল হাতকে প্রত্যাখ্যান করে। তাই এর পিছনে রয়েছে একটি অতিপ্রাকৃতিকতা বিরোধ।

এই মিথ্যাগুলিও অস্বীকার করে যে প্রকাশন প্রস্তাবমূলক (propositional revelation)। আপনি লক্ষ্য করবেন কীভাবে তারা বলতে চায় না যে বাক্যগুলি অনুপ্রাণিত, বর্ণগুলি অনুপ্রাণিত। তারা প্রস্তাবিত প্রকাশন তা থেকে দূরে সরে যেতে চায় এবং তাই আমরা যেখান থেকে শুরু করি সেখান থেকেই আমরা শুরু করেছি। ফিরে যাওয়া এবং পূর্ণাঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা সহায়ক– এটি সমস্ত অংশে প্রসারিত হয়; মৌখিক– আমাদের বাইবেলে যে শব্দগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর কথা বলে। এটাই আমাদের অনুপ্রেরণা বোঝার সীমানা দেয়। তাই সত্যিই, মৌলিক প্রশ্ন হল, চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কি ঈশ্বরের বা মানুষের মধ্যে থাকে? কারণ ঈশ্বরকে শাস্ত্রের লেখক হিসাবে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হল ঈশ্বরের বাক্যের ঐশ্বরিক কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা। এটিও এই ত্রুটি, এই মিথ্যার সাথে সমস্যার একটি অংশ প্রদর্শন করে। তাদের পিছনে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে যা মানুষের উপর তাঁর বাক্যে প্রয়োগ করা হয়। এই সমস্ত ত্রুটির বিপরীতে, বাইবেলের অর্থোডক্স দৃষ্টিভঙ্গিকে এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে: বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য। এমন নয় যে এতে ঈশ্বরের বাক্য রয়েছে,বা ঈশ্বরের বাক্য হয়ে উঠে,বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য। বাইবেল হল প্রস্তাবনামূলক প্রকাশন, যা পবিত্র আত্মা দ্বারা, মানব লেখকদের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। তাই বিশ্বাসীর জন্য,আমরা বলি; বাইবেলে যা বলা হয়েছে তা ঈশ্বর বলেছেন। বাইবেলে যা বলা হয়েছে তা ঈশ্বর বলেন। অথবা, ওয়েস্টমিনস্টার বৃহত্তর ক্যাটিসিজমের কথায়, উত্তর ৪, "পবিত্র শাস্ত্রের পুরাতন এবং নতুন নিয়ম হল ঈশ্বরের বাক্য, বিশ্বাস এবং আনুগত্যের একমাত্র নিয়ম।"

চতুর্থত, আমাদের এই মতবাদকে কার্যত বিবেচনা করতে হবে। অনুপ্রেরণার মতবাদ বিবেচনা করে, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রভাব তুলে ধরতে পারি, যেমনটি আমরা ২ তিমথি ৩:১৬-১৭ পদে দেখেছি। আসুন কয়েকটি বিবেচনা করি। প্রথমত, বাইবেলের কর্তৃত্ব হল বিশ্বাসের একটি মৌলিক প্রবন্ধ। তাই সেই কর্তৃত্বকে অবমূল্যায়ন করার জন্য আমাদেরকে কোনোভাবেই সহ্য করা উচিত নয়। কেন? কারণ শাস্ত্র ব্যতীত, আপনি এবং অন্যদের খ্রীষ্টে ঈশ্বরের কোন জ্ঞান থাকতে পারে না এবং আশাহীন হয়ে থাকবেন এবং "জগতে ঈশ্বর বিহীন," যেমন পৌল বলেছেন ইফিষীয় ২:১২ তে। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে যেভাবে তিনি একা বাইবেলে প্রকাশ করেছেন। আমাদের অবশ্যই বিশ্বাসী আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের অদম্য বাক্য পড়তে পারি এবং এটি আমাদের এবং অন্যদের পরিত্রাণের জন্য "ঈশ্বরের শক্তি" হতে পারে, যেমন আমরা রোমীয় ১:১৬-তে দেখি।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার অর্থ হল আমাদের নিজের বাইবেলকে ভালবাসতে হবে, যেহেতু এটি ঈশ্বরের বাক্য এবং ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনার এবং ঈশ্বরের মন ও ইচ্ছা জানার উপায়। দায়ুদ গীতসংহিতা ১১৯:৯৭-এ বলেছেন, "আহা! আমি তোমার ব্যবস্থা কত ভালবাসি। এটা আমার সারাদিনের ধ্যান।" আমরা যা ভালোবাসি তা নিয়ে ভাবি। আমাদের বাইবেল গভীরভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পড়তে হবে, এর উপর ধ্যান করতে হবে, এটি সম্পর্কে দীর্ঘ এবং কঠোর চিন্তা করতে হবে। আমাদের এটি মুখস্থ করা উচিত এবং এটি মুখস্ত করার সময় আমাদের প্রতিটি অনুপ্রাণিত শব্দের সাথে যথার্থতার বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। গীতসংহিতা ১১৯:১১ বলে, "তোমার বাক্য আমি হৃদয় মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।"

তৃতীয়ত, আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বাসীকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত শাস্ত্রের উপর নির্ভর করতে

হবে। মথি ৪:৪ বলে, "মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না,কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত প্রত্যেক শব্দে বাঁচে।" যে আত্মা বাইবেলকে অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি বাইবেলকে ব্যবহার করেন বিশ্বাসীদের জন্য সুসমাচারের পবিত্রতা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে,যেমন যীশু যোহন ১৭:১৭ -এ বলেছেন, "তোমার বাক্য দ্বারা তাদের পবিত্র কর, আপনার বাক্য সত্য।"

চতুর্থত এবং সবশেষে, ২ তিমথি ৪:২-এ, ঈশ্বর সুসমাচারের সেবকদের,পালকদের ডেকেছেন "বাক্য প্রচার করার জন্য; ঋতুতে তাৎক্ষণিক হতে, ঋতুর বাইরে; সমস্ত ধৈর্য ও শিক্ষা সহ তিরস্কার, উৎসাহ এবং উপদেশ দিতে।" তাই সেবকদের/পরিচারক-কে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে হবে, তাদের নিজস্ব ধারণা বা অন্য মানুষের কথা নয়। ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্যের দিকে মানুষদের নির্দেশ করে, শাস্ত্রের পাঠ্যকে খনন করে অর্থ করা প্রয়োজন। ২ তিমথি ২:১৫ এর আগের দুটি অধ্যায় আমরা পড়ি, "তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্য্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে।" ভ্রান্ত মানুষদের জন্য ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাক্য প্রচার করা একটি বুদ্ধিমানের বা ভদ্রতার কাজ। আপনি যদি একজন পালক হন, তাহলে আপনাকে বাক্য প্রস্তুত ও প্রচারে আত্মার সাহায্যের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করতে হবে। প্রার্থনা করুন যে আপনি খ্রীষ্টের একটি উপকরণ হতে পারেন, যিনি বাক্যের প্রকৃত পরিচর্যাকারী, আত্মার মাধ্যমে,যিনি বাক্যের প্রকৃত লেখক৷ উপসংহারে,এই বক্তৃতায় আমরা পূর্ণাঙ্গ মৌখিক অনুপ্রেরণা বিবেচনা করেছি।

শাস্ত্র। এটি ঈশ্বরের অভ্রান্ত এবং অব্যার্থ শব্দের ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করে। পরবর্তী বক্তৃতায়,আমরা পবিত্র শাস্ত্রের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করবো যা এর ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা থেকে প্রবাহিত হয়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্ব বোঝা নিয়মতান্ত্রিক ঈশতত্ত্ব/শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য অপরিহার্য প্রথম নীতিগুলি প্রদান করে, কারণ বাইবেল আমাদের ঈশতত্ত্বের সম্পূর্ণ অধ্যয়নের প্রাথমিক উৎস হিসাবে কাজ করে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ১ – বক্তৃতা ৬

অনুপ্রাণিত শাস্ত্রের উপাদানগুলি/বিশিষ্ট

দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক বিবরণে,ভাইবোনদের মধ্যে মতবিরোধ এবং বিবাদ প্রায়ই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সমাধান করা যেতে পারে, "দায়িত্বে কে আছে?" বেশ কিছু ভাইবোন একটি নির্দিষ্ট দিনে তারা কী করতে চায় তা নিয়ে তর্ক করতে পারে; এক ভাই জোরাজুরি করে যে তাদের বাইরে গিয়ে বৃষ্টিতে খেলতে হবে, আরেক ভাই যুক্তি দেন যে তাদের বেডরুমে একসাথে একটি খেলা খেলতে হবে এবং তাদের বোন বলে যে তাদের আগে গিয়ে দুপুরের খাবার খেতে হবে। বিবাদের নিষ্পত্তি হয় যখন অবশেষে ছোট শিশুটি তাদের মনে করিয়ে দেয় যে বাবা বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে নির্দেশনা সহ টেবিলে একটি ছোট্ট কাগজ টুকরো রেখেছিলেন। যখন তারা কাগজটি তুলে নেয় এবং আবিষ্কার করে যে বাবা বলেছিলেন যে তাদের বৃষ্টিতে ভেজা থেকে দূরে থাকতে হবে, তারা প্রথমে তাদের ঘর পরিষ্কার করতে হবে এবং তারপরে বাড়ির ভিতরে অন্য কিছু করার আগে দুপুরের খাবার তৈরি করতে হবে। বাবার কাগজের লেখাতে বিবাদের নিষ্পত্তি করে। কেন? কারণ তাদের পিতা রূপে, তিনি তাদের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি যা বলেছিলেন তা স্পষ্ট ছিল এবং তাদের যা জানা দরকার ছিল তা তাদের বলে দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ,সমস্ত শিশুকে বাবার কাগজের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে সমর্পিত হতে হবে।

ঈশ্বরের লোকেরা একই পরিস্থিতিতে নিজেদের খুঁজে পায়। প্রভু তাঁর বাক্য বাইবেলে তাদের জন্য নিখুঁত নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এই শব্দটি সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়, "দায়িত্বে কে আছে?" ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বহন করে এবং সেই প্রামাণিক শাস্ত্র উভয়ই স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট, যা আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে যা জানা দরকার তা প্রদান করে। অতএব, বাইবেলের প্রতি অভিযোগ মণ্ডলীর মধ্যে সমস্ত বিবাদ ও তর্কবিতর্কের নিষ্পত্তি করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই প্রথম মডিউলে, আমরা পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষাকে বিশেষ উল্লেখ সহ প্রথম নীতির শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করছি। আগের লেকচারে আমরা শাস্ত্রের অনুপ্রেরণার শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনা করেছি। আমরা এখন শাস্ত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে ফিরে যাই যা এর অনুপ্রেরণা থেকে প্রবাহিত হয়। আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে দেখব শাস্ত্রীয়ভাবে, শিক্ষাভাবে, বৈষম্যগত/বিতর্কিত ভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে।

তাই প্রথমত, আসুন সেগুলিকে শাস্ত্রীয়ভাবে বিবেচনা করি। আমরা এটি সংক্ষেপে আলোচনা করবো। ১ থিষলনীকীয় ২:১৩ -এ আমরা পড়ি, "আর এই জন্য আমরাও অবিরত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি যে, আমাদের কাছে ঈশ্বরের বার্ত্তারূপ বাক্য প্রাপ্ত হইয়া তোমরা মনুষ্যদের বাক্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলে; তাহা ঈশ্বরের বাক্যই বটে এবং বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে নিজ কার্য্য সাধনও করিতেছে।" তাই পৌল থিষলনীকীয়দের বলেন যে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করে। এই শব্দের উৎপত্তি নিছক মানুষদের মধ্যে থেকে নয়, যা অবিশ্বাস্য, কিন্তু স্বয়ং প্রভুর কাছ থেকে, তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব সহ। তিনি আরও বলেন যে ঈশ্বরের বাক্য তাদের পরিত্রাণের জন্য সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট, যে এটি যারা বিশ্বাসী তাদের মধ্যে "সক্রিয়ভাবে" কাজ করে। ঈশ্বর শুধু এটি পাঠাননি– তারা এটি গ্রহণও করেছে। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে বিভ্রান্ত বা সন্দেহের মধ্যে পড়েনি। এটা তাদের কাছে স্বচ্ছতার সাথে এসেছিল এবং তারা বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে পারে। এই শব্দটিই তাদের বিশ্বাসের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করেছিল এবং এই শব্দটিকেই তাদের আঁকড়ে ধরে থাকতে হয়েছিল। যে কোনো বিবাদের সৃষ্টি বিশ্বাসীকে উত্তরের জন্য প্রামাণিক,পর্যাপ্ত এবং স্পষ্ট ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ফেরত নিয়ে যায়। তাই ১ থিষলনীকীয় ২:১৩-এ পৌলের কথাগুলি আমাদের কাছে শাস্ত্রের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব এবং সেই কর্তৃত্ব থেকে প্রবাহিত বাইবেলের কিছু বৈশিষ্ট্যের/উপকরণের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত,আমাদের শাস্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের একটি শিক্ষার ওভারভিউ বিবেচনা করতে হবে। বিশেষভাবে,আমরা বাইবেলের চারটি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করব: এর কর্তৃত্ব,পর্যাপ্ততা,স্পষ্টতা এবং বিতর্কে সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে এর ভূমিকা। এখানে আমরা বাইবেল আমাদের জন্য যে আরও বিশদ পার্থক্য এবং বিভাগগুলি

প্রদান করে তার কিছু ব্যাখ্যা করবো। তাহলে আসুন শাস্ত্রের এই চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করি।

প্রথমত,শাস্ত্রের কর্তৃত্ব। এটি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন-সিন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১,অনুচ্ছেদ ৪ -এ আমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে,"পবিত্র শাস্ত্রের কর্তৃত্ব,যার জন্য এটিকে বিশ্বাস করা এবং মান্য করা উচিত,তা কোনও ব্যক্তি বা মণ্ডলীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না;কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর (যিনি নিজেই সত্য) এর রচয়িতা: এবং তাই এটি গ্রহণ করা উচিত কারণ এটি ঈশ্বরের বাক্য।" তাই বাইবেলের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব রয়েছে কারণ এর লেখক হলেন পবিত্র আত্মা,স্বয়ং ঈশ্বর। ফলস্বরূপ,শাস্ত্র আমাদের সাথে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সঙ্গে কথা বলে। ১ করিন্থীয় ২:১২-১৩-এ আমরা পড়ি, "কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি। আমরা সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক শিক্ষানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা কহিতেছি; আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত যোগ করিতেছি।" এখন শাস্ত্রের এই কর্তৃত্ব এই সত্যের সাথে সম্পর্কিত যে শাস্ত্র স্ব-প্রত্যয়নকারী এবং স্ব-প্রমাণিত। তাই তারা নিজেরাই প্রমাণ করে; তারা নিজেদেরকে প্রমাণীকরণ করে। কেন এমন হল? একমাত্র ঈশ্বরই নিজেকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ১ যোহন ৫:৯ সম্পর্কে চিন্তা করুন, "যদি আমরা মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য আরও বড়: কারণ এটি ঈশ্বরের সাক্ষ্য যা তিনি তাঁর পুত্রের বিষয়ে দিয়েছেন।" অথবা যীশু যোহন ৫:৩৯-এ যেমন বলেছেন, "শাস্ত্রে অনুসন্ধান কর;কারণ তোমরা মনে কর তাদের মধ্যেই তোমাদের অনন্ত জীবন আছে এবং তারাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।"

আমরা এটি বিভিন্ন উপায়ে চিন্তা করতে পারি। সবার আগে একটি নৈর্ব্যক্তিক সাক্ষী আছে। শাস্ত্র দাবি করে যে এটি ঈশ্বরের বাক্য। চিন্তা করুন কিভাবে আপনি যখন পুরাতন নিয়ম পড়ছেন, আপনি বার-বার এই শব্দগুলি দেখতে পাচ্ছেন, "প্রভু এই কথা বলেন।" তাই সেখানে,বাইবেলে সুস্থির করে, ঈশ্বর নিশ্চিত করছেন যে তিনিই এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে কথা বলছেন এবং তাঁর ভাববাদীদের মাধ্যমে যারা পবিত্র শাস্ত্র লিখছেন। আপনি যখন নতুন নিয়মে এবং পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ফিরে যান তখন আপনি একই দেখতে পান। আপনি মনে রাখবেন কিভাবে মথি ৫-এ পার্বত্য উপদেশে, যীশু জোর দিয়েছিলেন যে স্বর্গ ও পৃথিবী শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য থেকে একটি ছোট্ট অংশ বা শিরোনাম কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন হবে না। আপনার মনে থাকবে কিভাবে শেষ বক্তৃতায় আমরা দেখেছিলাম যে এই শাস্ত্রগুলি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, ২ পিতরে, পিতর লিখছেন এবং তিনি পৌলের লেখাগুলি উল্লেখ করে বলেছেন যে তিনি ৩:১৬-এ সেই লেখাগুলিকে "শাস্ত্র" হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাই তিনি পৌলের লেখাগুলোকে শাস্ত্র হিসেবে দেখেছিলেন। এটি সেই "শাস্ত্র" যা তিমথি আবিষ্কার করেছিলেন, ২ তিমথি ৩, আমাদের "পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানী" করে তোলে।

তাই আমরা দেখতে পাই যে বাইবেল তার নিজস্ব কর্তৃত্বের প্রমাণ দিচ্ছে, এবং শাস্ত্র তাদের ঐশ্বরিক উৎসের প্রমাণ প্রদর্শন করে। এখানে আপনি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ,অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদ ৫ বিবেচনা করতে পারেন। শাস্ত্র কীভাবে তাদের ঐশ্বরিক উৎসকে প্রমান করে এবং কীভাবে তা প্রমাণ করে সেই অনুচ্ছেদ থেকে আমি কয়েকটি বিষয় তুলে ধরি। আপনি এটি দেখতে পাবেন, প্রথমত, তাদের বিষয়বস্তু এবং তাদের শৈলীতে;স্বীকারোক্তির ভাষা তাদের "মহিমা" এবং বিশুদ্ধতা দ্বারা হয়। এখন, আপনি এটি দেখতে পাবেন ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লিখিত, হোশেয় ৮:১২-এ, বা গীতসংহিতা ১২:৬, গীতসংহিতা ১১৯:১৪০ এবং আপনি ১ করিন্থীয় ২-এ নতুন নিয়মে একই জিনিস দেখতে পাবেন।

শাস্ত্র তাদের চুক্তির মাধ্যমে তাদের ঐশ্বরিক উৎসের প্রমাণও প্রদর্শন করে, তাই পুরো বাইবেল স্বয়ং নিজের সাথে একমত। স্বীকারোক্তির সেই অনুচ্ছেদের ভাষায় আবার, "সমস্ত অংশের সম্মতির দ্বারা এবং সমগ্রের পরিধি,যা ঈশ্বরকে সমস্ত মহিমা দিতে হয়।" তাই আপনি দেখতে পাবেন যে বাইবেল সম্পূর্ণরূপে সুসংগত এবং সম্পূর্ণরূপে নিজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ,কোন দ্বন্দ্ব নেই,যা অবশ্যই অসম্ভব কারণ ঈশ্বর নিজেই লেখক।

প্রমাণের আরেকটি লাইন তাদের ক্ষমতা সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি বলে, "তাদের আলো এবং শক্তি দ্বারা পাপীদের বোঝানো এবং রূপান্তরিত করা এবং তাদের পরিত্রাণের জন্য বিশ্বাসের মাধ্যমে পবিত্রতায় গড়ে তোলা।" গীতসংহিতা ১৯ এটি তুলে ধরে, যেমন ইব্রিয় ৪ এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদ করে। তাই আপনি যখন আপনার বাইবেল খুলেবন, আপনি তাদের ঐশ্বরিক উৎসের প্রমাণ দেখতে পাবেন।

অধিকন্তু, পবিত্র শাস্ত্রের কর্তৃত্বের বিষয়ে, আমাদের কাছে বাইবেল নিজের সম্পর্কে যা বলে তা শুধু নেই এবং আমাদের কাছে কেবল সেই প্রমাণই নেই যা শাস্ত্রের বিষয়বস্তুতে দেখা যায়, তবে আরেকটি উপাদান রয়েছে

যা অপরিহার্য এবং তা হল আত্মার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য। আমি পূর্বে ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ ৫ উল্লেখ করেছি। সেই অনুচ্ছেদের শেষে, এটি বলা হয়েছে, "তবুও, আমাদের পূর্ণ প্ররোচনা এবং অদম্য সত্য এবং এর ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের আশ্বাস, পবিত্র আত্মার অভ্যন্তরীণ কাজ থেকে যা আমাদের হৃদয়ে বাক্য দ্বারা এবং সাক্ষ্য বহন করে।" তাই আমাদেরকে ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের ব্যাপারে প্ররোচিত ও আশ্বস্ত করার জন্য, আমাদের আত্মার পরিচর্যার প্রয়োজন। আর এটি মোটামুটি সুস্পষ্ট হওয়া উচিত কারণ পুনর্জন্ম-পুনরায় জন্ম নেওয়া-একটি পূর্বশর্ত, শাস্ত্রের কর্তৃত্বকে চিনতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। ১ করিন্থীয় ২:১২-১৪-এ পৌলের লেখাগুলি মনে রাখবেন, যেখানে তিনি বলছেন যে প্রাকৃতিক মানুষ আত্মার জিনিসগুলি গ্রহণ করতে পারে না "কারণ সেগুলিকে আধ্যাত্মিকভাবে উপলব্ধি করা হয়," তাই না? তিনি আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। এই কারণেই যীশু নিকোদীমকে বলেছেন, "তোমাকে অবশ্যই নতুন করে জন্ম নিতে হবে।" তাই আমাদের আত্মার পরিচর্যার প্রয়োজন, স্পষ্টতই, আমাদের আত্মাকে পুনরুত্থিত করার জন্য এবং সত্যে আসার জন্য আত্মার ক্রিয়াশীলতা প্রয়োজন। স্বাভাবিক মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ। আপনি লক্ষ্য করবেন কিভাবে স্বীকারোক্তি বলছে যে আত্মা বাক্য দ্বারা এবং বাক্যের সাথে কাজ করে। সুতরাং এটা এমন নয় যেন আত্মা আমাদের কাছে শাস্ত্রের ব্যাতিরেকে আসে, কিন্তু এটা আসলে যখন আমরা এটি পড়ছি, যখন আমরা শুনছি এটি প্রচার করা হচ্ছে, যে আত্মা এই অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের মাধ্যমে কাজ করে আমাদের বোঝাতে এবং আমাদের দেখানোর জন্য,বাইবেলে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রদর্শনের জন্য। আত্মা বিশ্বাসীর মনকেও আলোকিত করে,যার ফলে আমাদের মনকে সত্য দেখতে সক্ষম করে এবং আমাদের মধ্যে সত্যের প্রত্যয় নিশ্চিত করে। আমরা এর দ্বারা শাস্ত্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করার জন্য আনিত।

এখন সে সব বলার পরে, যাইহোক, শাস্ত্র আমাদের উপর কর্তৃত্বের সাথে কথা বলে, আমরা তা স্বীকার করি বা না করি। সুতরাং এর কর্তৃত্ব আমাদের এটি দেখার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আমাদের লাভ করার ক্ষমতা শাস্ত্রের কর্তৃত্বকে দেখার এবং স্বীকৃতি দেওয়ার আমাদের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এর নিজের মধ্যেই কর্তৃত্ব আছে। তাই প্রথমত, আমরা শাস্ত্রের কর্তৃত্বের সম্পত্তি সম্পর্কে চিন্তা করছি।

দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রের পর্যাপ্ততা। এটি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন, অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ ৬-এ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, "তার নিজের গৌরব, মানুষের পরিত্রাণ, বিশ্বাস এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের সমস্ত পরামর্শ আছে স্পষ্টভাবে শাস্ত্রে,অথবা ভাল এবং প্রয়োজনীয়-সারি দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। বাইবেল থেকে ফলাফল অনুমান করা যেতে পারে: যার সাথে কোন কিছু যোগ করা হবে না,আত্মার নতুন প্রকাশন দ্বারা হোক বা মানুষের ঐতিহ্য।" তাই বাইবেলের পর্যাপ্ততা শিক্ষা দেয় যে জীবন ও ধার্মিকতার জন্য বা বিশ্বাস ও অনুশীলনের জন্য আমাদের যা প্রয়োজন, তা বাইবেলেই পাওয়া যায়। তাই বাইবেল প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের "পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানী" করার জন্য যা প্রয়োজনীয় তা সরবরাহ করে। দুই শিষ্যের সাথে ইম্মায়ুসের পথে যীশুর বিবরণ এবং কীভাবে তিনি তাদের কাছে শাস্ত্র খুলেছিলেন, মোশি, গীতসংহিতা এবং ভাববাদীদের দিকে তাকিয়ে এবং তাদের কাছে নিজেকে দেখিয়েছিলেন তা আপনার মনে থাকবে। তিনি তাদের হৃদয় ও মনকে শাস্ত্রের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাইবেল বিশ্বাসীকে সম্পূর্ণ এবং "প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত" করার জন্য যথেষ্ট। অন্য যেকোন কিছু যা আমাদেরকে নির্দেশ করে বা ঈশ্বরকে জানার বা সেবা করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিতে চায় তা শাস্ত্রের পর্যাপ্ততাকে হুমকি দেয়। তাই সেটা আমাদের নিজস্ব ধারণাই হোক না কেন, অন্য পুরুষদের ধারণাই হোক না কেন, তা কোনো প্রকার অতিপ্রাকৃত রহস্যময় অভিজ্ঞতাই হোক বা এটি একটি মণ্ডলীর ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক ঐতিহ্যই হোক না কেন- বাইবেল থেকে আলাদা করে আমাদেরকে নির্দেশ করতে চায় এমন কোনো কিছু শাস্ত্রের পর্যাপ্ততাকে হুমকির মুখে ফেলে। বাইবেলের পর্যাপ্ততার এই নীতিটি ব্যাখ্যা করে যে কেন ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনার পদ্ধতিটি সর্বদা বাইবেলের প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়ার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র বাইবেলই আমাদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যে কীভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে,যেই বিষয়ে আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে আসবো।

তাই আমরা দেখি, প্রথমত শাস্ত্রের কর্তৃত্ব; দ্বিতীয়ত পর্যাপ্ততা এবং তৃতীয়ত শাস্ত্রের স্পষ্টতা। প্রযুক্তিগত ঈশতাত্ত্বিক শব্দ হল শাস্ত্রের অধ্যাবসায়, যা কেবলমাত্র শাস্ত্রের স্পষ্টতাকে বোঝায়। সুতরাং এটি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ ৭-এ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, "শাস্ত্রের সমস্ত বিষয় নিজের মধ্যে একই রকম সরল নয়, বা সকলের কাছে একইভাবে স্পষ্ট নয়: তবুও সেই বিষয়গুলি পরিত্রাণের জন্য জানা,বিশ্বাস করা এবং পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শাস্ত্রের বা অন্য কোনো স্থানে এত স্পষ্টভাবে উদ্ধৃত এবং খোলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র

বিদগ্ধ নয়, অশিক্ষিতরাও, সাধারণ উপায়ের যথাযথ ব্যবহারে সেগুলির যথেষ্ট উপলব্ধি অর্জন করতে পারে।" তাই আমাদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের জানার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর বাইবেল স্পষ্ট বা সুস্পষ্ট। অন্য কথায়, বাইবেলের প্রধান বার্তা, সুসমাচার, এমনকি একটি শিশুও সহজেই দেখতে এবং বুঝতে পারে। তাই অধিকাংশ মানুষ বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার অনেক কিছুই বুঝতে পারে এবং এর কারণ হল শাস্ত্র নিজেই স্পষ্ট। এটি প্রায়শই একটি আলো হিসাবে উল্লেখ করা হয়– এটি আমাদের পায়ের জন্য একটি আলো এবং আমাদের পথের জন্য একটি প্রদীপ। একটি আলো একটি ঘরকে উজ্জ্বল করে এবং আপনাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে সক্ষম করে। যেখানে এটি অস্পষ্ট, সেখানে শাস্ত্র কখনও কখনও অস্পষ্ট হয়,তাই দোষটি ঈশ্বরের পরিবর্তে আমাদের সাথে। শাস্ত্র অস্পষ্ট এবং অলাভজনক উভয়ই, উদাহরণস্বরূপ, পুনর্জন্মের জন্য, যেমন আমরা আগে দেখেছি; তারা অন্ধ, আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ এবং দেখতে অক্ষম। শাস্ত্র বিশ্বাসীর কাছে কম-বেশি স্পষ্ট হতে পারে,মাঝে মাঝে শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করে সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় এবং আমরা ভবিষ্যতের বক্তৃতার অধীনে সেই পুরো বিষয়টি বিবেচনা করবো।

তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বলেছি যে শাস্ত্রগুলি স্পষ্ট, কিন্তু শাস্ত্রগুলি প্রতিটি অংশে বা প্রতিটি শিক্ষাতত্ত্বের সাথে সমানভাবে স্পষ্ট নয়। বাইবেল কীভাবে বাইবেলের মধ্যে কিছু "রহস্য" আছে তা নিয়ে কথা বলে এবং এটি "ঈশ্বরের গভীর বিষয়গুলি" বোঝায়; উদাহরণস্বরূপ, ১ করিন্থীয় ২:১০ এবং সেই অধ্যায়ের শেষে ইব্রিয় ৫–এ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি "দুধ" এবং "মাংস" এর মধ্যে পার্থক্যকেও বোঝায়। কেউ কেউ শুধুমাত্র দুধ পান করতে সক্ষম। তত বেশি পরিপক্ক, যারা বেশি ব্যায়াম করে এবং যাদের সত্য সম্পর্কে বেশি জ্ঞান, উচ্চ বিচক্ষণতা, তারা মাংস খেতে সক্ষম বা আরও কঠিন জিনিস বুঝতে সক্ষম। এটি আকর্ষণীয় কারণ এমনকি পিতরও পৌলের কিছু লেখা বোঝা কঠিন বলে মনে করেছিলেন; ২ পিতর ৩:১৫-১৬ বিবেচনা করুন। এই কারণেই ঈশ্বর শাস্ত্র বোঝার জন্য প্রভুর লোকেদের সাহায্য করার জন্য যাজক এবং শিক্ষকদের নিযুক্ত করেছেন। ইফিষীয় ৪:১১ এবং পরবর্তী পদগুলি এটি স্পষ্ট করে; ঈশ্বর ঈশ্বরের লোকেদের সুবিধার জন্য কিছু প্রেরিত এবং ভাববাদী, ধর্মপ্রচারক এবং যাজক এবং শিক্ষক দিয়েছেন। যদিও আমাদের প্রভুর শিক্ষকদের ব্যবস্থা থেকে লাভবান হওয়া উচিত, তবুও আমাদের অবশ্যই সেই শিক্ষাকে শাস্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। এখানে আমরা প্রেরিত ১৭:১১-এ বেরিয়ানদের উদাহরণ পেয়েছি, যেখানে তারা পৌলের কাছ থেকে যা শুনছিল তা সত্য কিনা তা দেখার জন্য তারা "প্রতিদিন শাস্ত্র অনুসন্ধান করেছিল"। তারা নিশ্চিত করছিল যে তারা ঈশ্বরের বাক্যে নিশ্চিত হতে পারে। আপনি খুব সহজেই চিনতে পারেন যে আমরা যদি শাস্ত্রের স্বচ্ছতার সাথে আপস করি বা শাস্ত্রের পর্যাপ্ততা অস্বীকার করি, তবে আমরা বিপদে পড়েছি বা শাস্ত্রের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করি। এই সব ছোট্ট টুকরোগুলি একসঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে।

চতুর্থত, চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল শাস্ত্র বিতর্কের সর্বোচ্চ বিচারক। এখানে আমরা ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ ১০ -এ এটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখতে পাই, "সর্বোচ্চ বিচারক যার দ্বারা ধর্মের সমস্ত বিতর্ক নির্ধারণ করা হয়, এবং কাউন্সিলের সমস্ত রায়, প্রাচীন লেখকদের মতামত, মানুষদের মতবাদ এবং ব্যক্তিগত আত্মা সবকিছুকে পরীক্ষা করতে হবে এবং যার কথায় আমরা নির্ভর করবো; তা অন্য কেউ হতে পারে না কিন্তু কেবলমাত্র পবিত্র আত্মা যিনি শাস্ত্রে কথা বলছেন।" বাইবেল জীবন্ত এবং শক্তিশালী, যেমনটি আমরা ইব্রিয় ৪:১২-এ দেখতে পাই; এটি সর্বদা যে বিষয়ে কথা বলে সেটির চূড়ান্ত রূপ দিয়ে দেয়। এটি শাস্ত্রের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব থেকে প্রবাহিত হয়। তাই এটি মানুষের মতামত এবং মানুষের ঐতিহ্যের উপর সর্বোচ্চ বিচারক। এটি কাউন্সিলের রায় এবং প্রাচীনত্ব, বা অতীত ঐতিহ্য এবং মানুষদের ব্যক্তিগত রায়ের উপর সর্বোচ্চ বিচারক। তাই ঈশতাত্ত্বিক বিতর্কের বিশদ বিবরণে, উত্তর,সমাধান এবং আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আমাদের নিশ্চিতরূপে শাস্ত্রের আশ্রয় নেওয়া উচিত। যখন এটি একটি জটিল ঈশতাত্ত্বিক বিতর্ক হয়, তখন আমাদের বিশেষ করে আসল হিব্রু এবং গ্রীক পাঠ্যগুলি অবলম্বন করতে হবে যা ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রদান করেছেন। ঠিক আছে, এটি আমাদের এই চারটি বৈশিষ্ট্যের ঈশতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্তসার সরবরাহ করে।

তৃতীয়ত, আমাদের এগুলোকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের কিছু প্রাথমিক যুক্তি বিবেচনা করতে হবে এবং উত্তর দিতে হবে যা পবিত্র শাস্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আক্রমণ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে আমরা এই ত্রুটিগুলি খণ্ডন করতে এবং বাইবেলের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে সজ্জিত। আসুন চারটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি সম্পর্কে চিন্তা করি। প্রথমত, আমরা শাস্ত্রের কর্তৃত্বের কথা বলেছি। শাস্ত্রের পাশাপাশি কোনো অলিখিত ঐতিহ্য থাকতে পারে না। শাস্ত্র সমস্ত প্রেরিত ঐতিহ্য রয়েছে যা খ্রীষ্ট মন্ডলীকে দিতে চেয়েছিলেন। এটা স্পষ্টতই

রোমান ক্যাথলিক চার্চ দ্বারা বিরোধিতা করা হয়। তারা তাদের গির্জার ঐতিহ্যগুলিকে বাইবেলের সাথে সমান পদে বা সমান কর্তৃত্বের জন্য দেখে, যার ফলস্বরূপ তারা বাইবেলের উপর নির্ভর করে। যীশু আমাদের শিখিয়েছেন যে এটিই হবে,যখন মানুষজন শাস্ত্রের জায়গায় ঐতিহ্যকে উন্নীত করতে চায়। তিনি মার্ক ৭:৭-৯ এ বলেছেন, "ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে,মনুষ্যদের আদেশ ধর্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়।" তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যদের পরম্পরাগত বিধি ধরিয়া রহিয়াছ। তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমাদের পরম্পরাগত বিধি পালনের জন্য তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা বিলক্ষণ অমান্য করিতেছ।" আপনি মথি ৫-এর সমান্তরাল অনুচ্ছেদে অনুরূপ কিছু দেখতে পাবেন। ১ তিমথি ৪-এ পৌল তিমথিকে কী বলেছেন তাও আমরা বিবেচনা করতে পারি। মোদ্দা কথা হল, যখন আমাদের কেউ থাকে, তা রোমান ক্যাথলিক চার্চ হোক, বা অন্য মণ্ডলীর ঐতিহ্যই হোক না কেন, যারা আসে এবং তাদের ঐতিহ্যকে ঈশ্বরের বাক্যের পাশাপাশি প্রামাণিক হিসাবে উন্নীত করতে এবং প্রচার করতে চায়, যীশু বলেন যে স্পষ্টতই কিছু ঘটবে– বাইবেলের কর্তৃত্বকে অবজ্ঞা করা হবে বা হ্রাস করা হবে;নিজেদের কথা ব্যবহার করার জন্য এটি "সরিয়ে রাখা" হবে এবং মানুষের ঐতিহ্য তাদের জায়গায় রাখা হবে। তাই আমাদের সেই হুমকি থেকে সাবধান থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সেই যুক্তিগুলি বিবেচনা করা উচিত যা শাস্ত্রের যথেষ্টতার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। বেশ কয়েকটি বিভাগ রয়েছে যেখানে এটির প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করা সহায়ক হতে পারে। সবার আগে আরাধনার আঙ্গিকে। অনেক লোক তাদের নিজস্ব ধারণা নিয়ে ঈশ্বরের সার্বজনীন উপাসনায় আসে এবং তারা মনে করে, "আমরা চাতুর্য ব্যবহার করতে পারি এবং আমাদের সৃজনশীলতা থাকতে পারে এবং আমরা ভাবতে যাচ্ছি যে আমরা কী উপভোগ করব বা আমরা যা মনে করি তা কার্যকর হবে; অন্য লোকেদের উপর প্রভাব ফেলতে।" তারাও অতীতের দিকে তাকাতে পারে এবং সেখানে এমন কিছু দেখতে পারে যা তারা আকর্ষণীয় বলে মনে করে, ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত দৃষ্টান্তে এটি মানুষের কথা এবং মানুষের ধারণা যা তুলে ধরা হচ্ছে উপাসনার পরিষরে। বাইবেল আমাদের শেখায় যে আমরা কেবল সেই কাজগুলি করতে এবং সেইভাবে উপাসনা করতে পারি যা ঈশ্বর নিজেই নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন বা আদেশ করেছেন বা তাঁর নিজের বাক্যে অনুমোদন করেছেন। আর তাই যখন উপাসনার কথা আসে,তখন বাইবেল আমাদেরকে কীভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত তা শেখানোর জন্য যথেষ্ট। ঈশ্বর বলেছেন, "এই উপাসনাগুলির সাথে আমার কাছে এসো" যা তিনি উচ্চারণ করেছেন: প্রচার এবং গীতসংহিতার সঙ্গিতে এবং প্রার্থনা এবং বাইবেল পাঠ করা,বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর নৈশভোজ ইত্যাদিতে বাইবেলের বাইরে যেকোনো কিছুর দিকে তাকানো মানে শাস্ত্রের পর্যাপ্ততাকে অস্বীকার করা। এখন, উপাসনার ক্ষেত্রে এবং মণ্ডলীর পরিচালন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

একইভাবে, যখন পরিচর্যার দর্শনের কথা আসে,বা মণ্ডলী কী করবে এবং কী করবে না সেই সিদ্ধান্ত নেয়,সেখানে অনেকেই আছেন যারা বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন যা তারা মনে করেন যে তারা হারিয়ে যাওয়া লোকেদের কাছে পৌঁছাতে বা প্রভুর লোকেদের উন্নতি করতে সহায়ক হবে। কিন্তু বাইবেল আমাদেরকে বইয়ের সাথে লেগে থাকতে, শাস্ত্রের সাথে এবং ঈশ্বরের নির্ধারিত উপায়ে লেগে থাকতে শেখায়। রোমীয় ১০:১৭, "তাহলে বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ ঈশ্বরের বাক্য হইতে আসে।" ঈশ্বর তাঁর শাস্ত্রে যে উপায়গুলি নিযুক্ত করেছেন আমাদের তা ব্যবহার করতে হবে এবং বিনোদনের দিকে তাকাবেন না,বা কর্পোরেট ব্যবসায়িক জগতে ব্যবহৃত মডেলের দিকে তাকাবেন না, বা এই জাতীয় অন্যান্য জিনিসগুলির দিকেও নয়। এগুলো শাস্ত্রের পর্যাপ্ততাকে অস্বীকার করে।

যারা নতুন প্রকাশন বলে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আসে তাদের ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে;আত্মা তাদের সাথে কথা বলছে তাদের মনের বা হৃদয়ের ভিতরে, অথবা তাদের কিছু দৃষ্টি বা স্বপ্ন আছে,অথবা তারা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছে, ইত্যাদি। ক্যারিশম্যাটিক মণ্ডলীগুলি এই ধরণের ধারণাটিকে অগ্রসর করে। কিন্তু এটা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে। বাইবেল আমাদের বলে যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেন। তাই যিশাইয় ৮:২০-এ আমরা পড়ি, "ব্যবস্থার কাছে ও সাক্ষ্যের কাছে [অন্বেষণ কর]; ইহার অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে, তবে তাহাদের পক্ষে অরুণোদয় নাই।" আমাদের বাইবেলকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে।

এটি বাইবেলের ঈশ্বর ভয়শীলতা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কিভাবে ঈশ্বর ভয়শীলতাকে সংজ্ঞায়িত করব? বাইবেল যা বলে, ঈশ্বর তাঁর বাক্যে যা বলেন তা দ্বারা আমরা এটিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি, অথবা আমরা এটিকে মানুষের শিক্ষা এবং আদেশ বা ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। এমন কিছু লোক থাকবে

যারা ভাববে, ঠিক আছে, এখানে নিয়মগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা আমরা নিয়ে এসেছি যা আমরা মনে করি ধার্মিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে। প্রশ্ন হল, সেই নিয়ম বা নির্দেশ কি শাস্ত্র থেকেই প্রাপ্ত? কারণ এটি বাইবেল যা আমাদের শুনতে হবে। এটি খ্রীষ্টানদের জীবনযাত্রায় বাক্য এবং আত্মার কেন্দ্রীয়তাকে তুলে ধরে। যিশাইয় ৫৯:২১ বলে, "সদাপ্রভু কহেন, তাহাদের সহিত আমার নিয়ম এই, আমার আত্মা, যিনি তোমাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, ও আমার বাক্য সকল, যাহা আমি তোমার মুখে দিয়াছি, সেই সকল তোমার মুখ হইতে, তোমার বংশের মুখ হইতে ও তোমার বংশোৎপন্ন বংশের মুখ হইতে অদ্যাবধি অনন্তকাল পর্যন্ত কখনও দূর করা যাইবে না; ইহা সদাপ্রভু কহেন।" তাই আমরা ঈশ্বর ভয়শীলতা কী তা বাইবেল নিজে যা বলে তা দ্বারা শিখি, মানুষের ঐতিহ্যের দ্বারা নয়।

এটি আধ্যাত্মিক সমস্যা সমাধানেও সহায়ক, কারণ এটি পপ সাইকোলজি এবং অন্যান্য বিষয়ের বিশ্বের ধারণাগুলিতে যেতে প্রলুব্ধ হতে পারে,যেখানে স্ব-সহায়তা– তাদের কাছে আপনার আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলি কীভাবে সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে সমস্ত ধরণের ধারণা রয়েছে। সেইখানেই খ্রীষ্টানরা বলছেন, "না, আমাদের পরিস্থিতির উপরে আমাদের শাস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে।" তাই এটি শাস্ত্রের যথেষ্টতা।

তৃতীয়ত, আমাদের ধর্মগ্রন্থের স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। এখানে দুটি ত্রুটি রয়েছে,দুটি বিপরীত চরম। একদিকে, এমন লোকেরা থাকবে যারা বলে যে বাইবেল সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা খুব কঠিন। রোমান ক্যাথলিক চার্চ এ কথা বলে। যা বাইবেলকে মানুষের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। তাদের এটা ব্যাপারটা বিশ্বাস করা যায় না। তারা জিনিসগুলিকে বিভ্রান্ত করবে এবং ভুল ধারণা নিয়ে আসে। এটি লোকেদের কাছ থেকে বাইবেল নিয়ে নেয় এবং পরিবর্তে শাস্ত্রের সমস্ত ব্যাখ্যা পুরোহিতদের মনের মতো করে করতে সপে দেয় এবং তারা বলেন, "আমরা আপনাকে বলবো আপনার কী বিশ্বাস করা উচিত; আমাদের কথা শুনুন,শাস্ত্রের কথা নয়।" সুতরাং এটি একটি দিক, একটি চরম হল যে বাইবেল খুব কঠিন।

অন্য দিকে একটি ত্রুটি রয়েছে যে বাইবেল সহজ আত্মার জন্য লেখা হয়েছে এবং সমস্ত শাস্ত্র সবাই সমানভাবে বুঝতে পারে; আমাদের একমাত্র ব্যাখ্যাকারী আমাদের প্রয়োজন তিনি হলেন পবিত্র আত্মা। তাই কেউ কেউ মণ্ডলীর সুসমাচার প্রচারের সেবার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবে। কিন্তু স্পষ্টতা ব্যাখ্যা করার এবং শাস্ত্র প্রয়োগ করার প্রয়োজনকে অস্বীকার করে না। খ্রীষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যাজক এবং শিক্ষক দেবেন, যারা অবশ্যই প্রেরিত ও ভাববাদীদের ভিত্তির উপর স্থাপিত হবেন, যেন মণ্ডলীকে শিক্ষাতত্ত্বের প্রতিটি বাতাস দ্বারা "এদিকে ছুঁড়ে ফেলা" থেকে বিরত রাখা যায়, ইফিষীয় ৪ এর ভাষায় এটিই সত্য।

আমাদের চতুর্থ বিশিষ্ট শাস্ত্র বিতর্কের সর্বোচ্চ বিচারক। যদিও রোমান ক্যা-থলিসিজম স্বীকার করে যে শাস্ত্র একটি নিয়ম, এটি মণ্ডলীকে এবং বিশেষ করে পোপকে, ঈশ্বরের বাক্যের উপরে, মণ্ডলীকে বাক্যের কর্তৃত্বের অধীনে রাখার পরিবর্তে উচ্চতর করে। বাইবেলের ঐতিহ্য,যেমনটি আমরা আগে দেখেছি, ভাববাদী ও প্রেরিতদের অনুপ্রাণিত শিক্ষার প্রতিস্থাপন করে। অধিকতর, যদিও বাইবেল-বিশ্বাসী প্রোটেস্ট্যান্টরা অতীতের ঈশ্বর ভয়শীল বিশ্বস্ত মানুষদের শিক্ষা থেকে শিখতে পারে, যখন তারা তা ব্যাখ্যা করেন এবং আমাদের শাস্ত্র বুঝতে সাহায্য করেন, আমরা আমাদের বিতর্কিত বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করার জন্য মানুষদের অনুপ্রাণিত লেখাগুলির প্রতি আমাদের চূড়ান্ত আবেদন করতে পারি না। বাইবেলে ঈশ্বর যা বলেছেন তার উপর যুক্তিগুলো নির্ভরশীল হতে হবে।

চতুর্থত, শাস্ত্রের এই চারটি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করুণ, আমরা এখন নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রভাব তুলে ধরতে পারি। আবার, আমরা এই চারটির প্রতিটি বিবেচনা করবো। প্রথমত, শাস্ত্রের কর্তৃত্ব। স্পষ্টতই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে বাইবেলের সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের অধীনে আনতে হবে।যাকোব ১:২১ আমাদেরকে "মৃদুভাবে সেই রোপিত বাক্য গ্রহণ কর, যাহা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে।" ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে আমাদের নম্রতা এবং মৃদুতা থাকতে হবে। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বশ্যতা দাবি করে, যা কেবল এটি গ্রহণের দিকেই নয় বরং এটিকে মেনে চলার দিকেও নিয়ে যায়। যাকোব ১:২২ এর পরের পদটি বলে, "আর বাক্যের কার্যকারী হও, আপনাদিগকে ভুলাইয়া শ্রোতামাত্র হইও না।" তাই আনুগত্য, বিশ্বাসের ফল নিয়ে আসা,শাস্ত্রের কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি প্রয়োজনীয় প্রয়োগ।

দ্বিতীয়ত, আমাদের কাছে শাস্ত্রের পর্যাপ্ততা আছে। আর এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য অত্যাবশ্যক। আপনার নিজের জীবনেও বাইবেল বাস্তবায়ন করতে হবে, যেন অন্যদেরকেও নিজের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার জন্য বাক্যের প্রতি নির্দেশ করা যায়। আপনাকে পিতার ইচ্ছা জানতে হবে, একজন ভাববাদী হিসাবে খ্রীষ্টের কাজের

মাধ্যমে আপনাকে পিতার ইচ্ছাটি জানতে হবে, যা আপনার হৃদয়ে আত্মার দ্বারা শেখানো হয়। এর অর্থ হল শাস্ত্রে আপনার নিজস্ব ধারণাগুলি যোগ করার পাশাপাশি শাস্ত্র থেকে কিছু বিয়োগ করা থেকে সাবধান থাকুন যা ঈশ্বর আমাদের কাছে আশা করেন।

তৃতীয় বিশিষ্ট হল স্বচ্ছতা। প্রভুর উপর নম্র নির্ভরতার মধ্যে, আমাদের আন্তরিক প্রার্থনার প্রয়োজন এবং আমাদের প্রভুর উপর নির্ভর করে,ভালভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ক্ষমতার বিকাশের প্রয়োজন। ২ তিমথি ২:১৫, "তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে।" সুতরাং এর অর্থ হল আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে এবং প্রার্থনা সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। এর অর্থ হল আমাদের বিশ্বস্ত পরিচারক প্রচার ও শিক্ষা থেকে লাভবান হওয়া দরকার যা খ্রীষ্টের দ্বারা তাঁর লোকেদের সজ্জিত করার জন্য পাঠানো হয়েছে। আবার, ইফিষীয় ৪:১৪ উল্লেখ করে,এটি বলে, "যেন আমরা আর বালক না থাকি, মনুষ্যদের ঠকামিতে, ধূর্ততায়,ভ্রান্তির চাতুরীক্রমে তরঙ্গাহত এবং যে সে শিক্ষাবায়ুতে ইতস্তঃত পরিচালিত না হই।" তাই যখন বিশ্বস্ত পরিচারকদের দ্বারা প্রচার করা হচ্ছে তখন আমাদের মনোযোগী, অধ্যবসায়ী শ্রবণকারী হওয়া দরকার।

চতুর্থ বিশিষ্ট হল শাস্ত্র বিতর্কের মধ্যে সর্বোচ্চ বিচারক। ১ যোহন ৪:১-এ আমরা পড়ি, "প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ,তাহারা ঈশ্বর হইতে কি না; কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী জগতে বাহির হইয়াছে।" অথবা যোহন ৮:৩১-৩২-এ যীশুর কথাগুলি স্মরণ করুন, "অতএব যে যিহূদীরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু কহিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; আর তোমরা সেই সত্য জানিবে এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।" আমরা আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং আমাদের সমস্ত শিক্ষাতত্ত্ব এবং খ্রীষ্টীয় অনুশীলন সম্পর্কে আমাদের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে ধর্মগ্রন্থে ভিত্তি করতে চাই। যখন বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং যখন আমাদের কী বিশ্বাস করা বা করা উচিত তা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়,তখন চূড়ান্ত উত্তর এবং আবেদন বাইবেলেই করতে হবে।

এই বক্তৃতায় আমরা শাস্ত্রের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করেছি; তাদের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব,পর্যাপ্ততা, শাস্ত্রের স্বচ্ছতা এবং সমস্ত বিতর্কে শাস্ত্রের সর্বোচ্চ বিচারকের ভূমিকা। পরবর্তী বক্তৃতায় আমরা শাস্ত্রের ক্যাননের কথা বিবেচনা করব, যা এই প্রশ্নটিকে সম্বোধন করে, "কিভাবে আমরা ৬৬টি পুস্তক পেয়েছি যা মিলিত রূপে শাস্ত্রের ক্যানন গঠন করে? আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে এইগুলি সেই বই যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন?"

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ১ – বক্তৃতা ৭

পবিত্র শাস্ত্রের ক্যানন

(এক মানদণ্ড যার মাধ্যমে বাইবেলের ৬৬টি পুস্তক পবিত্র শাস্ত্র রূপে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে)

আপনাদের মধ্যে অনেকেই কোনো না কোনো সময়ে লাইব্রেরি পরিদর্শন করেছেন, বড় হোক বা ছোট হোক। আপনার কারো কারো কাছে আপনার বাড়িতে সংগ্রহ করা বইয়ের একটি ছোট নির্বাচনও থাকতে পারে। লাইব্রেরিগুলো লিখিত সাহিত্যের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। আমরা তাদের সারা বিশ্বে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিগত বাড়িতে খুঁজে পাই। সাধারণত, বৃহত্তর লাইব্রেরিতে বইগুলি বিষয় অনুসারে সংগঠিত হয় এবং তারপরে লেখকদের নাম অনুসারে সাজানো হয়। একজন দর্শক স্ট্যাকগুলি অন্বেষণ করতে পারে, ভলিউমের তাকগুলি মুয়াইনা করতে পারে, যা তারা গবেষণার বা তদন্তের বিষয়টির জন্য কার্যকর প্রমাণিত হবে।

আমরা যখন বাইবেল সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন আমরা সাধারণত এটিকে একটি বড় বই বলে মনে করি এবং এটি স্পষ্টতই সত্য। কিন্তু অন্য অর্থে, এটি একটি ছোট লাইব্রেরি যা বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন পটভূমিতে বিভিন্ন মানব লেখকদের দ্বারা লিখিত ৬৬টি বিভিন্ন বইয়ের সমন্বয়ে গঠিত, যার সবকটিই স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত যিনি প্রতিটি শব্দের চূড়ান্ত লেখক।

এই বক্তৃতায়, আমরা পবিত্র শাস্ত্রের ক্যানন বিবেচনা করব। এখন "ক্যানন" শব্দটি একটি গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে যা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত একটি সোজা রডকে নির্দেশ করে। এই রড একটি মান বা আদর্শ হিসাবে পরিবেশিত।শব্দটি তখন পবিত্র শাস্ত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা সকল যুগে বিশ্বাস ও অনুশীলনের জন্য অনুপ্রাণিত মান বা কর্তৃত্বপূর্ণ নিয়ম। সুতরাং আমরা যখন ক্যানন বলি, তখন আমরা বুঝি পুরাতন নিয়মের ৩৯টি বই এবং নতুন নিয়মের ২৭টি বই। বাইবেলের এই ৬৬টি বই ব্যাতিরেকে আর কিছু নেই যাকে আমরা পবিত্র শাস্ত্রের ক্যানন বলি।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পার্থিব পরিচর্যার সময়, ঈশ্বরের লোকেরা পুরাতন নিয়ম শাস্ত্রের সম্পূর্ণ সংগ্রহের অধিকারী ছিল। খ্রীষ্ট এবং প্রেরিত উভয়েই তাদের ঐশ্বরিক কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সেগুলি পড়েছিলেন, সেগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন, মুখস্ত করেছিলেন এবং প্রায়শই প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের উল্লেখ করেছিলেন। প্রেরিতদের সময়ে, নতুন নিয়মের শাস্ত্র সংগ্রহের প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু হয়েছিল। পৌল, অবশ্যই, জানতেন যে তাঁর লেখাগুলি অনুপ্রাণিত হয়েছিল, সেই কারণেই তিনি ১ থিষলনীকিয় ৫:২৭ এ লিখেছেন, আমি তোমাদিগকে প্রভুর দিব্য দিয়া বলিতেছি, সমুদয় ভ্রাতার কাছে যেন এই পত্র পাঠ করা হয়। তিনি কলসীয় ৪:১৬-তেও বলেছেন, "আর তোমাদের মধ্যে এই পত্র পাঠ হইলে পর দেখিও, যেন, লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীতেও ইহা পাঠ করা হয়।" একইভাবে, ২ পীতর ৩:১৫-১৬ তে পিতর, পৌলের লেখাকে পবিত্র "শাস্ত্র" হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু নতুন নিয়মের ঈশ্বর প্রদত্ত বইগুলি ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হচ্ছিল, সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এর কারণ হল ভ্রান্ত শিক্ষকেরা নতুন নিয়মের কিছু বই প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অন্যান্য মিথ্যা শিক্ষকরা নিছক মানব রচনার অনুপ্রাণিত বইগুলিকে প্রচার করছে। এই ত্রুটিগুলি মোকবিলা করার জন্য, মণ্ডলী ঈশ্বরের লোকেদের উন্নতির জন্য নতুন নিয়মের সঠিক বিষয়বস্তু হিসাবে কী স্বীকৃত হয়েছে তা ঘোষণা করার জন্য কাউন্সিলের (মহাসভার/ধর্ম মহাসভার) দ্বারা মিলিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেছিল।

আমরা পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষার উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই প্রথম মডিউলে চালিয়ে যাচ্ছি। আগের বক্তৃতায়, আমরা শাস্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করেছি যা এর অনুপ্রেরণা থেকে প্রবাহিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি এখন আমাদের শাস্ত্রের আদর্শের

বিবেচনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। আমাদের অন্যান্য বক্তৃতাগুলির মতো, আমরা শাস্ত্রীয়ভাবে,শিক্ষাতত্ত্বের দিক থেকে, বৈষম্যগত/বিতর্কগত ভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে ক্যাননের শিক্ষাতত্ত্বটি দেখব।

তাই প্রথমত, আমরা এটিকে শাস্ত্রীয়ভাবে বিবেচনা করব। রোমীয় ৩:১-এ, পৌল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, "তাহলে ইহুদির কী লাভ?" "তাহলে ইহুদীর কী লাভ?" এখন, যদি আপনাকে এই প্রশ্নটি করা হয়, আপনি কীভাবে উত্তর দেবেন? পুরাতন নিয়মের অধীনে ঈশ্বরের লোকেদের কী বিশেষাধিকার ছিল? আরও নির্দিষ্টভাবে, যদি আপনাকে নিজেকে একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, তাহলে আপনি কোন প্রধান সুবিধাটি তুলে ধরবেন? পৌল পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় লেখা ২ পদে মধ্যে উত্তর সরবরাহ করছেন। তিনি বলেছেন, "প্রত্যেকটি উপায়ে: প্রধানত, কারণ তাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী গচ্ছিত করা হয়েছিল।" অভ্রান্ত ভবিষ্যকথক/প্রত্যাদেশ হল ঐশ্বরিক বাণী, উচ্চারণ, ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত। ঈশ্বরের এই প্রত্যাদেশগুলি, যেমন তিনি এগুলিকে বলেন, পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রেকে ইঙ্গিত করে। তাদের উৎস বা মূল হল ঈশ্বর, যেমনটি আমরা অনুপ্রেরণার বক্তৃতায় দেখেছি। কিন্তু ঈশ্বর, শাস্ত্র সরবরাহ করেন, মানুষের কাছে এই ঐশ্বরিক প্রকাশন দিয়েছিলেন। কোন মানুষ কে? বিশেষভাবে, প্রভু তাদের মণ্ডলীর কাছে নিবেদন করেছেন, ঈশ্বরের লোকেদের কাছে, যারা শাস্ত্রের ঐশ্বরিক কর্তৃত্বকে চিনতে এবং তাদের গ্রহণ করতে, তাদের বিশ্বাস করতে এবং তাদের ধরে রেখেছিল।এটা তাদের প্রধান সুবিধা, বা বিশেষাধিকার ছিল যে তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য আছে। এটিতে অবশ্যই কোন লাভ হবে না যদি ঈশ্বর শাস্ত্র সরবরাহ করেন এবং তাঁর লোকেরা তা চিনতে বা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ঈশ্বরের অভিপ্রায় হল মণ্ডলীর জন্য তাঁর সম্পূর্ণ প্রকাশ দান করা এবং সেই শাস্ত্রগুলিতে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে সম্পূর্ণ আস্থা রাখা, যা বিশ্বাস ও অনুশীলনের জন্য তাদের একমাত্র নিয়ম। তাই রোমীয় ৩:১-২-এ পৌলের শব্দগুলি, ঈশ্বরের লিখিত বাক্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং গ্রহণ করার জন্য আমাদের প্রত্যাশাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে যা আমাদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এটি আমাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্রের আদর্শের ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের শাস্ত্রের আদর্শের একটি শিক্ষাতত্ত্বের ওভারভিউ বিবেচনা করতে হবে এবং এখানে আমরা বাইবেল আমাদের জন্য যে আরও বিশদ পার্থক্য এবং বিভাগগুলি প্রদান করে তার কিছু ব্যাখ্যা করবো। তবে সবার আগে, ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি কীভাবে এটি সম্পর্কে কথা বলে তা শোনা যাক। অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদ ২-এ আমরা পড়ি, "পবিত্র শাস্ত্রের নামে, বা লিখিত ঈশ্বরের বাক্য, এখন পুরাতন ও নতুন নিয়মের সমস্ত বই রয়েছে, যা এইগুলি" এবং তারপরে যেসব এসেছে সেই প্রথম অধ্যায়ে পুরাতন নিয়মের ৩৯টি বই এবং নতুন নিয়মের ২৭টি বই তালিকাভুক্ত করে। সুতরাং এটি বাইবেলের পরামিতিগুলিকে ৬৬টি বইয়ের সমন্বয়ে স্বীকৃতি দেয়, কম বা বেশি নয়। তাই ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তিতে একটি সারসংক্ষেপ বিবৃতি আছে।

এখন, আমরা আগের বক্তৃতায় শাস্ত্রের ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের অন্বেষণ করেছি। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে কনফেশনটি অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ ৪-এ এই সম্পর্কে কীভাবে কথা বলে। এতে বলা হয়েছে, "পবিত্র শাস্ত্র কর্তৃত্বধারী, যার জন্য এটিকে বিশ্বাস করা এবং মান্য করা উচিত, তা কোনও ব্যক্তি বা মণ্ডলীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর (যিনি নিজেই সত্য)-এর রচয়িতা: এবং তাই এটি গ্রহণ করা উচিত কারণ এটি ঈশ্বরের বাক্য।" ক্যাননের স্বীকৃতি থেকে ক্যাননের প্রকৃতিকে আলাদা করতে হবে। অন্য কথায়, ক্যানন সহজাতভাবে কর্তৃত্বপূর্ণ। মানুষের বা মণ্ডলীর দ্বারা ক্যাননের স্বীকৃতি এটিকে কর্তৃত্বপূর্ণ করে না। এখন এটি সত্য কারণ শুধুমাত্র ঈশ্বরই নিজেকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, যেমনটি উদাহারণ স্বরূপ আমরা যোহন ৫:৩৮-৩৯-এ দেখতে পাই।

এটি আমাদের ক্যানোনিসিটি (৬৬টি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির প্রক্রিয়া) সম্পর্কিত সবচেয়ে মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে নিয়ে যায়, যা হল: ক্যাননটি স্ব-প্রমাণিত। সুতরাং ক্যাননটি নিজেই প্রমাণিত, খাঁটি এবং কর্তৃত্বপূর্ণ। এই পয়েন্টটি সেই উপাদান দ্বারা শক্তিশালী হয় যা আমরা শাস্ত্রের স্ব-পরীক্ষার প্রকৃতির উপর পূর্ববর্তী বক্তৃতায় দেখেছি। আত্মার সাক্ষ্যের সাহায্যে বিশ্বাসীকে বাইবেলের বইগুলির ঐশ্বরিক কর্তৃত্বকে চিনতে আহ্বান করা হয়, কিন্তু মানুষরা তা স্বীকার করুক বা না করুক সেই বইগুলি কর্তৃত্বপূর্ণ।

উপরন্তু, নতুন নিয়মের ক্যাননের স্ব-প্রমাণিত প্রকৃতিকে আরও বেশি মানদণ্ড দ্বারা শক্তিশালী করা

হয়েছে এবং এতে অ্যাপোসটলিসিটি (প্রেরিত অনুমোদিত/স্বীকৃত)-কে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; অর্থাৎ, প্রতিটি বই একজন প্রেরিত দ্বারা বা তাঁর অধীনে লিখতে হয়েছিল। আমরা কেন এটা বিশ্বাস করি? কারণ খ্রীষ্ট ধর্ম শাস্ত্র প্রদান করার জন্য প্রেরিতদের ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মনে করুণ তাঁর পরিচর্যার শেষের দিকে, উদাহরণস্বরূপ, যোহন ১৪ এবং ১৬-এ,আমরা তাঁকে এই বিষয়ে কথা বলতে দেখি। তা স্পষ্ট, যোহন ২১:২৪-এ যোহন লিখছেন, তিনি বলেছেন, "সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন, এবং এই সকল লিখিয়াছেন; আর আমরা জানি, তাঁহার সাক্ষ্য সত্য।" পৌল ইফিষীয় ৩:৫ যেখানে তিনি এই বলে এটি নিশ্চিত করেন যে, "বিগত পুরুষপরম্পরায় সেই নিগূঢ়তত্ত্ব মনুষ্যসন্তানদিগকে এইরূপে জ্ঞাত করা যায় নাই, যেরূপে এখন আত্মাতে তাঁহার পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদিগণের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে।" মণ্ডলী প্রেরিত এবং ভাববাদীদের ভিত্তির উপর নির্মিত, যেমনটি আমরা ইফিষীয় ২:২০ পদে দেখতে পাই, কারণ ঐশ্বরিকভাবে নিযুক্ত পদ, প্রেরিত এবং ভাববাদী, ঈশ্বরের দ্বারা দেওয়া হয়েছিল আমাদের ক্যাননের সম্পূর্ণতা প্রদান করার জন্য, বাকিগুলির নতুন নিয়মের বইগুলির সাথে। এটি আমাদের সেই ভিত্তি দেয় যার উপর মণ্ডলী নির্মিত। এই কারণেই এটি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে একটি নিশ্চিতকরণ থাকা যে নতুন নিয়মের বইগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রেরিতদের দ্বারা লিখিত ছিল, যা এগুলি লেখার দাবি করে। এই কারণেই পৌল বলেছেন, উদাহরণস্বরূপ, ২ থিষলনীকীয় ৩:১৭-এ, "এই মঙ্গলবাদ আমি পৌল স্বহস্তে লিখিলাম" যা প্রতিটি চিঠিতে চিহ্ন স্বরূপ– "তাই আমি লিখছি।" তিনি কী করছিলেন? তিনি থিষলনীয়ের মণ্ডলীকে নিশ্চিত করছেন যে এটি আসলেই একটি চিঠি যা তাঁর দ্বারা লিখিত হয়েছে, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল,ঠিক যেমন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সাধারণভাবে মণ্ডলীও বুঝেছিল, এটি ছিল সেই প্রেরিতগণ যাদের ঈশ্বর তাঁর পবিত্র শাস্ত্র লিখতে অনুপ্রাণিত করে ব্যবহার করবেন যেন তা মণ্ডলীরা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু আরো আছে, নতুন নিয়ম-ক্যাননের স্ব-প্রমাণিত প্রকৃতিও এর বিষয়বস্তু, এর অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু দ্বারা শক্তিশালী হয়। নতুন নিয়মের বইগুলি অবশ্যই স্ব-সংগতিপূর্ণ এবং বাইবেলের অন্যান্য অংশের শিক্ষার সাথে একমত এবং একই উচ্চ আধ্যাত্মিক চরিত্রের যা আমরা সামগ্রিকভাবে বাইবেলে দেখি। বইয়ের মধ্যেই এর নিশ্চিতকরণের নতুন নিয়ম জুড়ে আমাদের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, আপনি মনে করুণ, নতুন নিয়মের শেষ বই এবং এর প্রথম পদ। প্রকাশিত বাক্য ১:১ বলে, "যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য, ঈশ্বর যাহা তাঁহাকে দান করিলেন, যেন তিনি, যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে,সেই সকল আপন দাসগণকে দেখাইয়া দেন; আর তিনি নিজের দূত প্রেরণ করিয়া আপন দাস যোহনকে তাহা জ্ঞাত করিলেন।" বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যেই আমরা যা বর্ণনা করেছি তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই একই বই, প্রকাশিত বাক্য, এই শব্দগুলির সাথে শেষ হয়, ২২:১৮-১৯ -এ, "যাহারা এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল শুনে, তাহাদের প্রত্যেক জনের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে এই গ্রন্থে লিখিত আঘাত সকল যোগ করিবেন; আর যদি কেহ এই ভাববাণী-গ্রন্থের বচন হইতে কিছু হরণ করে, তবে ঈশ্বর এই গ্রন্থে লিখিত জীবন-বৃক্ষ হইতে ও পবিত্র নগর হইতে তাহার অংশ হরণ করিবেন।" প্রভু বলছেন যে তিনি তাঁর প্রেরিতদের মাধ্যমে আমাদের যা কিছু প্রদান করেছেন তা থেকে আমরা যেন কিছু যোগ বা বিয়োগ না করি। সুতরাং আপনি শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে এই সূচকগুলি দেখতে পাচ্ছেন। এখন, অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আরও কয়েকটি ২ থিষলনীকীয় ২:১৫, ৩:১৪; ১ করিন্থীয় ২:১২-১৩ এবং সেইসাথে ১৪:৩৭ অন্তর্ভুক্ত, আমরা অনেকগুলি, অনেকগুলি, আরও অনেককে তালিকাভুক্ত করতে পারি।

উপরন্তু নতুন নিয়মে স্ব-প্রমাণিত প্রকৃতি মণ্ডলীর দ্বারা এর সর্বজনীন অভ্যর্থনাকে আরও ব্যাখ্যা করে। সুতরাং, এই বক্তৃতার শুরুতে আমরা যা বলেছিলাম তা আবার চিন্তা করুন। যেমনটি আমরা রোমীয় ৩:২-এ দেখেছি, ঈশ্বর শাস্ত্রকে এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে দান করেছেন যা সেগুলিকে গ্রহণ করার জন্য গঠন করা হয়েছে, যথা, মণ্ডলী, আর তাই সেগুলি অবশ্যই মণ্ডলীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা উচিত। এটি নতুন নিয়মের সাধুদের এবং পুরাতন নিয়মে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সত্য ছিল। পৌল পুরাতন নিয়মকে পবিত্র "শাস্ত্র" হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আমাদের প্রভু সুসমাচারে জন্যও একই কাজ করেন। তিনি তিমথির উত্থাপিত হওয়ার কথা বলেছেন এবং পুরাতন নিয়মের বাক্য উল্লেখ করে তার যৌবনকাল থেকে পবিত্র "শাস্ত্র" শেখার কথা

বলছেন। এই সাক্ষ্য, অবশ্যই, নতুন নিয়মের বাকি নতুন নিয়মের জন্য। আর নতুন নিয়মের কিছু অংশের অনেক, অনেক উদাহরণ রয়েছে যেগুলি নতুন নিয়মের অন্যান্য অংশকে শাস্ত্র হিসাবে উল্লেখ করে।

২ পিতর ৩:৩-এ, আপনার কাছে আমাদের দেওয়া শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে এবং তারপর সেই অনুচ্ছেদটি আসলে পরে যিহুদা দ্বারা উদ্ধৃত করা হয়েছে। আপনি ২ পিতর ৩:১৬ দেখতে পারেন; এখানে তুলনা করার জন্য যিহুদা পদ ১৭ এবং ১৮ দেখুন। এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এইগুলির একটি তালিকা সংকলন করা আপনার জন্য এক সহায়ক এবং সংশোধনকারী অধ্যয়ন হবে। কিন্তু এটি ব্যাখ্যা করে কেন ক্যাননটি ঐতিহাসিকভাবে ঈশ্বরের সংরক্ষণে স্থির হয়েছিল,সেই সঙ্গে মণ্ডলীও সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত নতুন নিয়ম শাস্ত্রকে স্বীকৃতি দেয়। এটি এরকম হতে হবে। ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে নতুন নিয়মের সেই ২৭টি বই দিয়েছেন। সেগুলি তাদের সার্বজনীনভাবে ঈশ্বরের লোক রূপে গ্রহণ করতে এবং চিনতে হয়েছিল। এটি, অবশ্যই ঠিক এটিই উন্মোচিত হয়েছে, যেমনটি আমি বলি-ঈশ্বরের সরবরাহ।

তাই আমাদের কাছে বাইবেলের নীতির কিছু উপাদান রয়েছে যা ক্যাননের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। আমরা স্বীকার করি, প্রথমত,এটি স্ব-প্রমাণিত; অর্থ হল এটি প্রামাণিক বা আসল, নিজের থেকে প্রামাণিক বলে বিবেচিত হয়। এটি প্রেরিত সাক্ষ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এবং এটি নতুন নিয়মের বইগুলির বিষয়বস্তুতে এবং এটি ঈশ্বরের লোকেদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে সবাই এর সাথে একমত। তাই তৃতীয়ত, আমাদের কিছু প্রাথমিক যুক্তি বিবেচনা করতে হবে এবং উত্তর দিতে হবে যা পবিত্র শাস্ত্রের আদর্শকে আক্রমণ করে। এই শিক্ষাতত্ত্বের বিতর্কিত বিবেচনা এবং এটি নিশ্চিত করবে যে আমরা এই ত্রুটিগুলিকে খণ্ডন করতে এবং শাস্ত্রের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে সজ্জিত।

ঠিক আছে,প্রথম যে জিনিসটি আমাদের বিবেচনা করতে হবে তা হল রোমান ক্যাথলিক শিক্ষাতত্ত্ব, বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষাতত্ত্ব এবং প্রোটেস্ট্যান্ট শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য। তাই রোমান ক্যাথলিকের মধ্যে, তারা একটি দ্বৈত কর্তৃত্ব বজায় রাখে: মণ্ডলী তার সমস্ত পরম্পরার সাথে কর্তৃত্বে রয়েছে এবং শাস্ত্রেরও কর্তৃত্ব রয়েছে আর এই দুটিই সহ-কর্তৃত্ব ধরে। প্রকৃতপক্ষে, এর চেয়েও খারাপ, তাদের তৈরি করা বা তারা সমতুল্য বলে অভিযোগ করা, মণ্ডলী এবং মণ্ডলীর পরম্পরাকে বাইবেলের উপরে তুলে ধরে। অন্যদিকে, প্রোটেস্ট্যান্টরা শুধুমাত্র শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বকে ধরে রাখে যে, একমাত্র বাইবেলই বিশ্বাস ও অনুশীলনের জন্য আদর্শ; এটির একা ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব আছে; সবকিছু শাস্ত্রের অধীন এবং ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরীক্ষা হবে।

তাহলে এটা কিভাবে ক্যানোনিসিটির শিক্ষাতত্ত্বকে প্রভাবিত করে? ঠিক আছে, রোমান ক্যাথলিকরা আসবে এবং বলবে যে তারা সেই মণ্ডলী যে আপনাকে বাইবেল দিয়েছে। আপনি এখানে ধারণাটি বুঝতে পারেন– তারা মণ্ডলীকে একটি কর্তৃত্বের অবস্থান হিসাবে দেখে এবং তারাই আপনাকে বাইবেল দেয়। ঠিক আছে, অন্যদিকে প্রোটেস্ট্যান্টরা বলে, না, মণ্ডলী স্ব-প্রমাণিত ক্যাননকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু মণ্ডলী সেই ক্যানন তৈরি করেনি। অন্য কথায়, বাইবেল প্রথমে আসে, তারপর মণ্ডলী, যা আসলে বাইবেল থেকে জন্ম নেয়। একইভাবে, রোমান ক্যাথলিকরা বলবে আপনি জানেন যে মণ্ডলী হল শাস্ত্রের জননী, চিত্রটি বাইবেলের জন্মদানকারী মায়ের, আবার মণ্ডলীকে বাইবেলের উপরে তুলে ধরে। যেখানে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং বাইবেল নিজেই আমাদের শেখায় যে মণ্ডলী হল বাইবেলের সেবক, এর উপরে নয় বরং এর অধীনে; আমরা হলাম পবিত্র শাস্ত্রের দাস।

রোমান ক্যাথলিকরা শেখায় যে মণ্ডলীর অভ্রান্ত ব্যাখ্যা রয়েছে। বাইবেল কী বলে এবং বাইবেলের অর্থ কী আপনাকে তা জানাতে হবে এবং তাই মণ্ডলী সেই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। তাই ইতিহাসে এমন কিছু সময় এসেছে যখন তারা বলেছিল, "আমরা সারিতে দাঁড়ানো লোকদের, ঈশ্বরের লোকদের, বাইবেল দিতে পারি না কারণ তারা জিনিসগুলিকে জগাখিচুড়ি করে ফেলবে, তাই না? বাইবেল যা বলে তা নিয়ে তারা কী ভাববে তা আমাদের তাদের বলতে হবে।" আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি বাইবেলের উপর মণ্ডলীর অধিকারকে উন্নীত করার মাধ্যমে কীভাবে প্রবাহিত হয়। প্রোটেস্ট্যান্টরা যে বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্ব ধারণ করে তা হল কোন ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নেই। তাই ২ পিতর ১:২০-২১, "প্রথমে এটা জেনে রাখা যে, ধর্মগ্রন্থের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী

কোনো ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নয়। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী মানুষের ইচ্ছায় পুরানো সময়ে আসেনি"– দেখুন, এটি গির্জা নয় যে এটি তাদের নিজের থেকে উদ্ভূত হয়েছে, "প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়; কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই।" তাই বাইবেলের কর্তৃত্বের উপর মণ্ডলীকে উন্নীত করার ক্ষেত্রে রোমান ক্যাথলিক চার্চের ত্রুটিগুলি চিনতে সক্ষম হওয়া এই বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করার প্রথম পরিসর।

তবে দ্বিতীয়টি রয়েছে যা আমরা বিবেচনা করতে পারি এবং সেটি হল অ্যাপোক্রিফা (এমন বইগুলি যা ৬৬টি আনুষ্ঠানিক পুস্তকের বহির্ভূত)। অ্যাপোক্রিফা ক্যানোনিসিটির চিহ্নগুলির একটি সহায়ক পরীক্ষার ক্ষেত্র প্রদান করে। এখন যখন আমি বলি "অ্যাপোক্রিফা" বা "অ্যাপোক্রিফাল বই," আমরা সেই বইগুলির সংগ্রহের কথা উল্লেখ করছি যা রোমান ক্যাথলিক বাইবেলের মধ্যে পুরাতন এবং নতুন নিয়মের শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহলে এগুলি কোথা থেকে এল? অ্যাপোক্রিফাল বইগুলি পুরাতন নিয়ম সম্পূর্ণ হওয়ার পরে লেখা হয়েছিল,তা হল মালাখির ভবিষ্যদ্বাণীর পরে। সেই চারশো বছরের মধ্যবর্তী সময়ে, এই বইগুলি এসেছিল– সেগুলি তৈরি করা হয়েছিল এবং তারপরে আমরা অবশ্যই সুসমাচারের বইগুলিতে আসি, তারপরে আমাদের কাছে নতুন নিয়ম শাস্ত্র আছে। তাই রোমান ক্যাথলিকদের বাইবেলে থাকা বইগুলির এই মধ্যম সময়ের সংগ্রহকে অ্যাপোক্রিফা বলা হয়। এখন এই বিষয়ে ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন কী বলে? অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ ৩, এটি বলে, "যে বইগুলিকে সাধারণত অ্যাপোক্রিফা বলা হয়, সেগুলি ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণারহীন, শাস্ত্রের ক্যাননের বহির্ভূত; সেইজন্য ঈশ্বরের মণ্ডলীর উপর এর কোন কর্তৃত্ব নেই, বা অন্য কোনভাবে অনুমোদিত হওয়ার বা ব্যবহার করা হয়েছে,অন্যান্য মানব রচনার মত।" সুতরাং এটি প্রোটেস্ট্যান্টরা অ্যাপোক্রিফা সম্পর্কে যা বিশ্বাস করে তার সারাংশ।

এখন, আসুন আমরা দ্বিতীয় পয়েন্টের অধীনে যে শিক্ষাগুলিকে প্রতিফলিত করেছিলাম সেগুলির মাধ্যমে আবার চিন্তা করি এবং সেই বাইবেলের মান দ্বারা অ্যাপোক্রিফা পরীক্ষা করি। ঠিক আছে, প্রথমত, আমাদের উপসংহারে আসতে হবে যে অ্যাপোক্রিফা স্ব-প্রমাণিত নয় এবং এটি পরবর্তীতে জন্ম নিয়েছে;বা আত্মার সাক্ষ্য দ্বারা এটি নিশ্চিত হয়নি। বিস্তারিত কিছু লক্ষ্য করুন। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, অ্যাপোক্রিফা ভাববাদী বা প্রেরিতদের দ্বারা রচিত হয়নি। এখন আমরা দেখেছি যে এটি একটি মানদণ্ড– ভাববাদী দ্বারা প্রদত্ত পুরাতন নিয়ম শাস্ত্র, প্রেরিত এবং ভাববাদীদের দ্বারা প্রদত্ত নতুন নিয়ম। এই বইগুলি ভাববাদী এবং প্রেরিতদের দ্বারা রচিত নয়, যার অর্থ তারা বাইবেল নিজে আমাদের জন্য যে মানদণ্ড প্রদান করে তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয়ত, অ্যাপোক্রিফাল বইগুলি পড়ার সময়, আপনি লক্ষ্য করবেন যে সেগুলি কতটা পরস্পরবিরোধী। সেগুলি নিজেদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, পবিত্র শাস্ত্রের অন্য কোথাও শেখানো শিক্ষা এবং সত্যের বিন্দুতেও সেগুলি পরস্পরবিরোধী। প্রকৃতপক্ষে, অ্যাপোক্রিফার এমন কিছু অংশ রয়েছে যা সম্পূর্ণ গল্প-কাহিনী-যা কাল্পনিক। সুতরাং বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাইবেল আমাদের যে মান দেয়, তার তুলনাও অ্যাপোক্রিফার ব্যর্থ।

তারপরে অবশেষে, অ্যাপোক্রিফা সর্বজনীনভাবে মণ্ডলীর দ্বারা গৃহীত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, ইহুদিরা এগুলিকে শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেনি, প্রেরিতরা তাদের উদ্ধৃতি দেয়নি এবং আদি মণ্ডলী সেই প্রথম কয়েক শতাব্দীতে তাদের পুনরায় গ্রহণ করেনি। তাই অ্যাপোক্রিফা ক্যানোনিসিটির মান পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এখানে আমাদের আরও একটি উদাহরণ রয়েছে যেটি বিতর্কিতভাবে ক্যানোনিসিটি মতবাদের ব্যবহার।

তবে চতুর্থ এবং শেষ কথা, আমাদের এটিকে বাস্তবিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। শাস্ত্রের ক্যানন বিবেচনা করে, আমরা নিজেদের জন্য কিছু ব্যবহারিক প্রভাব তুলে ধরতে পারি, মাত্র কয়েকটি। তাই ক্যানোনিসিটির এই মতবাদ শাস্ত্রের একটি উচ্চ এবং পবিত্র সম্মানের দিকে পরিচালিত করে। বাইবেল এবং শুধুমাত্র বাইবেল, এমনকি নিজের জন্য প্রামাণিক মান প্রদান করে। ক্যাননের স্ব-প্রমাণিত প্রকৃতি বলতে আমরা এটাই বুঝি। একমাত্র ঈশ্বরই নিজের পক্ষে কথা বলতে পারেন। দানিয়েল ৪:৩৫-এর কথাগুলি চিন্তা করুন, "আর পৃথিবীনিবাসিগণ সকলে অবস্তুবৎ গণ্য; তিনি স্বর্গীয় বাহিনীর ও পৃথিবীনিবাসীদের মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন; এবং এমন কেহ নাই যে, তাঁহার হস্ত থামাইয়া দিবে, কিম্বা তাঁহাকে বলিবে, তুমি কি

করিতেছ?" তাই ক্যাননের এই শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের শাস্ত্রের জন্য একটি উচ্চ এবং পবিত্র সম্মান দেয়।

দ্বিতীয়ত,আমাদের কাছে একটি পবিত্র বাইবেল আছে, যেটি অন্য সব বই থেকে আলাদা এবং নিখুঁত বিশুদ্ধ। তাই, বাইবেলের এই ৬৬টি পুস্তকে কিছু যোগ করা বা সরিয়ে নেওয়া প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের অবশ্যই যত্ন নিতে হবে। আমরা দ্বিতীয় বিবরণ ১২:৩২-এ পড়ি, "আমি যে কোন বিষয় তোমাদিগকে আজ্ঞা করি,তোমরা তাহাই যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে; তুমি তাহাতে আর কিছু যোগ করিবে না এবং তাহা হইতে কিছু হ্রাস করিবে না।" এটির প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ২২-এর শেষের সেই উদ্ধৃতিতে আমরা আগে যা দেখেছিলাম তার সাথে খুব মিল রয়েছে। অন্য কথায়, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে ভয় করতে হবে। যিশাইয় ৬৬:২ বলে, "কিন্তু এই ব্যক্তির প্রতি, অর্থাৎ যে দুঃখী, ভগ্নাত্মা ও আমার বাক্যে কম্পমান, তাহার প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব।" এটি ঈশ্বরের ভয়ের বর্ণনামূলক প্রকাশ, যা বাইবেলকে একটি পবিত্র বাক্য হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমাদের দিয়েছেন। আমাদের এটি সংরক্ষণের বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত, এটি থেকে যোগ বা বিয়োগ করে লোকেদের এটির সাথে মেরামতি করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

তৃতীয়ত, ক্যানোনিসিটির শিক্ষাতত্ত্বের বোধগম্যতা ঈশ্বরের বাক্যে আস্থা তৈরি করে। বিশ্বাসী নিশ্চিত হতে পারে– একেবারে নিশ্চিত হতে পারে– যে তাদের বাইবেল ঐশ্বরিক প্রকাশন প্রদান করে যা ঈশ্বর তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর মণ্ডলীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখন এমন অনেক অবিশ্বাসী থাকবে যারা আসবে এবং এই প্রশ্ন করবে এবং বলবে, "আচ্ছা, প্রথম শতাব্দীতে প্রচুর বই লেখা হয়েছিল এবং আমরা কীভাবে জানব? হয়তো আমরা বইগুলো ভুল পেয়েছি; হয়ত এমন কিছু আছে যেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত সেগুলি করা হয়নি এবং অন্যগুলি যা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয় সেগুলি করা হয়েছে।" সব ধরণের বিভ্রান্তি রয়েছে এবং এটি কিছু বিশ্বাসীদের মধ্যে তাদের আস্থা কেড়ে নেওয়ার প্রবণতা উৎপন্ন করতে পারে, বা শাস্ত্রের প্রতি তাদের আস্থা নাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ক্যানোনিসিটির শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়ন সেই বিষয়ের উপরই কেন্দ্রিত, তাই না? এটি নিজেই আমাদের শিকড়গুলিকে শাস্ত্রের গভীরে প্রেরণ করে, আমাদের নিজের হৃদয় ও মনে এই সত্যকে দৃঢ় করে যে এই পবিত্র বাইবেলটি এর ৬৬টি বই সহ প্রকৃতপক্ষে পবিত্র শাস্ত্রের সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত ক্যানন।

এই বক্তৃতায়, আমরা শাস্ত্রের প্রামাণিকতা বিবেচনা করেছি– যে বাইবেল শুধুমাত্র ৬৬টি অনুপ্রাণিত পুস্তক, ৩৯টি পুরাতন নিয়মে, ২৭টি নতুন নিয়মে রয়েছে। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা ক্যানন সংরক্ষণের পাশাপাশি বাইবেলের নীতিগুলিও বিবেচনা করবো যা বিভিন্ন ভাষায় শাস্ত্রের অনুবাদ নিয়ন্ত্রণ করে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ১ – বক্তৃতা ৮

শাস্ত্রের সংরক্ষণ এবং অনুবাদ

এমন কিছুর মালিকানা কল্পনা করুন যা আপনি খুব বিশেষ বলে মনে করেন, যদিও এটির অনেক আর্থিক মূল্য থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। এটি কিছু সাধারণ হতে পারে,সম্ভবত এমন কিছু যা আপনার পরিবারে কয়েক প্রজন্ম ধরে ছিল। এরকম একটি বিশেষ বিশেষ বস্তু থাকলে তার সঙ্গে আপনি কী করবেন? আপনি এটির সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবেন? আপনি অবশ্যই আপনার মালিকানাধীন অন্যান্য সাধারণ বস্তুর মতো এটি পরিচালনা করবেন না। আপনি এটি এমন জায়গায় রাখবেন না যেখানে এটি হারিয়ে যেতে পারে বা চুরি হতে পারে এবং এমন জায়গায় রাখবেন না যেখানে এটি ছিঁড়ে যেতে পারে বা ভেঙে যেতে পারে। আপনি এটা রক্ষা করবেন। তাই না! কিন্তু কেন? কারণ আপনি এটি সংরক্ষণ করতে চান, এটি রাখতে চান, এমনকি আপনি মারা গেলে এটি অন্য কারো কাছে হস্তান্তরও করতে চান।

সমগ্র পৃথিবীতে বাইবেলের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। কেউ এটিকে স্বয়ং ঈশ্বরের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে মনে করে না। সর্বোপরি, এটি তাঁর নিজের বাক্য। তিনি করুণার সাথে শাস্ত্র দিয়েছিলেন মানুষকে নির্দেশ দিতে এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য, তাঁর লোকেদের পরিত্রাণ ও উন্নতির দিকে নিয়ে যান। কিন্তু এটা শুধুমাত্র তাদের জন্য নয় যারা প্রথম শাস্ত্র গ্রহণ করেছিল। যীশু যোহন ১৭:২০-এ যা বলেছিলেন তা মনে রাখবেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন তাঁর বাক্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এবং তিনি এটিকে সারা বিশ্বের প্রতিটি উপজাতি ও দেশে নিয়ে যাওয়ারও ইচ্ছা করেছিলেন। মথি ২৮:১৯-এ, তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "অতএব তোমরা যাও এবং...শিক্ষা দাও।" এর জন্য দুটি জিনিস প্রয়োজন; প্রথমত, শাস্ত্রকে সংরক্ষিত করতে হবে যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত এটি যেতে পারে। ঈশ্বর কেবল প্রাথমিকভাবে তাঁর অনুপ্রাণিত বাক্যই দেননি, তবে তিনি নিজেও তাঁর সংরক্ষণ দ্বারা নির্ধারিত করেছেন যে এটি সব যুগে সংরক্ষিত এবং বিশুদ্ধ রাখা হবে। দ্বিতীয়ত, সমগ্র শাস্ত্রটি এর মূল ভাষা থেকে সারা বিশ্বের মানুষের ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।

এই বক্তৃতায়, আমরা এই দুটি সম্পর্কিত বিষয় বিবেচনা করবো– সমস্ত সময় জুড়ে শাস্ত্রের সংরক্ষণ এবং অন্যান্য ভাষায় শাস্ত্রের অনুবাদ। আপনি জানেন যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই প্রথম মডিউলে, আমরা পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে প্রথম নীতির শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছি। আগের বক্তৃতায়, আমরা শাস্ত্রের ক্যানন বিবেচনা করেছি। ঈশ্বর ক্যাননে ৬৬টি ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত পুস্তকগুলির একটি সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত সংগ্রহ প্রদান করেছেন, যেগুলি নিয়ে আমাদের বাইবেল গঠিত।এই বক্তৃতায়, আমরা সেই বাইবেলের সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ সম্পর্কে আমাদের কী বিশ্বাস করতে হবে তা অধ্যয়ন করবো। আমাদের অন্যান্য বক্তৃতার মতো, আমরা এটিকে শাস্ত্রীয়ভাবে, শিক্ষাতত্ত্বভাবে, বিতর্কিতভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে দেখবো।

তাই প্রথমত, আমরা শাস্ত্রীয়ভাবে পরিচয় করিয়ে দেব। গীতসংহিতা ১২:৬-৭-এ,আমরা গান করি, "সদাপ্রভুর বাক্য সকল নির্ম্মল বাক্য; তাহা মৃত্তিকার মুচিতে খাঁটী করা রৌপ্যের তুল্য, সাত বার পরিষ্কৃত রৌপ্যের তুল্য। হে সদাপ্রভু, তুমিই তাহাদিগকে রক্ষা করিবে, চিরতরে এই কালের লোক হইতে উদ্ধার করিবে।" এই পাঠ্যটি আমাদের শেখায় যে ঈশ্বরের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বাক্য। আমরা শাস্ত্রের অনুপ্রেরণা উপর আমাদের আগের বক্তৃতা এটি দেখেছি। কিন্তু আমাদেরকে এটাও বলা হয়েছে যে ঈশ্বর অবশ্যই এই বাক্যগুলিকে তাদের বিশুদ্ধতায় ধরে রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন। লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বর নিজেই তাঁর নিজের বাক্য রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্যই, একমাত্র তাঁরই ক্ষমতা ও শক্তি রয়েছে তাঁর অনুগ্রহে শাস্ত্রের

সংরক্ষণ নিশ্চয় করতে পারেন। যদি এটি শুধুমাত্র মানুষদের দুর্বল এবং ভঙ্গুর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে বাইবেল নষ্ট বা হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের সেরকম কোনো উদ্বেগ নেই। যুগে যুগে বাইবেলের সংরক্ষণ তাদের সর্বশক্তিমান প্রভুর হাতে।

যেহেতু বাইবেলের প্রতিটি শব্দই শুদ্ধ,তাই এর অনুবাদের প্রতি সতর্ক মনোযোগ দিতে হবে। ১ করিন্থীয় ২:১৩-এ পৌল যা বলেছেন তা আবার মনে রাখুন, "আমরা সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক শিক্ষানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা কহিতেছি; আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত যোগ করিতেছি।" লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বর শুধুমাত্র অনুপ্রাণিত ধারণা বা চিন্তা প্রদান করেন না, কিন্তু আত্মা-পরিপূর্ণ বাক্য প্রদান করেন।এটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে গালাতীয় ৩:১৬-এ, পৌল পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং বহুবচনের পরিবর্তে একবচনে থাকা একটি শব্দের মধ্যে পার্থক্যের উপর তার পুরো যুক্তি তৈরি করেছেন। তাই এটি গুরুত্বপূর্ণ যে মূল হিব্রু পুরাতন নিয়ম এবং গ্রীক নতুন নিয়ম সম্পর্কে যে আমরা অনুপ্রাণিত পাঠ্যের বিবরণগুলিকে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করার সময় তাদের সুরক্ষার দিকে মনোযোগ দিই। গীতসংহিতা ১২:৬-৭ বাইবেলের একটি উদাহরণ হিসাবে কাজ করে যা বাইবেলের সংরক্ষণ সম্পর্কে আমরা কী ভাববো এবং কীভাবে এর অনুবাদের কাছে যেতে হবে তার জন্য আমাদের প্রত্যাশা নির্ধারণ করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে শাস্ত্র নিজেই আমাদের এই বিষয়ে নির্দেশ দেয় এবং এগুলি কোন জগতের ধারণা নয়। আমাদের অবশ্যই বাইবেল থেকে প্রমাণ করতে হবে যে আমাদের শাস্ত্রের অনুবাদগুলি আমাদের নির্ভরতার ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত, আমাদের শাস্ত্রের সংরক্ষণ ও অনুবাদের একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক ওভারভিউ বিবেচনা করতে হবে। অন্যান্য বক্তৃতাগুলির মতো, এখানে আমরা বাইবেল আমাদের জন্য যে আরও বিশদ পার্থক্য এবং বিভাগগুলি সরবরাহ করে তার কিছু ব্যাখ্যা করবো। আমরা আবারও ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুরু করবো এবং এবার অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ ৮, যা আমরা আলোচনা করছি সেই দুটি বিষয়কে আলোচনা করে। এখানে ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ ৮ কী বলে: "ইব্রিয় ভাষায় পুরাতন নিয়ম (যা পুরাতন ঈশ্বরের লোকদের স্থানীয় ভাষা ছিল) এবং গ্রীক ভাষায় নতুন নিয়ম (যা লেখার সময় এটির,সাধারণত জাতিগুলির কাছে পরিচিত ছিল), অবিলম্বে ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তার একক যত্ন এবং সংরক্ষণের দ্বারা সমস্ত যুগে বিশুদ্ধ রাখা হয়েছে, তাই প্রামাণিক "-প্রমাণিত, কর্তৃত্বপূর্ণ-" যেমন, ধর্মের সমস্ত বিতর্কে, অবশেষে মণ্ডলী তাদের প্রতি অভিযোগ করতে পারে। কিন্তু, যেহেতু এই আদি ভাষাগুলি ঈশ্বরের সকল লোকেদের কাছে পরিচিত নয়, যাদের অধিকার আছে এবং শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ রয়েছে এবং ঈশ্বরের ভয়ে তাদের পড়তে এবং অনুসন্ধান করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাই তাদের অনুবাদ করা উচিত হয়ে পড়ে; প্রতিটি স্থানীয় জাতির ভাষায় যে ভাষা তারা বলে, যেন ঈশ্বরের বাক্য সকলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বাস করে, তারা গ্রহণযোগ্য উপায়ে তাঁর উপাসনা করতে পারে এবং ধৈর্য এবং শাস্ত্রের সান্ত্বনার মাধ্যমে আশা থাকতে পারে।

এটি একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ, তবে এটি সংরক্ষণ এবং অনুবাদ উভয় বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার বলে দেয়। আমাকে কিছু বাক্যাংশের তুলে ধরতে দাও যা এই অনুচ্ছেদের মধ্যে রয়েছে। প্রথমত, বিশেষ করে লক্ষ্য করুন সংরক্ষণের বিষয়ে, সংরক্ষণের শিক্ষাতত্ত্ব, এটি বলে, "এবং তাঁর একক যত্ন এবং সংরক্ষণের দ্বারা সমস্ত যুগে তা বিশুদ্ধ রাখা হয়েছে।" ঈশ্বর আধ্যাত্মিকভাবে শাস্ত্রের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করেছেন সর্বত্র। দ্বিতীয়ত,অনুবাদের ক্ষেত্রে এটি বলে, "সেগুলিকে জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হবে"– যার অর্থ সাধারণ ভাষা, বা সাধারণ স্থানীয় মাতৃভাষা– "সেই প্রতিটি জাতির ভাষায় যাদের কাছে এটি দেওয়া হয়।" তাই ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন থেকে আমাদের জন্য একটি সহায়ক সারাংশ রয়েছে।

এই দুটি বিষয়, সংরক্ষণ এবং অনুবাদ উভয়ই বাইবেলের প্রতিটি সংস্করণের মূল্যায়নে দুটি মৌলিক বিষয়কে প্রতিফলিত করে। প্রথমত, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে অন্তর্নিহিত পাণ্ডুলিপিগুলি, বিশেষ করে গ্রীক নতুন নিয়মের পাণ্ডুলিপিগুলি যেগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলি সঠিক, বা ঈশ্বর প্রদত্ত আমাদের-খাঁটি পাঠ্য। দ্বিতীয়ত, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে অনুবাদের দর্শনটি সঠিক এবং নির্ভুল। তাই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে আমাদের কাছে ঈশ্বরের দেওয়া প্রামাণিক পাঠ্য রয়েছে এবং

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা নির্ভুলতার জন্য উদ্বিগ্ন।

পবিত্র শাস্ত্রের সংরক্ষণ সম্পর্কে একটু বেশি চিন্তা করা যাক। এখন, আপনি আবার মনে রাখবেন, কলসীয় ৪:১৬ -এ পৌল বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এই পত্র"– কলসীয়ানদের চিঠি– "পাঠ হইলে পর দেখিও, যেন, লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীতেও ইহা পাঠ করা হয়।" তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং মণ্ডলী বুঝতে পেরেছিল যে, তিনি যা লিখছেন তা শাস্ত্র এবং তাই এটি শুধুমাত্র একটি জায়গা এবং কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। এটি অন্য কোথাও দেওয়া দরকার ছিল; এটা প্রয়োজন, প্রকৃতপক্ষে, সর্বত্র দেওয়া হবে। তাই শাস্ত্রগুলি খ্রীষ্টের মন্ডলীকে গ্রহন করার জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর বিশ্বস্ত হস্তান্তরনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়েছিল। সর্বোপরি, ঈশ্বরের গৃহ, যা জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি; যেমন ১ তিমথি ৩:১৫ আমাদের বলে।

আমরা এও জানি যে বাইবেল ধর্মবিরোধীদের (হেরেটিকদের) বিষয়ে সতর্ক করেছিল যারা শাস্ত্রকে কলুষিত করতে চাইবে। তাই ঈশ্বর ভয়শীল লেখকরা বিশ্বস্ত অনুলিপি তৈরি করার জন্য সতর্ক ছিলেন, পাঠ্যটিতে কিছু পরিবর্তন না করার বিষয়ে সতর্ক ছিলেন, এমনকি সতর্ক ছিলেন যেন একটি অক্ষরও ভুল না হয় এবং প্রকৃতপক্ষে কোনও যা ভুল বা তা নিষ্পত্তি করতে সতর্ক ছিলেন। সেই মূল পাঠ্যগুলি, অবশ্যই, তারপরে অনুলিপি (copy) করা হয়েছিল যখন তারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়েছিল– এশিয়ায় এবং ইউরোপের বাইরের অঞ্চলে, আফ্রিকায় এবং আরও অনেক স্থানে– এই অনুলিপির– অনুলিপিগুলি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিশাল সংখ্যায় গুণিতক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই এটি আপনার কাছে আছে, উদাহরণস্বরূপ, পৌল ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কলসীয়ানদের কাছে যে আসল চিঠিটি লিখেছিলেন এবং সেই চিঠিটি তখন সম্ভবত, লায়দিকেয়াস্থ এবং হিরাপোলিস এবং অন্য কোথাও, আন্তকীয়ার বিভিন্ন জায়গায় অনুলিপি করা হয়েছিল; তারপর সেই স্থানীয় জায়গায়, অনুলিপিগুলির অনুলিপি তৈরি করা হয়, অবশেষে অনুলিপিগুলির-অনুলিপিগুলি আরও অনুলিপিগুলি তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে প্রচুর সংখ্যক শাস্ত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল, যেহেতু সেগুলি মণ্ডলী এবং ঈশ্বরের লোকেদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমরা যে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করছি তা হল, আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে বিশুদ্ধ অনুলিপিগুলি বজায় রাখা হয়েছে এবং যুগে যুগে আমাদের কাছ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে? ঠিক আছে, শাস্ত্রের সংরক্ষণের প্রমাণ-পরিচয় এর অনেকগুলি অনুচ্ছেদে দেখা যায়। আমরা ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিবেচনা করেছি, কিন্তু উদাহরণ স্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯ সম্পর্কে চিন্তা করুন যা বলে, "নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করিতে পারি।" আমরা যিশাইয় ৪০:৮-এ পড়ি, "তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকিবে।" আবার, আমরা গীতসংহিতা ১১৯:১৬০ -এ গান করি, "তোমার বাক্যের সমষ্টি সত্য,তোমার ধর্ম্মময় প্রত্যেক শাসন চিরস্থায়ী।"

আমরা নতুন নিয়মে ফিরে যাই এবং একই জিনিস খুঁজে পাই। যীশু মথি ৫:১৮-এ পার্বত্য উপদেশে কথা বলছেন, তখন তিনি বলেছেন, "কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।" এটি অবশ্যই হতে হবে, কারণ শাস্ত্রের সমস্ত বাক্য সংরক্ষিত না হলে কীভাবে বিশ্বাসীকে শাস্ত্রের সমস্ত কথা বিশ্বাস করতে এবং মানতে বলা যেতে পারে? তাই আমরা আত্মবিশ্বাসী যে এটি প্রভুর দ্বারা প্রতিটি যুগে বিশুদ্ধ রাখা হয়েছিল এবং তাঁর প্রিয় মণ্ডলীর কাছে এটি হারিয়ে যায়নি।

এখন শাস্ত্রের অনুবাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বের প্রেক্ষিতে আমরা এই বক্তৃতাগুলিতে যা শিখেছি, বাইবেল অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সঠিকতা একেবারে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আমরা শাস্ত্রের মৌখিক পূর্ণাঙ্গ অনুপ্রেরণা সম্পর্কে শিখেছি– যে প্রতিটি শব্দ এবং সমস্ত শব্দ পবিত্র আত্মা থেকে আমাদের কাছে আসে এবং সেইজন্য সেগুলি নির্ভুল-ত্রুটি-বিহীন, এবং যে এটি অব্যার্থ। তাই আমাদের জন্য প্রশ্ন হল, যখন আমরা সেই শাস্ত্র গ্রহণ করি– পুরাতন নিয়ম ইব্রিয় ভাষায়, নতুন নিয়ম গ্রীক ভাষায়– এবং আমরা সেগুলিকে স্প্যানিশ বা চাইনিজ বা ইংরেজি বা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করি। ভাষা যাই হোক না কেন,

প্রশ্ন হল, লেখক যা লিখেছেন তা কীসের সমতুল্য? কিন্তু লক্ষ্য করুন, প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের পাঠকরা কীভাবে তা বুঝবে? অধিশ্রিত অনুচ্ছেদটি, পাঠক নয়, অনুচ্ছেদটি কী বলে? এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উদাহারণ স্বরূপ শাস্ত্রকে এমন একটি দেশে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে যেখানে কোনও মেষশাবক নেই, যেখানে কোনও ভেড়া নেই এবং তবুও আপনি জানেন যে "মেষশাবক" শব্দটি বাইবেলে রয়েছে, পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয়ই। এই আঙ্গিকে, আপনি কল্পনা করতে পারেন একজন অনুবাদক বলতে পারেন, "আচ্ছা, এই দেশে কোনও মেষশাবক নেই, কোনও ভেড়া নেই, তবে তাদের শূকর আছে এবং তারা শূকরের সাথে পরিচিত এবং তারা বোঝে শূকর কী, তাই আমরা শব্দটি অনুবাদ করব, 'ভেড়া' বা 'ভেড়ার বাচ্চা'দিয়ে নয়, কিন্তু 'শুয়োর' দিয়ে। তারা কী করছে? তারা পাঠকের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করছে, পাঠ্য নয়। আপনি জানেন যে এই ক্ষেত্রে, এটি বিপর্যয়কর হবে; এটি ঈশতাত্ত্বিকভাবে বিপর্যয়কর হবে, কারণ পুরাতন নিয়মে বলি হিসাবে মেষশাবকের তাৎপর্য রয়েছে এবং খ্রীষ্ট হলেন "ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি জগতের পাপ দূর করেন।" আপনি জানেন যে পুরাতন নিয়মে, ইস্রায়েলের আনুষ্ঠানিক-আইনের অধীনে, শুকর আসলে একটি অপবিত্র প্রাণী ছিল; এটি এমন একটি প্রাণী ছিল যা দূরে সরাতে হবে, তাদের সাথে যোগাযোগ করা থেকে নিষিদ্ধ থাকতে হবে। তাই আপনি যদি এটি "শুয়োর/শুকর" অনুবাদ করেন তবে আপনি সব ধরণের বিভ্রান্তিতে উপনীত হবেন। না, যা করা উচিত তা হল, পাঠ্যটি যা বলে সেই অনুসারে অনুবাদ করুন এবং তারপরে পাঠ্যটির অর্থ কী তা লোকেদের ব্যাখ্যা করুন। প্রথমে, আমাদের একটি সঠিক অনুবাদ প্রয়োজন এবং তারপর সেই পাঠ্যটি-বাইবেলটি-র প্রকৃত অর্থ কী তা আমাদের বিশ্বস্ততার সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং আপনি বিশ্বস্ত শিক্ষার সঙ্গে অনুবাদের নির্ভুলতার গুরুত্ব দেখতে পাচ্ছেন, শিক্ষা গ্রহণ না করে এবং এটি অনুবাদকের মতো করে দেওয়া উচতি নয়। এটা ঈশ্বরের বাক্যকে পরিবর্তন করা হবে, যা একটি সমস্যা।

তৃতীয়ত, আমাদের অবশ্যই কিছু প্রাথমিক যুক্তি বিবেচনা করতে হবে এবং উত্তর দিতে হবে যা প্রাদেশিক সংরক্ষণ এবং পবিত্র শাস্ত্রের সঠিক অনুবাদকে আক্রমণ করে। এই মতবাদটিকে বিতর্কিতভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং এটি নিশ্চিত করবে যে আমরা সেই ত্রুটিগুলিকে খণ্ডন করতে এবং শাস্ত্রের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে সজ্জিত।

বাইবেলে শয়তানের প্রথম লিপিবদ্ধ শব্দগুলো হল, "হ্যাঁ, ঈশ্বর কি সত্যিই বলেছেন।" পাঁচটি শব্দ, "হ্যাঁ, ঈশ্বর কি সত্যিই বলেছেন।" শয়তান যুগে যুগে একই মূর্খ কৌশল অবলম্বন করে শাস্ত্রকে আক্রমণ ও অবমূল্যায়ন করে চলেছে। এখন, সে বাইবেল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, অথবা বাইবেলের প্রতি বিশ্বাসীর আস্থা হ্রাস করে, যা ঈশ্বরের বাক্য। শাস্ত্রের ভবিষ্যতগত সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আক্রমণগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল এবং বর্তমান দিন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই হামলার লক্ষ্য ঈশ্বরের লোকেদের আস্থা নষ্ট করা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে পশ্চিমে, শাস্ত্র থেকে অনেক আধ্যাত্মিক প্রস্থান হয়েছিল এবং সেই যুগে কেউ বার্ন ব্যারেলে কিছু গ্রীক নতুন নিয়মের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছিল। তারা সেগুলি দেখেছিল এবং স্থির করেছিল যে সেগুলি, কথিত অনুবাদ তৈরিতে সাধারণত ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিগুলির চেয়েও এগুলি পুরানো। সেগুলি শুধু পুরানো ছিল না, তাদের পাণ্ডুলিপি হিসাবে দেখা হয়েছিল যেগুলি চৌদ্দ শতাব্দী ধরে হারিয়ে গিয়েছিল এবং তারপরে নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আর তাই এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছিল– প্রচুর উত্তেজনা– এবং দুটি চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছিল। একটি হল যে সবচেয়ে খাঁটি হলে আনুমানিকভাবে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলি সেইগুলি, যদিও সেগুলির মধ্যে সামান্য কিছু সংখ্যক ছিল, যেমন আমি উল্লেখ করেছি। অন্যদিকে, এমন একটি অবস্থান ছিল যে, যা দীর্ঘদিন ধরে বজায় ছিল যেখানে সর্বাধিক পাণ্ডুলিপি রয়েছে সেখানে আমাদের আরও আস্থা থাকা উচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ঘটনা থেকে যে আধুনিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল, তার ফলে অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে,অন্তত ইংরেজি ভাষায়, যেগুলি গ্রীক খুব কম সংখ্যক এবং কথিত ভাবে পুরানো পাণ্ডুলিপিগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই লেকচারে আমরা যা শিখেছি সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। যদি বাইবেলের অংশগুলি চৌদ্দ শতাব্দী ধরে হারানো ছিল, তবে সেই সময়ে মণ্ডলীর কাছে খাঁটি পাঠ্য ছিল না, যা বাইবেল আমাদের শাস্ত্রের সংরক্ষণের বিষয়ে যা শিক্ষা দেয় তার বিপরীত। ঈশ্বর স্থির করেছেন যে তিনি এটিকে সব যুগে বিশুদ্ধ রাখবেন এবং তিনি যুগে যুগে তাঁর মণ্ডলীর জন্য

এটি সংরক্ষণ করবেন। তাই চৌদ্দ শতাব্দী ধরে নিখোঁজ থাকলে সেই লেখাগুলো প্রামাণিক হওয়া অসম্ভব। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন, "এত পুরানো হলে কী এটি জীর্ণ হয়ে যাবে না?" কারণ এটি ব্যবহার করা হয়নি। নির্ভরযোগ্য পাঠ্য হবে সেগুলিই যা অনুবাদের জন্য এবং বারবার ব্যবহার করা হয়েছিল কপি করার জন্য। যেগুলি কম নির্ভরযোগ্য বলে পরিচিত ছিল সেগুলি আলাদা করে রাখা হবে এবং ব্যবহার করা হবে না এবং এইভাবে কি জীর্ণ হবে না। আপনি নিজেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "কেন এত কম ছিল?" আপনি আশা করবেন যে এইগুলি যদি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি হয়, তবে সেগুলি প্রচুর পরিমাণে থাকবে– যে অনেক, অনেক থাকবে। এটা একটা ভালো পয়েন্ট। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের বিশ্বাস করা উচিত এবং আমাদের উপসংহারে আসা উচিত যে আরও নির্ভরযোগ্য পাঠ্যগুলি বহুবিধ অনুপাতে পাওয়া যায়, প্রচুর, প্রচুর ও প্রচুর অনুলিপিতে পাওয়া যায়।

আপনি এটিও লক্ষ্য করবেন যে, এই বিষয়ে, যে অঞ্চল থেকে এই পাণ্ডুলিপিগুলি এসেছে সেই অঞ্চলের সমস্যা– এই প্রশ্নবিদ্ধ পাণ্ডুলিপিগুলি যা বন্ধ করা হচ্ছে বা সেরা হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে। তারা উত্তর আফ্রিকা থেকে এসেছে। আর প্রাচীন মণ্ডলীর, উত্তর আফ্রিকা এমন একটি এলাকা যেখানে ধর্মদ্রোহিতার বা ভ্রান্তশিক্ষদের অনেক সমস্যা ছিল, যেমন আরিয়ানরা যারা শিখিয়েছিল যে যীশু শুধুমাত্র একজন মানুষ ছিলেন এবং তিনি ঈশ্বর নন। তাই একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ নিন, ১ তিমথি ৩:১৬। সেই পাঠ্যটি বলে, "আর ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, ইহা সর্ব্বসম্মত, যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন।" "ঈশ্বর দেহে প্রকাশিত হলেন।" এখন ৯৭% পাণ্ডুলিপিতে,আমাদের কাছে "ঈশ্বর" শব্দটি রয়েছে, কিন্তু মিশরীয় পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে খুব অল্প কিছুতে এটি অনুপস্থিত। পরিবর্তে এটি কেবল বলে "তিনি প্রকাশিত" তারা সর্বনাম সরবরাহ করে। এই পাঠ্য যা অনেক আধুনিক পণ্ডিতদের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই, তাই না?

এটি এমন একটি অঞ্চল থেকে এসেছিল যা অস্বীকার করে যে যীশু মাংসে প্রকাশিত ঈশ্বর ছিলেন। তাই এখানে পয়েন্ট হল যে এইগুলি, এই আধুনিক জাতিগুলি হলো সেই মাধ্যম যার দ্বারা শয়তান প্রবেশ করতে পারে এবং প্রভুর লোকেদের বিরক্ত ও অস্থির করা শুরু করতে পারে এবং তাদের আস্থা যে বাইবেল আমাদের পূর্বে থেকে ছিল এবং যা এখনও যুগ যুগ ধরে যা আমাদের কাছে আছে তা সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য কিনা। কিন্তু কোন কর্তৃপক্ষ এই প্রশ্নে আমাদের পথ দেখায়? উত্তর হল একমাত্র বাইবেল আমাদের পথ প্রদর্শক। বাইবেল আমাদের ভবিষ্যতগত সংরক্ষণের শিক্ষা শেখায়।

এখন দ্বিতীয়ত, অনুবাদ সংক্রান্ত অন্য যে বিষয়টি আমরা বিবেচনা করছি। অনুবাদ সংক্রান্ত দুটি স্কুল রয়েছে। একটি নির্ভুলতার উপর অধিশ্রিত, অন্যটি পঠন-ক্ষমতার উপর অধিশ্রিত-এটি কতটা পঠনযোগ্য। মূল শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর উপর জোর দেওয়ার বিপরীতে, অন্য কথায়, লেখক কীভাবে লিখেছিলেন তার দ্বারা পাঠ্যটি কী বলে, অন্যরা বলতে শুরু করেছে যে আমাদের শাস্ত্র প্রতি শব্দ নয় কিন্তু ধারনাগুলি অনুবাদ করা উচিত। এটি মিথ্যা এবং এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গিটি পাঠকের প্রতিক্রিয়ার উপর অধিশ্রিত, শাস্ত্রের পাঠ্যের উপর অধিশ্রিত নয়। তাই তারা এসব জিনিসগুলির উপর জোর দেয়, "আমরা এটি কীভাবে বলব? আমরা এটা কিভাবে বলব?" এটি শাস্ত্রের মৌখিক পূর্ণাঙ্গ অনুপ্রেরণার বিরোধিতা করে, যা আমরা বাইবেল থেকে জানি, যেমনটি আমরা ১ করিন্থীয় ২:১৩ পদে দেখেছি যে, এই অনুপ্রেরণা শুধুমাত্র চিন্তা বা অভিপ্রায়ের জন্য নয়, শাস্ত্রের শব্দগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই অনুবাদককে অবশ্যই পাঠ্যের অনুপ্রাণিত শব্দগুলি অনুসরণ করতে হবে এবং তারপরে সেই শব্দগুলির ব্যাখ্যা অন্যদের, পাঠক বা সুসমাচার প্রচারকারী পালকদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। অন্যথায়, ব্যাখ্যাকে শাস্ত্র হিসেবে দেখা, রোমান ক্যাথলিক চার্চের মত আরেকটি ভুল হবে। তাই আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার যে এই ধারণাটি যা কিছু আধুনিক অনুবাদক নিযুক্ত করছেন, যে শাস্ত্রের শব্দগুলি নির্ভুল এবং সেই অনুযায়ী অনুবাদ করার চেয়ে বরং একটু বেশি সহজ, একটু বেশি আলগা করে বা ধারণাগুলি অনুবাদ করা উচিত। একটি অনুচ্ছেদে বাইবেল কী বলছে সেটি অনুবাদ করা প্রয়োজন– এই সমস্ত ধারণাগুলি প্রতিরোধ করা প্রয়োজন কেননা বাইবেল যা বলে তা এই প্রকারের অনুবাদের বিপরীত। তাই সংরক্ষণ এবং অনুবাদ উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা রয়েছে যার প্রতি আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

কিন্তু চতুর্থত, আমাদের এটিকে বাস্তবিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। শাস্ত্রের সংরক্ষণ এবং অনুবাদ

বিবেচনা করার ক্ষেত্রে, আমরা নিজেদের জন্য কিছু প্রভাব তুলে ধরতে পারি। প্রথমত, বিশ্বাসীর জানা উচিত যে তার কাছে সম্পূর্ণ আস্থার জন্য ভাল ভিত্তি রয়েছে যে তার কাছে শাস্ত্রের বিশ্বস্ত অনুবাদে ঈশ্বরের বাক্য রয়েছে। আমরা আমাদের বাইবেল, আমাদের বাইবেলের বিশ্বস্ত অনুবাদ নিতে পারি এবং বলতে পারি, "এটি সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য।" এই কী করে? এটি বিশ্বাসকে গভীর করে এবং এটি প্রেমকে গভীর করে এবং এটি শাস্ত্রে আমাদের আনন্দকে আরও গভীর করে। আমাদের ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তিনি আমাদের নিজস্ব ভাষায় তাঁর বাক্য আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পেরে খুশি হয়েছেন এবং এটি স্বীকার করে যে এটি ছাড়া, আমরা অন্ধকারে এবং ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশন এবং ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের সুসংবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতার মধ্যে হাঁটতাম।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদগুলি বাইবেলের দৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করে যে মানুষেরা কীভাবে বাইবেল পরিচালনা করে। এই মতবাদগুলি নিয়ন্ত্রণ করে যে আমরা কীভাবে বিভিন্ন ভাষায় শাস্ত্র অনুবাদ করি এবং সেই অনুবাদগুলিকে মূল্যায়ন করার জন্য আমাদের বিচক্ষণতা প্রদান করে, সেগুলি বিশেষভাবে ভাল কিনা বা নাও হতে পারে। কিন্তু এটি ঈশ্বরের লোকেদের প্রার্থনাকেও ইন্ধন জোগায়। এটি আমাদের প্রার্থনা এবং আমাদের সমর্থন এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি ভাষার প্রতিটি মানুষের কাছে শাস্ত্রের বিশ্বস্ত অনুবাদগুলি উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করে।

তৃতীয়ত, আমরা যা ভালোবাসি তা নিয়ে চিন্তা করি, এমনকি বিশদ বিবরণ যা আমাদের আনন্দ দেয়। স্বাভাবিক জীবনে এটিই সত্য। এটি যখন বাইবেল এর জন্য উপরে কেন্দ্রিত হয় তখন আরো কত সত্য? আমাদের শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দ এবং বিশদ বিবরণের প্রতি যত্নশীল মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং আমরা ধ্যানের মাধ্যমে তা করতে পারি। আবার, আমরা গীতসংহিতা ১১৯:৯৭ গান করি, "আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালবাসি! তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়।" যিহোশূয়ের শব্দগুলি লক্ষ্য করুন, যিহোশূয় ১:৮ পদে "তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থাপুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্ব্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবে।" তাই আমাদের এই অনুপ্রাণিত শব্দের প্রতি ভালবাসার সাথে ধ্যান করতে হবে যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন।

ধ্যান ছাড়াও, অন্য যা এর সাথে হাত মিলিয়ে যায় তা হল আমাদের শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করা। আমরা সাবধানে সঠিকভাবে আমাদের হৃদয় এবং আমাদের মনে শাস্ত্র স্থাপন করতে হবে। দায়ুদের কথাগুলো আবার মনে করুন, গীতসংহিতা ১১৯:১১ -এ, "তোমার বাক্য আমি হৃদয়ে সঞ্চয় করে রেখেছি, যেন আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।" তাই আপনার শাস্ত্র মুখস্থ করার সময়, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে যে আপনি এটি সঠিকভাবে মুখস্থ করছেন। আমি আমার নিজের বাচ্চাদের সাথে যে জিনিসগুলি করেছি তার মধ্যে একটি হল, যখন আমি তাদের সাথে শাস্ত্রের অনুচ্ছেদগুলি পর্যালোচনা করি যে তারা একটি পদ বা সময় নিয়ে একটি অধ্যায় কণ্ঠস্থ করবে; আমি নিশ্চিত করি যে প্রতিটি অক্ষর সঠিক হবে। কেননা সেগুলি প্রশংসা করে। কিন্তু যদি সেগুলি ভুল হয়, তাহলে আমি তাদের বুঝিয়ে বলি যে, "তুমি ভুল বলেছো এবং এখন আমাদের আরও সঠিক উপায়ে অনুশীলন করা দরকার।" তাই আমি তাদের এটিকে সঠিকভাবে পুনরাবৃত্তি করতে বলি, হয়তো তিন বা চার বার,কখনও কখনও তার চেয়েও বেশি বার, যেন এর প্রতিটি অক্ষর,প্রতিটি শব্দ যা ঈশ্বর দত্ত ও অনুপ্রাণিত তা তাদের মাথায় গেঁথে যায়, যেন তারা এই শব্দগুলি সঞ্চয় করে রাখে। আপনি নিজেই সেটি নিজের জন্য সাহায্যকারী রূপে দেখতে পাবেন।

এই বক্তৃতায়, আমরা শাস্ত্রের সংরক্ষণ এবং অনুবাদ বিবেচনা করেছি, ঈশ্বরের দেওয়া খাঁটি পাঠ্য এবং সেই পাঠ্যটির একটি সঠিক অনুবাদ উভয়ের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করেছি। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যার দিকে আমাদের মনোযোগ দেব। বাইবেলে যা লেখা আছে তার অর্থ আমরা কীভাবে সঠিকভাবে বুঝতে পারি?

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ১ – বক্তৃতা ৯

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে কারো সাথে কথোপকথন করার অভিজ্ঞতা আপনার নিশ্চয় আছে, সম্ভবত একজন বন্ধু বা পরিবারের সদস্য এবং সেই কথোপকথনের সময় বুঝতে পেরেছেন যে তারা এমন কিছু ভুল বুঝেছে যা আপনি তাদের বলছেন। তারা হয়তো আপনার কথাগুলো গুলিয়ে ফেলেছে, অথবা তারা হয়তো সঠিকভাবে শুনেছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই, আপনি যা সংবাদ দিতে চাইছেন তা তারা ভুল ব্যাখ্যা করেছে। ভুল যোগাযোগের এই উদাহরণগুলি দৈনন্দিন জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে, লিখিত উপাদানের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। একটি লিখিত নথি সঠিকভাবে বোঝার জন্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আমরা আগের বক্তৃতাগুলিতে দেখেছি, বাইবেল বিশ্বের অন্য যে কোনও বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই এটির ব্যাখ্যা করা অনেক বেশি গম্ভীর কাজ– যেটির জন্য সত্যের বাক্যকে সঠিকভাবে ভাগ করার জন্য যত্নশীল অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, যেমনটি আমরা দেখতে পাই ২ তিমথি ২:১৫ তে। শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ পড়ার সময় আমরা যে প্রথম প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করি, তা হল, "এই অনুচ্ছেদের অর্থ কী?" এটা অপরিহার্য যে বিশ্বাসীরা বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তা যেন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। আমরা কোথায় শিখতে পারি যে কিভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যার কাছে সন্মুখীন হতে হবে? উত্তর হবে বাইবেল থেকেই। পবিত্র শাস্ত্র তার স্বয়ং ব্যাখ্যাকারী। ভ্রান্ত অপব্যাখ্যা এড়ানোর জন্য, আমাদের অবশ্যই শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে হবে। আমরা পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষার উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্বকে সামিল করে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই প্রথম মডিউল চালিয়ে যাচ্ছি। আগের বক্তৃতায়,আমরা শাস্ত্রের সংরক্ষণ ও অনুবাদ বিবেচনা করেছি। এই বক্তৃতায়, আমরা কিভাবে বাইবেল ব্যাখ্যা (interpret) করতে হয় তার মৌলিক নীতিগুলির দিকে মনোযোগ দেব। এটি একটি ভূমিকা হিসাবে কাজ করবে, যেহেতু এই বৃহৎ বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য আমাদের এটির বিবেচনায় একটি সম্পূর্ণ মডিউল বা পাঠ্য উৎসর্গ করতে হবে। অন্যান্য বক্তৃতাগুলির মতো, আমরা এটিও শাস্ত্রীয়ভাবে, শিক্ষাগতভাবে, বিতর্কিতভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যার উপর বাইবেলের শিক্ষার দিকে নজর দেব।

সুতরাং, আসুন আমাদের বাইবেলগুলি খোলার মাধ্যমে এবং এটিকে শাস্ত্রীয়ভাবে বিবেচনা করে শুরু করি। ২ পিতর ১:২০ তে, আমরা পড়ি, "প্রথমে এটা জেনে রেখো যে, শাস্ত্রীয় বচনের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী কোনো ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নয়।" পূর্বেকার পদগুলিতে পিতর রূপান্তর পর্বতে তার অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন– দেখুন ১৭-১৮ পদ। আপনি সুসমাচারগুলিতে যা পড়েছিলেন তা থেকে আপনি মনে করবেন যে এটি কী ছিল। পিতর, যাকোব এবং যোহনকে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদের সামনে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। মোশি এবং এলিয় সেখানে ছিলেন, তাঁরা স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। প্রত্যেকে সেই ঘটনাটিকে অসাধারণ বলে মনে করবে, সম্ভবত আপনি এই জিনিসগুলি দেখেছেন এবং এই জিনিসগুলি শুনেছেন, এমন এক সর্বোচ্চ সুযোগগুলির আপনার হয়েছে। কিন্তু পিতর বলছেন ভিন্ন কথা। তিনি সেই অভিজ্ঞতাকে শাস্ত্র থাকার সাথে তুলনা করেন এবং উপসংহারে আসেন যে, "আর ভাববাণীর বাক্য দৃঢ়তর হইয়া আমাদের নিকটে রহিয়াছে" ১৯ নম্বর পদে আরও বলছেন "তোমরা যে সেই বাণীর প্রতি মনোযোগ করিতেছ, তাহা ভালই করিতেছ।" অন্য কথায়, তিনি বলছেন, যদিও আমার অভিজ্ঞতা ছিল এবং রূপান্তর পর্বতে বিস্ময়কর জিনিস দেখেছি, তবুও আমরা এই ধরণের অসাধারণ অভিজ্ঞতার চেয়ে শাস্ত্রের প্রতি আরও বেশি আস্থা রাখতে পারি। কিন্তু মানুষদের তাদের নিজস্ব ধারণা অনুসারে এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় না যেভাবে তারা উপযুক্ত মনে করে। নিম্নলিখিত পদ হিসাবে, ২০ পদ বলে, বাইবেলটি পবিত্র আত্মা দ্বারা

দেওয়া হয়েছে। তাই এটি অবশ্যই সমগ্র বাইবেল জুড়ে আত্মা নিজে যা প্রকাশ করেন সেই অনুসারে ব্যাখ্যা করা উচিত, আমাদের নিজস্ব ধারণা অনুসারে নয়। পৌল বলেছেন, ১ করিন্থীয় ২:১৩ এ, "আমরা সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক শিক্ষানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা কহিতেছি; আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত যোগ করিতেছি।" তাই, আমরা শিখি যে বাইবেল নিজেই আমাদের বলে যে আমরা বাইবেলকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব। এখন আমরা শাস্ত্র সম্পর্কে ইতিমধ্যে যা শিখেছি তা থেকে এটি প্রবাহিত হয়– এটি অনুপ্রাণিত এবং তাই নিজের মধ্যেই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুসঙ্গত হতে হবে, কারণ ঈশ্বর স্ব-বিরোধী হতে পারেন না। প্রভু পবিত্র শাস্ত্রের পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে একটি সুন্দর, সুরেলা, নিখুঁতভাবে সংযুক্ত প্রকাশ প্রদান করেছেন। তাই ২ পিতরের এই অনুচ্ছেদে, আমরা দেখতে পাই যে বাইবেল নিজেই আমাদের নিজের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যার (interpretation) একটি শিক্ষাতাত্ত্বিক ওভারভিউ বিবেচনা করতে হবে। আমরা আগের বক্তৃতাগুলিতে যেমন করেছি, বাইবেল আমাদের জন্য যে বিশদ বিভাগগুলি সরবরাহ করে তার কিছু ব্যাখ্যা করব। তাই আমরা শুরু করি,যেমন আমাদের অধিকাংশ বক্তৃতায় করেছি, ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ দিয়ে,কারণ এখানে শাস্ত্র যা শিক্ষা দেয় তার একটি চমৎকার সারসংক্ষেপ রয়েছে। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ, অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ ৯ বলে, "শাস্ত্রের ব্যাখ্যার অদম্য নিয়ম হল শাস্ত্র নিজেই এবং তাই,যখন কোন শাস্ত্রের (যা বহুগুণ নয় কিন্তু এক) সত্য ও পূর্ণ অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন থাকে, তখন এটি অবশ্যই আরও স্পষ্টভাবে কথা বলে এমন শাস্ত্রের অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান ও জানা উচিত।" এটি একটি খুব সহায়ক সারাংশ। আমাদের একটি অব্যার্থ নিয়ম আছে, অর্থাৎ, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিচার-ব্যাখ্যা করার একটি অমূলক মানদণ্ড। যেহেতু একমাত্র বাইবেলই অব্যার্থ, তাই এটি একাই অমূলক নিয়ম হতে পারে। শাস্ত্রের প্রতিটি অনুচ্ছেদকে সামগ্রিকভাবে শাস্ত্রের আলোকে দেখতে হবে। যেখানে একটি অস্পষ্ট বা কম পরিষ্কার ও কঠিন অনুচ্ছেদগুলি বোঝার জন্য, আমরা আরও স্পষ্ট অন্যান্য অংশগুলি ব্যবহার করি। সুতরাং আমাদের মানদণ্ড পরম্পরা নয়,এটি আত্মার নতুন প্রকাশন নয়, আমাদের নিজস্ব মনও নয়। এটি বাক্য নিজেই, শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করে। তাই ঈশ্বরের বাক্যের কোন পাঠ্যকে এমন কোন উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায় না যা শাস্ত্রের অন্য কোথাও শেখানো শাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধিতা করে। সুতরাং ব্যাখ্যায় (interpretation) মূল পয়েন্ট বা জোরের একটি সারাংশ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে, আমরা একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি– কোন পাঠ্য বা অনুচ্ছেদগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সেই প্রশ্ন। আমি কী বলতে চাই? অন্য কথায়, কোন অনুচ্ছেদগুলি অন্যান্য অনুচ্ছেদের উপর আলোকপাত করে তা নির্ধারণ করার পদ্ধতি কী? সহজভাবে উত্তরটি হল: আমরা বেশি স্পষ্ট পাঠের আলোকে আরও অস্পষ্ট পাঠ্যগুলিকে ব্যাখ্যা করবো। যদি এই একটি নীতি অনুসরণ করা হয়,তবে এটি আধুনিক মণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যমান অনেক ত্রুটি প্রতিরোধ করবে।

কিন্তু আমাদের আরও বিস্তারিতভাবে এটি ব্যাখ্যা করা দরকার। এই নীতিটি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়, বেশি স্পষ্ট পাঠের আলোকে আরও অস্পষ্ট পাঠ্যকে ব্যাখ্যা করা? আমি আপনাকে বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিই। প্রথম দৃষ্টান্তটি হবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে শাস্ত্রের উপদেশমূলক, বা শিক্ষা-ভিত্তিক অনুচ্ছেদের আলোকে ব্যাখ্যা করা। সুতরাং বর্ণনাগুলি মধ্যে রয়েছে পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক বইগুলি; আপনি ১ এবং ২ শমূয়েল এবং রাজাবলী, আরও অনেক পুস্তকের কথা মনে করুন, নহিমিয় এবং যিহোশূয় ইত্যাদি। আমাদের নতুন নিয়মে একই জিনিস আছে, চারটি সুসমাচারে, সেইসাথে প্রেরিত বইতেও। শিক্ষামূলক বইগুলির মধ্যে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা, ভাববাদীদের পুস্তক এবং নতুন নিয়মের পত্রগুলিও একটি উদাহরণ হবে। উপদেশমূলক অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য হল শিক্ষা দেওয়া, নির্দেশ দেওয়া এবং শিক্ষাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা। এর অর্থ এই নয় যে আমরা এই দুটি বিভাগকে একে অপরের বিরুদ্ধে রাখি, বর্ণনা এবং শিক্ষামূলক। বরং, বেশিরভাগ সময় শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বের বিভাগগুলি শাস্ত্রের গম্পগুলি স্পষ্ট করে, ঐতিহাসিক-ঘটনাগুলিকে স্পষ্ট করে এবং প্রায়শই ঐতিহাসিক অনুচ্ছেদগুলি সহজ সরল করে এবং শিক্ষাতত্ত্বের অস্তিত্বকে তুলে ধরে এবং তাই তারা হাতের মুঠোয় মত কাজ করে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, সুসমাচারগুলি খ্রীষ্ট যা করেছিলেন এবং খ্রীষ্ট যা

বলেছিলেন তা বিবৃত করে এবং তারপরে আপনি যখন নতুন নিয়মের পত্রগুলি পড়েন– তারা যা করেছিল এবং যা বলেছিল তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, আমাদেরকে শিক্ষাতত্ত্ব এবং উপদেশ এবং প্রয়োগ সরবরাহ করে। তাই প্রথম উদাহরণ হল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে কখনও কখনও আরও স্পষ্ট, শিক্ষা-ভিত্তিক অনুচ্ছেদ বা ধর্মগ্রন্থের শিক্ষামূলক অনুচ্ছেদের আলোকে ব্যাখ্যা করা। এটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হল যে কেউ, ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলি পড়ার সময়,ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা দেখতে বা শুনতে বা পড়তে পারে এবং তারা তা থেকে মিথ্যা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এমন একটি উদাহরণ হল, সেই ঘটনা যেখানে মনে হয় যেন প্রভু কিছু জানেন না। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, মোরিয়া পর্বতে আব্রাহাম; প্রভু দেখতে চেয়েছিলেন যে আব্রাহাম কী করবেন। আমরা শাস্ত্রের অন্যান্য অনুচ্ছেদ থেকে জানি যে প্রভু সর্বজ্ঞ-যে তিনি অসীমভাবে এবং নিখুঁতভাবে সবকিছু জানেন। ঘটনা ঘটার আগেই তিনি জানেন। তাই এটি এমন নয় যে প্রভুকে আদিপুস্তক ২২-এ সেই অনুচ্ছেদে কিছু শিখতে হয়েছিল, বরং প্রভু আমাদের সাথে কথা বলার জন্য নত হচ্ছেন যেভাবে বা যে ভাষায় আমরা চিন্তা করি এবং জিনিসগুলি দেখি এবং সেই রূপে আব্রাহামের সাথে আচরণ করার দ্বারা তাঁর বিশ্বাস বাইরে বের করে আনার চেষ্টা করেছেন। আমরা বহু উদাহরণ নিয়ে আসতে পারি, কিন্তু আশা করি আপনি এই গুরুত্ব দেখতে পাচ্ছেন।

পরের উদাহরণটি হবে অন্তর্নিহিত অনুচ্ছেদগুলিকে সুস্পষ্ট অনুচ্ছেদের আলোকে ব্যাখ্যা করা। সুতরাং যা বলা হয়েছে এবং যা বলা হয়নি তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তবে যা বলা হয়নি তা রয়েছে উহ্য ও অন্তর্নিহিত। তাহলে যোহন ৩:১৬ কী বোঝায় যে পতিত লোকেদের তাদের নিজস্ব শক্তিতে সুসমাচার বিশ্বাস করার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে? আপনি সেই অনুচ্ছেদটি দেখুন– পাঠ্যটি স্পষ্টভাবে বলে যে বিশ্বাসীরা অনন্ত জীবন পাবে। কে বিশ্বাস করবে বা করবে না বা কী বিশ্বাস করতে হবে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। কিন্তু আপনি যদি তিনটি অধ্যায় পরে, যোহন ৬-এ দেখেন ও তার ৪৪ এবং ৬৫ পদে, প্রভু যীশু পাপী মানুষের নিজের বিশ্বাস করার ক্ষমতার সীমা ব্যাখ্যা করেছেন। তার একটি নতুন হৃদয়ের প্রয়োজন, তার পবিত্র আত্মার পরিচর্যা প্রয়োজন, ইত্যাদি। তাই আমাদের অন্তর্নিহিতকে সুস্পষ্ট বর্ণীত পাঠের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে।

আরেকটি উদাহরণ হবে পূর্ববর্তী পাঠগুলিকে পরবর্তী পাঠের আলোতে ব্যাখ্যা করা। বাইবেল শুরু হয় আদিপুস্তকের সঙ্গে, পুরানো এবং নতুন নিয়মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বাক্যের শেষ হয়। শাস্ত্র উন্মোচিত হওয়ার সাথে সাথে, ঈশ্বর মুক্তির ইতিহাসে, আদিপুস্তক থেকে শুরু করে এবং শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া সমস্ত কিছুর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করেছেন। তাই তিনি যেমন আমাদের আরও বেশি শাস্ত্র দিয়েছেন, তিনি আরও প্রকাশন দিয়েছেন এবং তাই আমাদের কী করনীয় সেই বিষয়ে আমরা আরও বেশি আলো পেয়েছি। যে পরবর্তী প্রকাশন প্রায়শই আগে যা বলা হয়েছে সেটি স্পষ্ট করে। সুতরাং আপনি যদি আদিপুস্তক ৩:১৫ তে ফিরে যান, সেখানে আপনার কাছে এই সুসমাচার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তবে এটি একটি ছোট বীজের মতো। কেবলমাত্র সেই পদটি দিয়ে, সেই পদটি যে উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, আপনি কী সেসব দেখতে পাচ্ছেন, আপনি এটি সত্যই দেখতে পাচ্ছেন, তবে এটি বোঝা কঠিন। কিন্তু সেই বীজটি বেড়ে উঠল এবং প্রভু আমাদের আরও যা বলেছিলেন সেই বিষয়ে আমাদের বোঝাপড়া বেড়েছে এবং আমরা মহিলার বীজ এবং এই মশীহ কে হবেন এবং তিনি যা সম্পন্ন করবেন এবং যা করবেন সে সম্পর্কে আমরা আরও বেশি করে শিখি; অবশ্যই, নতুন নিয়মে সুসমাচারগুলিতে এটি সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা আমরা দেখতে পাই এবং আমরা শিখি সেই উপায়টি যা হল ঈশ্বরের পুত্র, যার মাধ্যমে ঈশ্বর পরিত্রাণ এনেছেন। পরিত্রাণের সেই বার্তাটি শুরুতে ছিল, তবে আমরা এটিকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছি যখন এটি পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে আরও প্রকাশন দেওয়া হয়। তাই নতুন নিয়ম আমাদেরকে পুরাতন নিয়মকে আরও বেশি বুঝতে সাহায্য করে, ঠিক যেমন আপনি পুরাতন নিয়মের দৃঢ় উপলব্ধি ছাড়া নতুন নিয়ম বুঝতে পারবেন না। এই দুটি বিষয়ই সত্য। নতুন নিয়মের ভাষা, শব্দভান্ডার, ধারণা, ইতিহাসের উপর চিত্রিত যা পুরাতন নিয়মে রয়েছে। এটি মাঝে মাঝে আপনার কাছে খুব বেশি অর্থবোধ করে না, এটি কঠিন হবে, যদি আপনার কাছে সেই পুরাতন নিয়ম না থাকে। কিন্তু এখানে এই মুহূর্তে, আমি বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি যে পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রগুলিকে নতুন নিয়মের আলোতে দেখা এবং ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

পুরাতন এবং নতুন নিয়মের এই সম্পর্কটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা একটি পৃথক বক্তৃতায় এটি বিবেচনা করব। আমরা আলোচনা করব কিভাবে পুরাতন এবং নতুন নিয়মের সম্পর্ক ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রকাশ হিসাবে কাজ করে।

এর পরে, আমাদের আরও আক্ষরিক (literal texts) পাঠ্যের আলোতে রূপক পাঠের (figurative texts) ব্যাখ্যা করতে হবে। যখন খ্রীষ্ট বলেন যে তিনি "দরজা", আমরা এই উপসংহারে পৌঁছাতে চাই না যে তিনি একটি কাঠের দরজা যা কব্জায় ঝুলছেন। আমরা জানি যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং তাঁর মানব প্রকৃতি একটি সত্য দেহ এবং একটি যুক্তিসঙ্গত আত্মা নিয়ে গঠিত। তাই আমরা বুঝি যে খ্রীষ্ট "দ্বার" হিসাবে আমাদের শিক্ষা দেন যে তাঁর দ্বারা এবং তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের সামনে আমাদের প্রবেশাধিকার এবং গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। অন্যান্য অনেক অনুচ্ছেদ আমাদের তা শেখায় এবং তাই আমরা অন্য কোথাও আরও আক্ষরিক অনুচ্ছেদের আলোতে রূপক অনুচ্ছেদকে ব্যাখ্যা করি।

শেষ পর্যন্ত এই বিভাগের অধীনে ওয়েস্টমিনস্টার স্বীকারোক্তি, অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ ৬, এও শিক্ষা দেয় যে "তাঁর নিজের গৌরব, মানুষের পরিত্রাণ, বিশ্বাস এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য,হয় স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে অথবা শাস্ত্র বা ভাল এবং প্রয়োজনীয় ফলাফল দ্বারা শাস্ত্র থেকে অনুমান করা যেতে পারে।" এখন এক সেকেন্ডের জন্য এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। ভাল এবং প্রয়োজনীয় পরিণতিগুলি বিবৃতিগুলির মতোই বাধ্যতামূলক যা বাইবেলে স্পষ্টভাবে শেখানো হয়। এখন প্রকৃত পরিণতি কেবলমাত্র শাস্ত্রের শব্দগুলির সম্পূর্ণ অর্থ বের করে আনে, যতক্ষণ না আমরা যে উপসংহারগুলি বের করছি তা ভাল এবং প্রয়োজনীয়। তাই মথি ২২:৩১-৩২-এ, যীশু যখন বাইবেল থেকে প্রাপ্ত ভাল এবং প্রয়োজনীয় পরিণতিগুলির একটি যুক্তির মাধ্যমে সাদ্দুকীদের কাছে পুনরুত্থানের শিক্ষাকে প্রমাণ করেন তখন তিনি এটিকে চিত্রিত করেন। পৌল এটিকে প্রেরিত ১৭:১-২ পদে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই আমরা বাইবেল স্পষ্টভাবে যা বলে তাতে আগ্রহী– এটি গুরুত্বপূর্ণ। তবে যা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তার প্রবাহিত পরিণতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানও দেওয়া যেতে পারে; তাই, যা বলা হয়েছে তা থেকে আমরা অপরিহার্যভাবে উপসংহারে আসি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা হাতিয়ার আমাদের কাজকর্ম করার বাক্সের মধ্যে দেওয়া হয়েছে যা আমাদের জানায় কিভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে হয়।

তৃতীয়ত, আমাদের অবশ্যই এই ব্যাখ্যার বিষয়টির একটি বিতর্কিত বিবেচনার দিকে যেতে হবে। আমাদের কিছু যুক্তি বিবেচনা করতে হবে যা পবিত্র শাস্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যাকে দুর্বল করে। প্রথমত, পাঠ্য থেকে প্রকৃত অর্থ বের করা এবং পাঠ্যের মধ্যে আমাদের অর্থ পাঠের মধ্যে জুড়ে দেওয়ার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস: প্রকৃত অর্থ বের করা, বনাম পাঠ্যের মধ্যে আমাদের অর্থ দেওয়া। অবশ্যই, পূর্ববর্তীটি সঠিক এবং পরবর্তীটি ভুল। আমরা আমাদের নিজস্ব বিষয়গত ধারণাগুলিকে বাইবেলে নিয়ে আসা উচিত নয় এবং তারপরে আমরা যা ভাবি তা বাইবেল শিক্ষা দেয় সেই উপায়গুলি সন্ধান করা উচিত নয়। সেটি হবে যে বাইবেলে আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থ যুক্ত করছি। যাকোব ১:১৯ বলে, "প্রত্যেক মানুষ শ্রবণে দ্রুত হোক" এবং তারপর ২১ পদ বলে, "এবং গ্রহণ করুন"– "নম্রতার সাথে" রোপিত বাক্য "গ্রহন করুন।" বিশ্বাসী ঈশ্বর যা বলেন তা শোনার ইচ্ছা নিয়ে বাইবেলে আসে, বাইবেল নিজেই যা শিক্ষা দেয় তা গ্রহণ এবং বিশ্বাস করে। আমাদের নির্দেশনার ও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। ইব্রীয় ৪:২ শিক্ষা দেয় যে আমাদের অবশ্যই আমাদের শ্রবণকে বিশ্বাসের সাথে মিশ্রিত করতে হবে। আমরা যা শুনছি তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের অবশ্যই আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা,আমাদের নিজস্ব কুসংস্কার, সম্ভবত আমাদের নিজস্ব ইতিহাস বা ঐতিহ্য অনুসারে বাইবেলের ব্যাখ্যা করা এড়াতে হবে। আমাদের বাইবেলকে ব্যাখ্যা করতে হবে যেভাবে এটি লেখা আছে, এটি আসলে কী বলে তা বুঝতে এবং এর উপর আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ফলানোর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। সুতরাং এটি একটি ত্রুটি যার বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয় যা আমাদের বিবেচনা করা উচিত তা হল যে প্রতিটি ধর্মবিরোধী (heresy), প্রতিটি মিথ্যা শিক্ষাতত্ত্ব,শাস্ত্র থেকে তার অবস্থান সমর্থন করতে চায়। এটি কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়, কারণ শয়তান নিজেই

মরুভূমিতে খ্রীষ্টকে প্রলোভিত করার সময় একটি মিথ্যা উপায়ে শাস্ত্র উদ্ধৃত করেছিল। আপনি মথি ৪:১-১১-তে এটি সম্পর্কে পড়তে পারেন। অনুরূপভাবে মিথ্যা শিক্ষকরাও একই কাজ করবে। পৌল ২ করিন্থীয় ১১:১৩-১৪-এ এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, "কেননা এরূপ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, প্রতারক কর্মকারী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেশ ধারণ করে। আর ইহা আশ্চর্য্য নয়, কেননা শয়তান আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে।" তাই মিথ্যা শিক্ষকদের প্রবণতা শাস্ত্রের প্রতি আবেদন করা। শয়তান নিজেই তা করেছে। এমনকি ধর্মবিরুপকরা যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঐশ্বরিকতা ও ঐশ্বরিক মহিমা অস্বীকার করে তারাও ভুল ভাবে বাইবেল থেকে তা প্রমাণ করতে চায়। আর তাই বিশ্বাসীদের সতর্ক থাকতে হবে। একজন শিক্ষক বা প্রচারক শাস্ত্র উদ্ধৃত করে সেটিই যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন হল, তারা কী সঠিকভাবে সত্যকে ভাগ করছে এবং তাদের শিক্ষায় বাইবেল সঠিক ব্যাখ্যা করছে? তাই আমাদের সামনে এসে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

চতুর্থত, আমরা এটি ব্যবহারিকভাবে বিবেচনা করব। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে চিন্তা করার সময়, আমরা কয়েকটি প্রভাব তুলে ধরতে পারি। প্রথমত, সুসমাচারের পরিচারকদের তাদের প্রচার ও শিক্ষাদানে শাস্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যার প্রতি সতর্ক মনোযোগ দিতে হবে। নহিমিয় ৮-এ,আমাদের কাছে লেবীয়দের একটি বিবরণ আছে– পুরাতন নিয়মের পরিচারকরা, আমাদের কাছে তাদের একটি বিবরণ রয়েছে যা লোকেদের কাছে শাস্ত্র পাঠ করছেন। পদ ৭ এবং ৮ এর শেষে, এটি বলে যে তারা তাদের "বিধান বুঝতে পেরেছিল...তাই তারা ঈশ্বরের বিধানের পুস্তক স্বতন্ত্রভাবে পড়েছিল এবং অর্থ ব্যাখ্যা করেছিল এবং তাদের পড়া বোধগম্যতার এক কারণ হয়েছিল।" আপনি কী দেখছেন এখানে কী ঘটছে।এটি এক পালক হওয়ার অর্থ অতি উত্তমরূপে বর্ণনা করে। ঈশ্বরের বাক্য লোকেদের কাছে পাঠ করা হচ্ছে, কিন্তু তারপরে এর অর্থ ব্যখ্যা করার দায়বদ্ধতা রয়েছে,অর্থ দেওয়া লোকেদের শাস্ত্র বুঝতে সাহায্য করে। উদাহারণ স্বরূপ, আপনি মনে করুণ, প্রেরিত পুস্তকের ফিলিপ এবং ইথিয়পীয় নপুংসক। ইথিয়পীয় নপুংসক সঙ্গে ভ্রমণ করছেন, তিনি উচ্চস্বরে যিশাইয় পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে পড়ছেন। আর ফিলিপ তার কাছে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন যে আপনি যা পড়ছেন তা কি বুঝছেন এবং তিনি উত্তর দিলেন, "আমি কীভাবে বুঝব, যদি আমার কাছে একজন প্রচারক না থাকে?" আমি নিশ্চিত নই এর মানে কী। তাই ফিলিপ এসে তাকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন যে কীভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে যিশাইয়ের সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় এবং পবিত্র আত্মার পরিচর্যার সাথে সাথে তাকে বুঝতে সাহায্য করেন এবং তিনি সেই বাক্য বিশ্বাস করেন। তিনি মনপরিবর্তন করেন এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। অথবা আপনি প্রেরিত ১৮:২৪-২৮ এর কথা ভাবুন, আমাদের বলা হয়েছে যে আপল্লো, যিনি প্রভুর পথে নির্দেশিত হয়েছিলেন এবং যিনি আত্মায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন, তবুও তাঁকে ঈশ্বরের পথ ব্যাখ্যা করে দিতে হয়েছিল "আরো নিখুঁতভাবে," যেন তিনি এটি আরও স্পষ্টভাবে, আরও সম্পূর্ণভাবে, আরও সঠিকভাবে বুঝতে পারেন। তাই পালকদের জন্য এটি অপরিহার্য, যে তারা ঈশ্বরের লোকেদের নির্দেশ দেওয়ার সময় সাবধান হন এবং গভীর অধ্যয়ন ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করার জন্য নিজেদেরকে নিযুক্ত করেন।

দ্বিতীয়ত, আমরা এটাও শিখি যে পুরো বাইবেলের একটি নিয়মতান্ত্রিক অভ্যাসগত পাঠে জড়িত হওয়া অপরিহার্য। এবং এটি প্রতিটি খ্রীষ্টান জন্য সত্য। আমাদের পুরো বাইবেল পড়তে হবে, যার ফলস্বরূপ এটি যা শিক্ষা দেয় তার আরও ব্যাপক জ্ঞান লাভ হবে। আপনি প্রেরিত ২০:২৭-এ পৌলের কথা ভাবুন। তিনি ইফিষীয় প্রাচীনদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং তিনি বলেছেন, শোন, বাইবেল যা বলে সেই সমস্ত পরামর্শ তোমাদের শেখানোর জন্য আমি বিশ্বস্ত ছিলাম। আর তাই তোমারা যদি বাইবেলের অন্য অংশগুলিকে অবহেলা করার সময় শুধুমাত্র আপনার প্রিয় অংশগুলি পড়, তবে এটি আধ্যাত্মিক অপুষ্টির কারণ হবে এবং বাইবেলকে সঠিকভাবে নিজের আন্তঃপ্রকাশ করার ক্ষমতাকে বাধা দেবে। এখন এটি এই ভাবার বোকা ভুলের দিকে নিয়ে যেতে পারে যে আপনি একটি প্যাসেজের একটি নতুন, উদ্ভাবনী অর্থে পৌঁছেছেন, যা আমি বলেছি, বোকামি। এখন, আপনাকে বাইবেল সম্পূর্ণভাবে পড়তে হবে, আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত এবং পড়ার সময়, চিন্তা করতে এবং চিন্তা করতে হবে এবং ঈশ্বর যা বলছেন তার উপর ধ্যান করতে হবে। এবং আপনি যখন তা করবেন, তখন আপনি আবিষ্কার করবেন যে শাস্ত্রের এক জায়গায়, অন্য জায়গায়-হয়ত আরও অনেক জায়গায়-শাস্ত্রের মনে আসবে যে আপনি অন্য কোথাও পড়েছেন। এবং আমাদের কাছে প্রকাশিত ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে

পূর্ণাঙ্গ বোঝার জন্য আপনি সেই টুকরোগুলোকে একত্রিত করতে শুরু করবেন।

তৃতীয়ত, শাস্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যা আমাদের আধ্যাত্মিক বিচক্ষণতাকে খ্রীষ্টীয় পরিপক্কতায় শক্তিশালী করে এবং তা বিশ্বাসীদের বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। এটি ইব্রিয় ৫:১৩-১৪-এ বলা হয়েছে এবং বেরিয়ার বিশ্বাসীরা এর জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রেরিত ১৭:১১-এ আমরা পড়ি, "এরা থিষলনিকীয়ের বিশ্বাসীদের চেয়ে বেশি মহৎ ছিল, কারণ তারা মনের সমস্ত প্রস্তুতির সাথে বাক্য গ্রহণ করেছিল এবং প্রতিদিন শাস্ত্র অনুসন্ধান করেছিল, সেগুলি যেমন বলা হয়েছি সেইরুপ ছিল কিনা।" আমাদের ভাল বেরিয়ান বিশ্বাসী হতে হবে। আর পিতামাতারা তাদের সন্তানদের এতে সহায়তা করবেন; দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৬-৭ আমাদের তা শেখায়। এমনকি স্বামীরাও তাদের স্ত্রীদের সাহায্য করবে, যেমন ১ করিন্থীয় ১৪:৩৫ বলে। আমরা গীতসংহিতা ১১৯:১৮-এ গান করি, "তুমি আমার চোখ খুলে দাও, যেন আমি তোমার ব্যবস্থার বাইরের অসাধারন জিনিস দেখতে পারি।" এটি খ্রিস্টানদের আর্তনাদ: "প্রভু, আমাদের পবিত্র আত্মার সাহায্য প্রদান করুন, যাতে আমরা বাইবেলকে সঠিকভাবে বুঝতে পারি এবং এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পরিপক্কতায় বৃদ্ধি পেতে পারি।"

চতুর্থত, আমাদের জিজ্ঞাসা করে শুরু করতে হবে, এই অনুচ্ছেদের অর্থ কী? এটি জিজ্ঞেস করে নয়, যে এই অনুচ্ছেদটি আমার কাছে কী বোঝায়, বা এটি আমার জন্য কীভাবে প্রযোজ্য? আমরা সঠিক অর্থ বুঝতে পারার পরেই আমরা সেই অনুচ্ছেদ এবং এর প্রয়োগকে আমাদের নিজের জীবন এবং পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে চলে যাই। শাস্ত্রের বিশ্বস্ত ব্যাখ্যা ঈশ্বরের লোকেদেরকে যারা শাস্ত্রে ভাঁজ দেয় তাদের অগণিত ভুল থেকে রক্ষা করবে, ২ পিতর ৩:১৫-১৬ এই আঙ্গিকে কথা বলে। বিশ্বাসীকে "এদিক ওদিক ছুড়ে ফেলা এবং শিক্ষাতত্ত্বের প্রতিটি শিক্ষা সঙ্গে নিয়ে বয়ে যাওয়া উচিত নয়", যেমনটি আমরা ইফিষীয় ৪:১৪ তে পড়ি। বরং, তাদের "সবকিছু প্রমাণ করতে হবে" এবং "যা ভালো তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে," ১ থিষলনীকীয় ৫:২১।

এই বক্তৃতায়, আমরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিবেচনা করেছি, উল্লেখ্য যে ব্যাখ্যার একমাত্র অমূলক নিয়ম হল শাস্ত্র নিজেই। আমাদের অবশ্যই শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করতে হবে। আমরা পুরাতন এবং নতুন নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক বোঝার গুরুত্ব হস্থান্তর করার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি এবং পরবর্তী বক্তৃতায় আমরা সেই সম্পর্কটি বিবেচনা করব, যা আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। ঈশ্বর আমাদের পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয়ই দিয়েছেন এবং বিশ্বাসীদের সত্যিকারের বাইবেলের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসী হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য সম্পূর্ণ বাইবেলের প্রয়োজন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ১ – বক্তৃতা ১০

শাস্ত্রের ধারাবাহিকতা

একটি সুন্দর জায়গায় যাওয়ার কল্পনা করুন, সম্ভবত সমুদ্রের ধারে উপকূলরেখার একটি মনোরম অংশ, বা সম্ভবত পাহাড়ের উপরে যেখানে আপনি একটি সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারেন। কী হবে যখন আপনি সেই স্থানে পৌছবেন, যদি আপনাকে বলা হয় যে আপনি কেবল পাইপের একটি সরু টুকরো দিয়ে দৃশ্যাবলী দেখতে পারেন। আপনি নিশ্চয় খুব হতাশ হবে। তাই নয় কি? কারণ এটি আপনার দৃশ্যটিকে সীমাবদ্ধ করবে এবং পুরো দৃশ্যটি দেখার আপনার ক্ষমতাকে সীমিত করবে। আপনি সম্পূর্ণ দৃশ্যটি গ্রহণ করতে এবং সৌন্দর্যে অবদান রাখার জন্য সমস্ত অংশগুলি কীভাবে একত্রিত হয় তার প্রশংসা করতে অক্ষম হবেন।

পবিত্র শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। আমরা নিজেদেরকে শুধুমাত্র একটি অংশ বা ঈশ্বরের বাক্যের অংশে সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না। ঈশ্বর কে তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাওয়ার জন্য আমাদের পুরো বাইবেলের প্রয়োজন। আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত,বাইবেল এক ঈশ্বর,পরিত্রাণের এক পথ, সকলের এক ঈশ্বর এবং একমাত্র পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের সম্পর্কে এক মহিমান্বিত গল্পে উপস্থাপন করে। তাই সম্পূর্ণ বাইবেল খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র। কেবলমাত্র আমাদের এই শিক্ষা বজায় রাখলেই হবে না যে একমাত্র শাস্ত্রই ঈশ্বরের প্রামাণিক মান, কিন্তু আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্ত শাস্ত্রই সেই মানকে গঠন করে।

এটি আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের প্রথম মডিউলের চূড়ান্ত বক্তৃতা, যেখানে আমরা পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্বের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে প্রথম নীতির শিক্ষাটি আলোচনা করেছি। পূর্ববর্তী বক্তৃতায় আমরা বাইবেল নিজের সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখেছি। এই শেষ বক্তৃতায়, আমরা শাস্ত্রের ধারাবাহিকতা বিবেচনা করে আমাদের সিরিজটি শেষ করব–অর্থাৎ, বাইবেল একটি অবিভাজ্য বইতে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, একীভূত বার্তা উপস্থাপন করে। আমাদের অন্যান্য বক্তৃতাগুলির মতো আমরা শাস্ত্রীয়ভাবে, শিক্ষাগতভাবে, বিতর্কমূলকভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে ধারাবাহিকতার উপর বাইবেলের শিক্ষার দিকে নজর দেব।

তাই প্রথমত, আমরা শাস্ত্রের ধারাবাহিকতাকে শাস্ত্রীয়ভাবে বিবেচনা করব। আমি আপনার মনোযোগ লূক ২৪ অধ্যায়ে মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পরে আমাদের দেওয়া বিবরণের দিকে পরিচালিত করব। সেখানে খ্রীষ্ট ইম্মায়ুসের পথে দুই শিষ্যের মুখোমুখি হন এবং আমরা ২৭ পদে এই শব্দগুলি পড়ি, "পরে তিনি মোশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।" তাই খ্রীষ্ট পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র খুললেন, যাকে "মোশি এবং ভাববাদী" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রমাণ করলেন যে সমস্ত শাস্ত্র তাঁর সম্পর্কে কথা বলে। তারা সবাই তাঁর দিকে ইশারা করল এবং তাঁর কথা বলে। অন্য কথায়, পুরাতন নিয়ম স্পষ্টভাবে খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক। পরবর্তীতে সেই একই অধ্যায়ে, যীশু তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি একই বিষয়কে শক্তিশালী করেছিলেন। আমরা ৪৪ ও ৪৫ পদে পড়ি, "পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, আমার সেই বাক্য এই, মোশির ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণের গ্রন্থে এবং গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে, সেই সকল অবশ্য পূর্ণ হইবে। তখন তিনি তাঁহাদের বুদ্ধিদ্বার খুলিয়া দিলেন, যেন তাঁহারা শাস্ত্র বুঝিতে পারেন।" আবার লক্ষ্য করুন যে যীশু পুরাতন নিয়ম বলতে এখানে "মোশি, ভাববাদী এবং গীতসংহিতা"-কে বর্ণনা করছেন, সেখানে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে; যেমন তিনি বলেছিলেন, "আমার বিষয়ে।"

যীশু ইম্মায়ুসের পথে দুই শিষ্যের সাথে দেখা করে চলে যাওয়ার পরে, আমরা ৩২ পদে তাদের উপর

এর ব্যবহারিক প্রভাবের কথা পড়ি। এতে বলা হয়েছে, তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের সঙ্গে পথ চলতে চলতে তিনি যখন আমাদের কাছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করছিলেন,তখন কী আমাদের অন্তরে এক আবেগের উত্তাপ অনুভব হচ্ছিল না?" একইভাবে, অন্যান্য শিষ্যরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে প্রতিক্রিয়া জানায়, যেমন আপনি ৪১ পদে দেখতে পাবেন। খ্রীষ্ট বাইবেল থেকে তাদের মনের চোখ খুলে দিলেন এবং পুরাতন নিয়ম যে তাঁকে প্রকাশ করেছে তা তাদের দেখতে এবং বুঝতে সাহায্য করলেন।এটি কেবল তাদের মনে তথ্য যোগ করেনি। খ্রীষ্টের এই জ্ঞান তাদের হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করেছিল এবং তাদের অন্যদের কাছে যাওয়ার এবং বলার জন্য উদ্যোগী করেছিল।

বাইবেল, অবশ্যই, পুরাতন নিয়ম দিয়ে শুরু হয় এবং কিছু লোক আজ মনে করে যে খ্রীষ্ট এবং পরিত্রাণ সম্পর্কে আমাদের যা শিখতে হবে তা হল নতুন নিয়মে জানা। তারা হয়তো জানে পুরাতন নিয়ম কী বলে, কিন্তু তারা জানে না কিভাবে এটা খ্রীষ্ট এবং সুসমাচারে পরিপূর্ণ। আমাদের পুরো বাইবেল দরকার কারণ পুরাতন নিয়ম ব্যাতিরেকে আমাদের খ্রীষ্টের অসম্পূর্ণ জ্ঞান থাকবে। সর্বোপরি, পুরাতন নিয়ম বাইবেলের ৩/৪ অংশ গঠন করে এবং ঈশ্বর শাস্ত্রে যা প্রদান করেন তার ৩/৪ অংশ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না।

পুরাতন নিয়ম– নতুন নিয়ম বোঝার জন্যও প্রয়োজনীয়, যেহেতু নতুন নিয়ম– পুরাতন নিয়মে যে সমস্ত বিষয় পাওয়া যায় তা পুনরাবৃত্তি করে না এবং করতেও পারে না। তাই পুরাতন নিয়মকে সঠিকভাবে না বোঝা নতুন নিয়মকে ভুল বোঝার বাধা দেয়। পুরাতন নিয়ম হল সেই বাইবেল যা খ্রীষ্ট এবং আদি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা উভয়েই পড়েছে, মুখস্ত এবং অধ্যয়ন করেছিল, নতুন নিয়মের বইগুলি পরবর্তীকালে ঈশ্বরের দ্বারা যুক্ত করা হয়েছিল, যেমনটি আমরা আগের বক্তৃতায় দেখেছি। তাই পৌল যখন তিমথিকে বলেছিলেন, ২ তিমথি ৩:১৫-তে "এবং ছোটোবেলা থেকে কীভাবে পবিত্র শাস্ত্র জেনেছ, তাও তুমি জানো। সে সবকিছু খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের জন্য তোমাকে বিজ্ঞ করে তুলতে সক্ষম।" এটি সেই পুরাতন নিয়মের মাধ্যমেই তিমথি খ্রীষ্ট এবং পরিত্রাণ জানতে পেরেছিলেন।

একটি অত্যাধিক ধারাবাহিকতা রয়েছে যা সম্পূর্ণ বাইবেলকে একত্রিত করে। পুরাতন নিয়মের জ্ঞান নতুন নিয়ম বোঝার জন্য অপরিহার্য এবং নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়মের উপর *(ঘটনা/গুলি)* পূর্বঅনুমান করে এবং রচিত এর বিষয়বস্তু, এর ভাষা, এর শিক্ষা, এর নীতি, এর ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি। এইভাবে, নতুন নিয়ম পড়ার সময় আমাদের প্রায়ই পুরাতন নিয়মের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং নির্দেশ করে। একইভাবে, পুরাতন নিয়মকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের নতুন নিয়মের প্রয়োজন। আমরা নতুন নিয়মে এর পরিপূর্ণতার আলোকে পুরাতন নিয়ম পড়ি। তাই আপনি এখানে দেখতে পারেন, শাস্ত্রীয়ভাবে, ধারাবাহিকতার এই বিষয়বস্তুর একটি ভূমিকা, পুরো বাইবেলকে একসাথে বেঁধে রাখে।

দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আমাদের একটি শিক্ষাগত ওভারভিউ বিবেচনা করতে হবে। এখানে আমরা বাইবেল আমাদের জন্য যে আরও বিশদ পার্থক্য এবং বিভাগগুলি প্রদান করে তার কিছু ব্যাখ্যা করব। তাই আমরা ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ,অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদ ২ দিয়ে শুরু করি। আপনার এই কথাগুলো মনে থাকতে পারে। এটি বলে, "পবিত্র শাস্ত্রের নামে, বা ঈশ্বরের বাণী লিখিত রূপে, এখন পুরাতন ও নতুন নিয়মের সমস্ত বইগুলি রয়েছে।" আপনি যদি ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশনে এগিয়ে যান, আপনি আবিষ্কার করবেন যে, অধ্যায় ৭-এ, এটি শাস্ত্রে প্রকাশিত অনুগ্রহের চুক্তির সাথে সম্পর্কিত। একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, যদিও পুরাতন ও নতুন নিয়মের অধীনে সেই নিয়মের পরিচালনা (বন্দোবস্ত) একটু ভিন্নভাবে করা হয়েছে, তবু অনুগ্রহের সেই এক নিয়মটি পুরাতন ও নতুন নিয়মে একই থেকে গিয়েছে। তাই অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ ৫ বলে, "এই চুক্তিটি ব্যবস্থার সময়ে এবং সুসমাচারের সময়ে ভিন্নভাবে পরিচালিত হয়েছিল।" কিন্তু এটি আরও স্পষ্ট করে, অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ ৬, "অতএব অনুগ্রহের দুটি চুক্তি নেই, কিন্তু এক এবং একই চুক্তি বিভিন্ন আনুশাসনের যুগের অধীনে," বা বিভিন্ন সময়ের অধীনে।

এটি আমাদের ঈশ্বরের প্রকাশনের প্রগতিশীল প্রকৃতি বিবেচনা করতে এগিয়ে নিয়ে আসে। ঈশ্বরের প্রকাশনের উদ্ভাসিত অগ্রগতি সম্পর্কে চিন্তা করা সহায়ক। তাই আমরা ইব্রিয় ১ অধ্যায়ে প্রথম দুটি পদে পড়ি, "অতীতে ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বহুবার বিভিন্নভাবে কথা বলেছেন, কিন্তু

এই শেষ যুগে, তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমেই আমাদের কাছে কথা বলেছেন, যাঁকে তিনি সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন এবং যাঁর মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।" ঈশ্বর তাঁর সম্পূর্ণ প্রকাশের চূড়ান্ত পণ্যটি একবারে প্রদান করেননি। আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত বাইবেলের ইতিহাস জুড়ে তিনি ধারাবাহিক সময়ে এটি প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মুক্তির জন্য মুক্তির ইতিহাসের মাধ্যম বেঁছে নিয়েছিলেন কেবলমাত্র একটি বৃহৎ কর্মের মাধ্যমে নয়। তাঁর পরিত্রাণের ইতিহাস হল খ্রীষ্টে তাঁর লোকেদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার ধীরে ধীরে প্রকাশন, যা আদিপুস্তক থেকে শুরু করে এবং ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের অগ্রগতির মাধ্যমে, খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ণ আলোর দিকে পরিচালিত করে এবং তাঁর ব্যক্তি ও কাজের নতুন নিয়মের প্রকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই বাইবেলে লিপিবদ্ধ সময়ের সাথে ঈশ্বরের মুক্তির প্রকাশন কালানুক্রমিকভাবে বৃহত্তর স্পষ্টতা এবং বৃহত্তর পূর্ণতার সাথে প্রকাশ পেয়েছে। অতএব, আমাদের যেকোন একটি অনুচ্ছেদ বা একটি একক বাইবেলের গল্পকে সামগ্রিকভাবে শাস্ত্রের বার্তার সাথে সম্পর্কিত করতে হবে। আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজের সাথে পুরাতন এবং নতুন নিয়মের সমস্ত অংশের সম্পর্ক দেখতে হবে এবং সেই সঙ্গে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের প্রতি এর প্রভাবও লক্ষ্য করতে হবে।

তৃতীয়ত, এই শিক্ষাতত্ত্বগত বিবেচনার অধীনে, আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে নতুন নিয়ম নিজেই আমাদের শেখায় যে পুরাতন নিয়মের বইগুলি খ্রীষ্ট এবং সুসমাচার সম্পর্কে ঈশ্বরের সত্য বাক্য। তাই পুরাতন নিয়মে শাস্ত্রের বিষয়ে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য শুনুন। তিনি যোহন ৫:৩৯ এ বলেছেন, "তোমরা মনোযোগ সহকারে শাস্ত্র পাঠ করে থাকো, কারণ তোমরা মনে করো যে, তার মাধ্যমেই তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করেছ। সেই শাস্ত্র আমারই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে।" তোমরা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতে তবে আমাকে বিশ্বাস করতে: কারণ তিনি আমার সম্পর্কে লিখেছেন। কিন্তু তোমরা যদি তাঁর লেখা বিশ্বাস না কর তবে আমার কথা বিশ্বাস করবে কি করে? এটি আমরা ৪৬ ও ৪৭ পদে দেখতে পায়। এটিই প্রমাণ করে, যা আমরা এর আগে লূকের ২৪-এ এই বক্তৃতার ভূমিকায় দেখেছি। আপনি যদি খ্রীষ্টকে ভালোবাসেন,তাহলে আপনার পুরাতন নিয়মকে ভালোবাসতে হবে, কারণ পুরাতন নিয়ম এটি কেবল আকর্ষণীয় গল্পের সংকলন নয় এবং এটি কেবল নৈতিক পাঠের তালিকায় সীমাবদ্ধও হতে পারে না। এর মহান বার্তাটি খ্রীষ্ট এবং পরিত্রাণের ঘোষণা করে, যা আজকের খ্রীষ্টানদের কাছে পুরাতন নিয়মের প্রাসঙ্গিকতা প্রদর্শন করে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা দেখি কিভাবে পৌল, পুরাতন নিয়ম, খ্রীষ্ট এবং নতুন নিয়ম অইহুদী বিশ্বাসীদের মধ্যে সংযোগ চিত্রিত করেন। তিনি গালাতীয় ৩:২৯ -এ বলেছেন, "আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তাহলে তোমরা অব্রাহামের বংশ, সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উত্তরাধিকারী।" সেই সংযোগগুলির উদাহরণগুলি সমগ্র নতুন নিয়ম জুড়ে প্রচুর দেখতে পায়।তাই আমরা খ্রীষ্টের শিক্ষার ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকতা দেখতে পাই।

চতুর্থত, আমরা অনুগ্রহের চুক্তির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা দেখতে পাই। আমাকে পুরাতন এবং নতুন নিয়মের মধ্যে ধারাবাহিকতা, সেইসাথে বিচ্ছিন্নতার বৈধ পয়েন্ট উভয়ই নোট করতে দিন। অনুগ্রহের চুক্তির বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা প্রাথমিকভাবে পুরাতন এবং নতুন নিয়মের ধারাবাহিকতা এবং সংযোগের উপর জোর দেয়। আপনি অনুগ্রহের একটি চুক্তি দেখতে পাচ্ছেন যা আদিপুস্তক ৩:১৫-এর সেই প্রথম সুসমাচার প্রতিশ্রুতি থেকে প্রসারিত এবং তারপর ধীরে ধীরে প্রকাশিত এবং প্রসারিত হয়। তাই আমরা নোহ, আব্রাহাম, মোশি, দায়ুদের কাছে আসি এবং তারপর অবশেষে, অবশ্যই, এখন নতুন চুক্তিতে প্রবেশ করি। সমস্ত পথ ধরে, ঈশ্বর একই মৌলিক প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন: "আমি তোমার ঈশ্বর হব; তোমরা আমার লোক হবে।" পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয়ই একই ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, যিনি অপরিবর্তনীয়; প্রকৃতপক্ষে যিনি পরিবর্তন হতে পারেন না। সুতরাং পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর এবং নতুন নিয়মের ঈশ্বরের মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ বৈসাদৃশ্য চিত্রিত করতে হবে, একটি ধ্বংসাত্মক ত্রুটি হবে যা অতীতের ধর্মবিরোধীরা প্রায়শই শিখিয়েছিল। পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম উভয়ই একই ত্রাণকর্তাকে প্রকাশ করে; পুরাতন নিয়ম বিভিন্ন প্রতীক, ছায়া এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করে এবং নতুন নিয়ম তাঁর আগমনের পূর্ণ মহিমায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কাজকে উন্মোচন করে। উভয় নিয়মে অনুগ্রহের একই সুসমাচার উল্লেখ করা হয়েছে। সমসাময়িক পরজাতীয় বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা রক্ষা পায়, ঠিক যেমন আব্রাহাম পেয়েছিলেন এবং ঠিক যেমন অন্যান্য পুরাতন নিয়মের

বিশ্বাসীরাও মুক্তি পেয়েছিলেন। বাইবেলের ইতিহাস জুড়ে পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের একাধিক পরিকল্পনা নেই। তিনি পতনের পরে তাঁর লোকেদের মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি একক মহাপরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তাই পুরাতন নিয়ম অনুগ্রহের চুক্তিতে এই সুসমাচার সামগ্রীতে পরিপূর্ণ।

আশ্চর্যের বিষয় নয় উভয় নিয়মই এক লোকেদের ঈশ্বর, একটি মণ্ডলী, দুটি ভিন্ন প্রশাসনের অধীনে, একটি পুরানো এবং একটি নতুনকে প্রতিনিধিত্ব করে। নতুন নিয়মে মণ্ডলী অবশ্যই, অইহুদী বিশ্বাসীদের আগমনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে, যেমনটি পুরাতন নিয়মের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

ধারাবাহিকতার সমস্ত বিষয় যা আমরা উল্লেখ করছি এই সত্যটিকে শক্তিশালী করে যে পুরো বাইবেলটিই খ্রীষ্টান শাস্ত্র এবং আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের এবং তাঁর মুক্তির এই সম্পূর্ণ বাইবেলের প্রকাশ অধ্যয়ন করতে এবং বুঝতে হবে। কিন্তু আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি যে পুরাতন ও নতুন নিয়মে অনুগ্রহের চুক্তির প্রশাসনের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এটি যেন আমাদের আশ্চর্য না করে, কারণ পুরাতন নিয়ম ভবিষ্যতের বিষয়গুলির ভবিষ্যদ্বাণী করে, নতুন নিয়ম আমাদের বলছে যা পূর্ণ হয়েছে এবং যা ইতিমধ্যেই এসেছে। তাই বিরতির এক পয়েন্ট আছে। আর এটি অপসারণ করবে, উদাহরণস্বরূপ, পুরাতন নিয়মের আনুষ্ঠানিক আইন, প্রতিষ্ঠান এবং প্রবিধানগুলি। নতুন নিয়ম শুদ্ধিকরণের আচার-অনুষ্ঠান এবং শুদ্ধ ও অপবিত্র নিষেধাজ্ঞার আচার-অনুষ্ঠানের সাথে বলিদান এবং বেদী এবং পুরোহিতদের আনুষ্ঠানিক উপাসনাকে একপাশে সরিয়ে দেয় বা বাতিল করে। প্রতিশ্রুত ভূমির তাৎপর্যও বাস্তবতার সাথে প্রতিস্থাপিত হয়েছে যা এটি প্রতীকী। সে সব জিনিস ছিল ছবি; তারা পথপদর্শক ছিল; তারা ছিল অস্থায়ী ছায়া যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করছিল। কিন্তু এখন খ্রীষ্ট এসেছেন এবং যেমন পৌল বলেছেন, আমরা ছায়ার দিকে ফিরে যাব না বর্তমানে যখন আমরা সেই ব্যক্তির সামনে দাঁড়াবো যাকে তারা (পুরাতন নিয়ম) চিত্রিত করেছে। তা করা খ্রীষ্টের প্রতি অবমাননাকর হবে এবং তাঁর সমাপ্ত কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বলিদান এবং সেই সমস্ত অন্যান্য জিনিস দূরে করা হয়েছে।

আরেকটি পার্থক্য হল রাজ্য বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। পুরাতন নিয়ম অইহুদীদের সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়নি– রাহাব, যাকে আনা হয়েছিল বা রূত, বা হিত্তিয় ঊরিয় এবং অন্যান্যদের কথা ভাবুন। কিন্তু আনুপাতিকভাবে কম বিধর্মীদের চুক্তি এবং পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর মধ্যে ছিল। আর এটি কেন করা হয়েছে তাঁর কারণ হল: পুরাতন নিয়ম প্রাথমিকভাবে একটি "এসো এবং দেখুন" মডেল ছিল। ঈশ্বর কানান দেশকে সাধারণভাবে– প্রতিশ্রুত ভূমি– এবং বিশেষ করে জেরুজালেমকে জাতিদের জন্য একটি আলো হিসেবে স্থাপন করেছিলেন। তাই কিছু বহিরাগতরা আসতে এবং যিহোবা সম্বন্ধে শিখতে এবং তাঁর পরিত্রাণ পেতে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু নতুন নিয়ম একটি দায়িত্বভার জারি করে যা একটি "যাও এবং বলো" মিশন, "এসো এবং দেখুন" নয়। সুসমাচার জেরুজালেম থেকে শুরু করে, যিহূদিয়া, সমরিয়া হয়ে পৃথিবীর একেবারে প্রান্ত পর্যন্ত জাতিদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তাই মিশনটি ইস্রায়েলে স্থানীয়ভাবে নয়, সর্বজনীনভাবে খ্রীষ্টের রাজ্য সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করে। এই চুক্তির প্রতিশ্রুতির প্রাপকদের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি গোত্র ও ভাষার লোক অন্তর্ভুক্ত হবে। পরজাতীয় জাতিগুলিকে শিষ্য হতে হবে এবং খ্রীষ্টের উত্তরাধিকারে যুক্ত করতে হবে। অইহুদী জগতের প্রতি এই মিশন, অবশ্যই, আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায় থেকে সমগ্র পুরাতন নিয়ম জুড়ে এটির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নতুন নিয়মের মণ্ডলী, গত শতাব্দীতে তার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের সবকটিতে, প্রধানত অইহুদীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে।

বিচ্ছিন্নতার একটি শেষ বিভাগ নতুন নিয়মে আশীর্বাদের বৃহত্তর মাত্রার সাথে সম্পর্কিত, যা খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজ থেকে উদ্ভূত। পঞ্চাশত্তমিতে আত্মার পূর্ণতার একটি বৃহত্তর পরিমাপ দেওয়া হয়। পার্থিব যাজকদের সাহায্য ছাড়াই ঈশ্বরের সাথে আমাদের আরও প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক যোগাযোগ হবে। আমাদের একটি বর্ধিত আশ্বাস এবং উচ্চতর শক্তি এবং পবিত্রতা রয়েছে, আরও অনেক কিছু যোগ করা যেতে পারে। তাই বিরতির পয়েন্ট আছে। এটি কোনোভাবেই পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের ধারাবাহিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া থেকে বিঘ্নিত হয় না, যেমনটি আমরা দেখেছি।

পঞ্চমত, আরেকটি বিষয় হবে ঈশ্বরের আইনের স্থায়ীত্ব। তাই ঈশ্বরের নৈতিক আইন, যা দশটি আদেশে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, ঈশ্বরের চরিত্র এবং তাঁর ঐশ্বরিক ইচ্ছা এবং সঠিক ও অন্যায়ের মানদণ্ড হিসাবে সমস্ত যুগের সকল মানুষের জন্য একই থাকে। খ্রীষ্ট হলেন সর্বোপরি আইনদাতা। এছাড়াও তিনি তাঁর পার্থিব পরিচর্যায় ছিলেন আইন রক্ষক। আর তিনি সেই ব্যক্তি যিনি আইনের অভিশাপ, পাপের শাস্তি ভোগ করেন। অন্য কথায়,আইন খ্রীষ্টকে আমাদের কাছে আরও মূল্যবান করে তোলে। তিনি নিখুঁতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসীর জন্য আইনের সমস্ত অনুশাসন মেনে চলেন। বিশ্বাসী তাঁর সাথে একত্রিত হয়,যিনি আমাদের জন্য এমন করেছেন যা আমরা নিজেদের জন্য কখনও করতে পারিনি।

নতুন নিয়মে, যীশু এবং পৌল নৈতিক আইনের ব্যবহারের বিকৃতির মোকাবিলা করেছেন, কিন্তু তারা এটির সঠিক ব্যবহার রক্ষা করছেন এবং সমর্থন করছেন। পৌল ন্যায্যতা বা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার উপায় হিসাবে আইনের ব্যবহারকে খণ্ডন করার পরে, রোমীয় ৩:৩১ এ বলেছেন, "তবে আমরা কি বিশ্বাস দ্বারা ব্যবস্থা নিষ্ফল করিতেছি? তাহা দূরে থাকুক; বরং ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতেছি।" আর তাই ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। এটি পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের আইনের প্রতি বিশ্বাসীদের ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটেছে। তাই পুরাতন নিয়মে আমরা গান করি, গীতসংহিতা ১১৯:৯৭-এ, "আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালবাসি! তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়।।" অথবা গীতসংহিতা ১-এ, "কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তাঁহার ব্যবস্থায় দিবারাত্র ধ্যান করে।" যিহোশূয় এটি উদাহারণ সহ ব্যাখ্যা করে, যিহোশূয় ১:৮-এ "তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থাপুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্ব্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবে।" আপনি নতুন নিয়মে ফিরুন এবং আমরা সেখানে অভিন্ন ভাষা খুঁজে পাই। উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় ৭:১২, ১৪ এবং ২২ পদে বলা হয়েছে "যেহেতু ব্যাবস্থা পবিত্র,আদেশ পবিত্র, ন্যায়সঙ্গত এবং ভাল...কারণ আমরা জানি যে ব্যবস্থা হল আধ্যাত্মিক।" তিনি আরও বলেন, "কারণ আমি অভ্যন্তরীণ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আনন্দিত হয়।" এটা দায়ুদের বক্তব্য। আরও আমরা ১ তিমথি ১:৮-এ দেখি, "কিন্তু আমরা জানি যে ব্যবস্থা ভাল, যদি একজন এটিকে বৈধভাবে ব্যবহার করে।" যোহন নিজে ১ যোহন ৫:৩-এ এই কথা বলেছেন, "কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্ব্বহ নয়।" তারা আমাদের জন্য বোঝা নয়। তারা খ্রীষ্টানদের আনন্দ এবং তাই ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক ক্রমবর্তমান বাধ্যবাধকতার ধারাবাহিকতা রয়েছে।

ধারাবাহিকতার আরেকটি উদাহরণ গীতসংহিতার সাথে সম্পর্কিত। গীতসংহিতা বইটি পুরাতন নিয়মের বই যা প্রায়শই নতুন নিয়মে উদ্ধৃত হয়েছে। এটি গড়ে নতুন নিয়মের প্রতি উনিশটি পদে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই নতুন নিয়মেও এর একটি কেন্দ্রীয় স্থান রয়েছে। একা এটির জন্য গীতসংহিতাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি প্রয়োজন, তবে সামগ্রিকভাবে শাস্ত্রে তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানও রয়েছে। ঈশ্বর গীতসংহিতাকে প্রশংসার একটি স্থায়ী ম্যানুয়াল হিসাবে প্রদান করেছেন। তাই গীতসংহিতা সকল যুগে মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত গীত পুস্তক এবং তাই আপনি এখানে ধারাবাহিকতা দেখতে পারেন। বাইবেল দ্ব্যর্থহীনভাবে শিক্ষা দেয় যে উপাসনা গান লেখার জন্য ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা একটি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রশংসার মধ্যে একটি সংযোগ আছে লেখকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভবিষ্যদ্বাণীর দান থাকা প্রয়োজন এবং তারা আরাধনার জন্য অনুপ্রাণিত গান লিখছিলেন। একটি উদাহরণ হল ২ শমূয়েল ২৩:১-২, যা বলে, "দায়ূদের শেষ বাক্য এই। যিশয়ের পুত্র দায়ূদ কহিতেছে, সেই উচ্চীকৃত পুরুষ কহিতেছে, যে যাকোবের ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিষিক্ত, যে ইস্রায়েলের মধুর গায়ক, সে কহিতেছে,আমার দ্বারা সদাপ্রভুর আত্মা বলিয়াছেন, তাঁহার বাণী আমার জিহ্বাগ্রে রহিয়াছে।" আপনি জানেন যে,ভাববাদী পদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং অনুপ্রাণিত গানের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা শাস্ত্রে তার জনসাধারণের উপাসনায় ঈশ্বরের প্রশংসায় গাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত মানব রচনা বা গান যা কেবলমাত্র মানুষদের দ্বারা রচিত হয় ব্যবহারের জন্য কোন চেতনা খুঁজে পাই না। তাই আপনি সেখানে ধারাবাহিকতা দেখতে পাচ্ছেন, সেইসাথে, পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই গীতসংহিতার

গুরুত্বপূর্ণ স্থানে।

তৃতীয়ত, আমাদের অবশ্যই কিছু প্রাথমিক যুক্তি বিবেচনা করতে হবে এবং উত্তর দিতে হবে যা পবিত্র শাস্ত্রের ধারাবাহিকতাকে দুর্বল করে দেয়। এটি নিশ্চিত করবে যে আমরা এই ত্রুটিগুলি খণ্ডন করতে সজ্জিত। প্রথমত, কেউ কেউ পুরাতন এবং নতুন নিয়মের মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ বিভাজন আঁকেন, জোর দিয়ে বলেন যে পুরাতন নিয়ম-নতুন নিয়মের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়, সম্ভবত এটি কেবলমাত্র গল্পগুলি প্রদান করে যা নৈতিক শিক্ষাকে চিত্রিত করে। যেমনটি আমরা ইতিমধ্যেই এই বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি, এটি বাইবেলের ৩/৪-এর অধিকাংশই নিষ্পত্তি করবে। আর এটি বাইবেলের সেই অংশের নিষ্পত্তি করবে যার উপর নতুন নিয়মের লেখকরা নির্ভর করেছিলেন। তারা সেই শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং তারা সেই শাস্ত্রগুলিকে উদ্ধৃত করেছিল এবং তারা সেই শাস্ত্রগুলিকে সংযুক্ত করেছিল এবং সেই শাস্ত্রগুলিকে প্রয়োগ করেছিল, এমনকি নতুন নিয়মের পৃষ্ঠাগুলির মধ্যেও৷ পুরাতন নিয়মের নিষ্পত্তি করা আধ্যাত্মিকভাবে নিজেদেরকে দরিদ্র করা হবে। না,ঈশ্বর আমাদের একটি সম্পূর্ণ বাইবেল দিয়েছেন। তিনি আমাদের শুধু নতুন নিয়ম দেননি, তিনি আমাদের পুরো বাইবেল দিয়েছেন এবং তাই নম্রতা, দয়া এবং বিশ্বাস ঈশ্বর নিজে যা দিয়েছেন তা সবই পাবেন।

দ্বিতীয়ত এবং এর সাথে সম্পর্কিত, কেউ কেউ ভুলভাবে শেখায় যে নৈতিক আইন, দশ আজ্ঞা, নতুন নিয়মে বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু এটি যীশু নিজে যা শিক্ষা দেন তার বিরোধিতা করে। খ্রীষ্ট স্পষ্ট করেন যে তিনি নৈতিক আইন বাতিল করেননি। মথি ৫:১৭-১৯-এ,যীশু বলেছেন, "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটী আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান্ বলা যাইবে।" ঠিক আছে, মথি ৫-এ, যীশু দশটি আজ্ঞার ব্যাখ্যা করে যান এবং ফরীশীদের বিকৃতি– সংস্করণ– ও তাদের গঠিত ব্যবস্থার খণ্ডন করেন; কিন্তু লক্ষ্য করুন যে তিনি ব্যবস্থার দাবিগুলিকে কম করেননি, তিনি প্রকৃতপক্ষে তাদের শক্তিশালী করে দেখিয়েছেন যে ব্যবস্থায় আসল এবং সঠিক অভিপ্রায় হৃদয়ে প্রয়োগ করা উচিত, কেবল হাতে নয়। এটা আমাদের গোপন চিন্তা এবং উদ্দেশ্য প্রযোজ্য, শুধুমাত্র আমাদের বাহ্যিক কর্ম নয়। পৌলের পত্রগুলি জুড়ে, আমরা তাঁকে একই কথা নিশ্চিত করতে দেখি, যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এটা বিশ্বাস করা বা শেখানো ভুল যে দশ আজ্ঞার যে কোনো একটিকে নতুন নিয়মে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, এটা বিশ্বাস করাও ভুল যে দুটি ঈশ্বরের লোক আছে-একটি পুরাতন নিয়ম এবং অন্যটি নতুন নিয়মের মণ্ডলী– অথবা একটি যে পার্থিব এবং একটি স্বর্গীয়। আপনি যদি শাস্ত্র মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন,আপনি লক্ষ্য করবেন যে পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছিল, ভিন্ন উপায়ে বা ভিন্ন পদ্ধতিতে এবং এমনকি পুরাতন নিয়মের অধীনেও, অন্যজাতিদের মণ্ডলীতে যুক্ত করা হয়েছিল,যেমন আমরা আগে উল্লেখ করেছি। নতুন নিয়মের মণ্ডলী ইহুদি এবং পরজাতি উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। সুসমাচার হল পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি "প্রথমে ইহুদীদের জন্য এবং তৎপরে অইহুদীদের জন্যও।" তাই আমরা নতুন নিয়মে এই মহান প্রবাহ দেখতে পাই এবং পৌল স্পষ্ট করেছেন, ইফিষীয় ২-এ, যে "বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর" যেটি ইহুদি এবং পরজাতীয়দের পৃথক করেছিল "ভেঙে গেছে" যে তারা খ্রীষ্টে "এক দেহ" এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার মাধ্যমে এক; যে প্রভু একটি গৃহ তৈরি করছেন, যেটিতে তিনি নিজে বাস করবেন এবং প্রত্যেক বিশ্বাসী, ইহুদি এবং অন্যজাতি উভয়ই সেই গৃহের দেয়ালে পাথরের মতো যুক্ত করা হয়েছে যেটিতে ঈশ্বর নিজে বাস করতে চান। তাই এটা আমাদের অবাক করে না, যখন স্তিফান প্রেরিত ৭-এ কথা বলছেন, যে তিনি পুরাতন নিয়মকে "মণ্ডলী" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তিনি বলছেন "প্রান্তরে মণ্ডলী"। না, এটি ঈশ্বরের এক লোক, এক ঈশ্বর, এক খ্রীষ্ট, এক ত্রাণকর্তা, এক সুসমাচার আছে; আর তাই পুরাতন নিয়মে,যদিও মণ্ডলী প্রধানত ইহুদিদের নিয়ে গঠিত ছিল, এটি ছিল ঈশ্বরের এক লোকেরা এবং এটি নতুন নিয়মে ঈশ্বরের সেই একই লোক, যা এখন প্রধানত অন্যজাতিদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং

ঈশ্বরের একই লোক আছে।

উদাহারণ স্বরূপ, আপনি সর্বশেষে এবং খুব সংক্ষিপ্তভাবে লক্ষ্য করবেন, বিশেষ করে চতুর্থ আদেশের সাথে ধারাবাহিকতা। চতুর্থ আজ্ঞা বিশ্রামবারের দিন সম্পর্কিত। আর আমরা লক্ষ করি যে বিশ্রামবার পতনের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে, ঈশ্বর সাতটির মধ্যে একটি দিন আলাদা করেছেন এবং "পবিত্র করেছেন"– তিনি এটিকে আলাদা করেছেন, তিনি এটিকে পবিত্র করেছেন, এমন একটি দিন যা সম্পূর্ণরূপে তাঁর জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল। আপনি যখন আবার শাস্ত্রের প্রকাশন দেখবেন, আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি মোশির কাছে আসার সাথে সাথে এটির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কিছুর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশন রয়েছে। আপনি যখন দশ আজ্ঞার কাছে আসবেন তখন আরও বেশি স্পষ্টতা দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে যাত্রাপুস্তকের শেষের দিকে এবং সমস্ত পুরাতন নিয়মের মধ্যে– যিশাইয় ৫৮:১৩-১৪ এবং অন্যান্য অংশ-আমাদের হৃদয় থেকে বিশ্রামবারের আধ্যাত্মিক রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে আমাদেরকে বলে। আমরা নতুন নিয়মে আসি-সেই আদেশ-নিষ্পত্তি হয় না। না, এটিকে এখন নতুন নিয়মের অধীনে, প্রায়শই বলা হয়-প্রভুর দিন, যেমনটি আমরা প্রকাশিত বাক্য ১-এ দেখি। এটি খ্রীষ্টীয় বিশ্রামবার বা প্রভুর দিন। সপ্তাহের শেষ দিন থেকে সপ্তাহের প্রথম দিনে একটি পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সেই চলমান বাধ্যবাধকতা সাত দিনের মধ্যে একদিন প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা, আমাদের সাধারণ কাজ ও বিনোদন থেকে বিরত থাকা এবং সার্বজনীন ও ব্যক্তিগত উপাসনার অনুশীলনে নিজেদেরকে ব্যয় করা,বজায় রাখা হয়। আর তাই ওই দিনটি রাখা হয়। মণ্ডলী প্রথম দিনে একত্রিত হচ্ছে, যেমন আপনি প্রেরিতের বইয়ে দেখতে পাচ্ছেন। সুতরাং ধারাবাহিকতা রয়েছে যা এই সমস্তটিতে নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, আমাদের এটাকে বাস্তবিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। শাস্ত্রের ধারাবাহিকতা বিবেচনায়, আমরা প্রয়োগের উপায়ে কয়েকটি প্রভাব তুলে ধরতে পারি। প্রথমটি হল: পুরো বাইবেলের একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে আপনাকে অবশ্যই পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টকে অধ্যয়ন করতে হবে। পিতর বলেছেন, "সেই পরিত্রাণের বিষয় ভাববাদিগণ সযত্নে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহের বিষয়ে ভাববাণী বলিতেন। তাঁহারা এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেন, খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁহাদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্ত্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন্ ও কি প্রকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।" ১ পিতর ১:১০-১১-এ দেখুন। যদি ভাববাদীরা নিজেরাই খ্রীষ্টে প্রদত্ত পরিত্রাণ সম্পর্কে জানার জন্য তাদের নিজস্ব ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করেন, তাহলে খ্রীষ্টের পরিত্রাণের বিষয়ে জানতে আমাদের পুরাতন নিয়মকে আরও কত অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করা উচিত, বিশেষ করে যেহেতু আমরা এখন তাদের সম্পূর্ণ নতুন নিয়মের পরিপূর্ণতার আলোকে পড়তে পারি? তাই প্রথমত, আমাদের পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টকে অধ্যয়ন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, পরিচারদের ও পালকদের অবশ্যই পুরাতন নিয়ম থেকে খ্রীষ্টে কে প্রচার করতে হবে। এটি হল পৌলের বিষয়বস্তু যখন তিনি বলেন যে তিনি "খ্রীষ্ট এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ" প্রচার করেন। তিনি খ্রীষ্ট ছাড়া আর কিছুই জানতেন না এবং তাঁর লেখার মাধ্যমে আমরা একই বিষয়বস্তু খুঁজে পাই। প্রথম এবং দ্বিতীয় করিন্থীয় এক ভাল উদাহরণ, তার প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে, খ্রীষ্টে ব্যাক্তিস্বরূপ ঈশ্বরের শাশ্বত পুত্র, এর প্রচার করার প্রয়োজন, যিনি সেই বাক্য মাংসময় হয়েছেন এবং আমাদের মধ্যে এসে বসবাস করেছেন; ভাববাদী, যাজক এবং রাজা হিসাবে তাঁর সমস্ত পদগুলির মাধ্যেম প্রচার করা; শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তি বিশেষকে প্রচার করা নয়, যিনি সত্যিকারের ঈশ্বর এবং সত্যিকারের মানুষ, কিন্তু তাঁর কাজের মধ্যে ত্রাণকর্তা এবং মুক্তিদাতা হিসাবে, নিজ লোকেদের উদ্ধারকারী হিসাবে; আমাদের পুর্নাঙ্গ খ্রীষ্টেকে প্রচার করতে হবে এবং আমাদের পুরো বাইবেল থেকে তা করতে হবে, অবশ্যই নতুন নিয়মে খ্রীষ্টেকে প্রচার করতে হবে, তবে পুরাতন নিয়ম থেকেও তাঁকে প্রচার করতে হবে। মুক্তির ইতিহাসের উপর আমাদের মডিউল বা বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষাতত্ত্ব এটি আরও ভাল করে আমাদের বুঝতে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত, আমাদের পুরাতন নিয়মের ভাষা, বিষয়বস্তু, শিক্ষাতত্ত্ব, বাক্যালঙ্কার, শব্দ, ঘটনা এবং পদ্ধতি যা সেখানে পাওয়া যায় তা আমাদের গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। পুরাতন নিয়ম সমস্ত ধরণের

বাক্যালঙ্কার এবং সমস্ত ধরণের বর্ণনা দিয়ে সমৃদ্ধ যা ঈশ্বর আমাদের দেন। আমাদের শিখতে হবে কিভাবে নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে ব্যবহার করে, উভয় ক্ষেত্রেই– এটিকে উদ্ধৃত করার এমনকি পুরাতন নিয়মকে ইঙ্গিতের ক্ষেত্রেও। এটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রকে উন্মুক্ত করে দেবে। আপনি চিনতে শুরু করবেন, নতুন নিয়মের একটি অনুচ্ছেদ পড়ার সময়, এমনকি পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতি না দিয়েও, যে ভাষার প্রতি, বা ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির প্রতি, বাক্যালঙ্কার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং আপনি ফিরে যেতে সক্ষম হবেন এবং সেই টুকরোগুলিকে একসাথে সংযুক্ত করতে পারবেন, সেই সবগুলিকে একসাথে বাঁধতে শুরু করে, বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করে, আপনি ব্যাপক ধারাবাহিকতা দেখতে পাবেন। এটি বাইবেল যা শিক্ষা দিচ্ছে তা আপনার নিজের হৃদয় ও মনের কাছে উন্মুক্ত করে দেবে।

চতুর্থত এবং সবশেষে,ব্যবহারিক বিবেচনার মাধ্যমে আপনার গীতসংহিতা গাওয়া উচিত এবং যতক্ষণ না গীতসংহিতার ভাষা আপনার হৃদয় এবং আপনার মনে প্রবাহিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার গীতসংহিতা গাওয়া উচিত। পুরাতন নিয়মের সাধুদের ক্ষেত্রে এটিই সত্য ছিল। তারা প্রতিদিন এগুলি গাইত। এটি নতুন নিয়মের সাধু এবং লেখকদের ক্ষেত্রেও সত্য ছিল। তারাও, ক্রমাগত গীতসংহিতা গেয়েছেন এবং আপনি তা (নতুন নিয়মের) সর্বত্র প্রবাহিত হতে দেখছেন। সেখানে যোনা আছেন এবং তিনি একটি বড় মাছের পেটে আছেন, আপনি যোনার দিকে ফিরে তাঁর প্রার্থনা শুনুন। সে কী করছে? তিনি আসলে গীতসংহিতার উপর চিত্রায়িত করছেন; তিনি তাঁর প্রার্থনায় গীতসংহিতা উদ্ধৃত করে ভাষা ব্যবহার করছেন। আপনি নতুন নিয়মে যান এবং আপনি মরিয়মের কথা বা প্রার্থনা শুনুন এবং সেখানে আমরা কী পাই? আমরা সেখানে একসাথে বোনা গীতসংহিতা ভাষাগুলি খুঁজে পায়। আপনি ইব্রিয় ১-এ আসুন, যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক মহিমা সম্পর্কিত নতুন নিয়মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলির মধ্যে একটি। ইব্রিয় ১ একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়। এটি আমাদের খ্রীষ্টের মহিমা দেখানোর জন্য সেই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে সাতবার গীতসংহিতা থেকে উদ্ধৃত করেছে। পৌলের লেখাগুলিতে, আপনি সর্বত্র গীতসংহিতার সমস্ত ধরণের ইঙ্গিত এবং উল্লেখ পাবেন। আপনি যদি একটি অধ্যয়ন করতে চান– রোমীয় একটি ভাল উদাহরণ। কিন্তু মূল বক্তব্য হল আপনার নিজেকে গীত গাইতে হবে। আপনাকে সেগুলি মুখস্ত করতে হবে। আপনাকে সেগুলি ধ্যান করতে হবে– সেগুলিকে আপনার মাথায় এবং আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করান– এবং এটি আপনাকে বাইবেলটি সামগ্রিকভাবে বুঝতে সক্ষম করবে, কারণ গীতসংহিতাগুলি নিজেই একটি ছোট বাইবেলের মতো। এটাকেই লুথার বলেছেন– একটি ক্ষুদ্র বাইবেল। গীতসংহিতা আয়ত্ত করা একটি পদক্ষেপ বা উপায়, যার মাধ্যমে আমরা সামগ্রিকভাবে বাইবেলকে আরও ভালভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়।

এই বক্তৃতায় আমরা শাস্ত্রের ধারাবাহিকতা বিবেচনা করেছি,উল্লেখ্য যে বাইবেল একটি অবিভাজ্য গ্রন্থে একটি সুসংগত ঐক্যবদ্ধ বার্তা উপস্থাপন করে। আমাদের চিন্তাভাবনা এবং জীবনযাপনের জন্য আমাদের পুরো বাইবেল দরকার।

এটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের উপর আমাদের প্রথম মডিউলটি শেষ করে। আমরা শেষ দশটি লেকচারের সময় এটি বিবেচনা করেছি। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের দ্বিতীয় মডিউলে,আমরা ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বের উপর বক্তৃতাগুলির একটি সিরিজের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, যা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়, "বাইবেলের ত্রিত্ব ঈশ্বর কে?" একসাথে বাইবেল/শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্ব (doctrine of scripture) এবং ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর জন্য মৌলিক নীতিগুলি প্রদান করে যা পরবর্তী ধাপে আমরা দেখবো।